বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
১.	১(১)		**অপরিবর্তিত**	
২.	১(২)		**অপরিবর্তিত**	
৩.	১(৩)	নতুন প্রস্তাব সংযোজন	**১ (৩) আপাতত: বিদ্যমান অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।**	বীমা খাতের প্রধান আইন হিসেবে এই আইন প্রয়োগে যাতে অন্য আইন দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হয়, সেক্ষেত্রে এই বিধানের প্রস্তাব করা হয়েছে।
৪.	২(১)		~~(১) "অনুমোদিত নিরীক্ষক" অর্থ এই আইনের বিধান অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত নিরীক্ষক;~~ **(১) "অনুসন্ধানকারী" অর্থ এই আইনের বিধান পরিপালন অর্থে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত বা নির্ধারিত নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি;** **(ক) ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল আইন, ২০১৫ এর ধারা ২ এর উপধারা (১৩) এ বর্ণিত নিরীক্ষক;** **(খ) বিনিয়োগ, সম্পদ ও দায় মূল্যায়নে দেশ ও বিদেশের ব্যক্তি যাদেরকে কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদনের জন্য উপযুক্ত বিবেচনায় নিয়োগ করিবেন;** **(গ) তথ্য প্রযুক্তি, একচুয়্যারিয়াল সাইন্স, বীমা আন্ডাররাইটার, স্থাবর সম্পত্তির মূল্য নির্ণায়ক, পরিসংখ্যান, বীমা, চার্টার্ড সেক্রেটারি, একচ্যুয়ারি, ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যাদেরকে কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদনের জন্য উপযুক্ত বিবেচনায় নিয়োগ করিবেন;** **(ঘ) অন্য কোন বিশেষ পেশাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি যাদেরকে কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদনের জন্য উপযুক্ত বিবেচনায় নিয়োগ করিবেন।**	
৫.	১(২)		**অপরিবর্তিত**	
৬.	২(৩)		**অপরিবর্তিত**	
৭.	২(৪)		**অপরিবর্তিত**	

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
৮.	২(৫)	“আর্থিক প্রতিষ্ঠান” অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (খ) এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;	“আর্থিক প্রতিষ্ঠান” অর্থ (ক) ব্যাংক-কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৩ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত ব্যাংক কোম্পানি; (খ) ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৯ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (১৭) এ সংজ্ঞায়িত ফাইন্যান্স কোম্পানি; (গ) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা ২ এর দফা (২১) এ সংজ্ঞায়িত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান; (ঘ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত সিকিউরিটিজ প্রতিষ্ঠান ও অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান; (ঙ) বিশেষ কোন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান; (চ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান।	
৯.	২(৬)	(৬) “ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যম” অর্থ ইন্টারনেট, মোবাইল, রেডিও, টেলিভিশন, টেপ রেকর্ডার, ক্যাসেট এবং কম্পিউটার ডিস্কেট ও সিডি রমসহ প্রচারের কাজে ব্যবহৃত যে কোন ইলেকট্রনিক মাধ্যম;	~~(৬) “ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যম” অর্থ ইন্টারনেট, মোবাইল, রেডিও, টেলিভিশন, টেপ রেকর্ডার, ক্যাসেট এবং কম্পিউটার ডিস্কেট ও সিডি রমসহ প্রচারের কাজে ব্যবহৃত যে কোন ইলেকট্রনিক মাধ্যম;~~	
১০.	২(৭)		**অপরিবর্তিত**	
১১.	২(৮)		**অপরিবর্তিত**	
১২.	২(৯)		**অপরিবর্তিত**	
১৩.	২(১০)	(১০) “কর্তৃপক্ষ” অর্থ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১২ নং আইন) এর অধীন গঠিত বীমা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ;	“কর্তৃপক্ষ”অর্থ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন,২০১০ (২০১০ সনের ১২নং আইন) এর অধীন গঠিত বীমা **উন্নয়ন ও** নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ;	করনিক ভুল সংশোধন।
১৪.	২(১১)		**অপরিবর্তিত**	
১৫.	২(১২)		**অপরিবর্তিত**	

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
১৬.	২(১৩)		**অপরিবর্তিত**	
১৭.	২(১৪)		**অপরিবর্তিত**	
১৮.	২(১৫)		**অপরিবর্তিত**	
১৯.	২(১৬)		**অপরিবর্তিত**	
২০.	২(১৭)		**অপরিবর্তিত**	
২১.	২(১৭ ক)			
২২.	২(১৮)	(১৮) “পরিবার” অর্থ স্বামী বা স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই ও বোন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল সকলেই অন্তর্ভুক্ত হইবে;	**(১৮)** “পরিবার” **অর্থ স্বামী বা স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই ও বোন এবং জামাতা ও পুত্রবধূ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল সকলেই অন্তর্ভুক্ত হইবে;**	আইনানুগ ও বাস্তবমুখী করার জন্য।
২৩.	২(১৯)		**অপরিবর্তিত**	
২৪.	২(২০)		**অপরিবর্তিত**	
২৫.	২(২১)		**অপরিবর্তিত**	
২৬.	২(২২)		**অপরিবর্তিত**	
২৭.	২(২৩)		**অপরিবর্তিত**	
২৮.	২(২৪)		**অপরিবর্তিত**	
২৯.	২(২৫)		**অপরিবর্তিত**	
৩০.	২(২৬)		**অপরিবর্তিত**	
৩১.	২(২৭)		**অপরিবর্তিত**	
৩২.	২(২৮)	(২৮) "বীমা" অর্থ পলিসি এবং চুক্তি অথবা অন্য যে কোন নামে প্রিমিয়াম গ্রহণ সাপেক্ষে কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে, চুক্তিতে উল্লিখিত কোন ঘটনা যে ঘটনায় দ্বিতীয় উল্লিখিত ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় উহা সংঘটিত হওয়া সাপেক্ষে, অর্থ প্রদানের অংগীকারপূর্বক লিপ্ত হওয়ার ও নিয়োজিত থাকার	**(২৮) "বীমা" অর্থ কর্তৃপক্ষের নিকট নিবন্ধিত বীমাকারীর** **(ক) পলিসি এবং চুক্তি অথবা অন্য যে কোন নামে প্রিমিয়াম গ্রহণ সাপেক্ষে বীমাযোগ্য স্বার্থ রহিয়াছে এইরুপ কোন বীমাকারী কোন ব্যক্তিকে, চুক্তিতে উল্লিখিত কোন ঘটনার কারণে উল্লিখিত ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে অর্থ প্রদানের অংগীকারপূর্বক সম্পৃক্ত হওয়ার ও নিয়োজিত থাকার ব্যবসা;**	

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
		ব্যবসা, লাইফ ইন্স্যুরেন্স চুক্তিসহ পুনঃবীমা, এবং প্রত্যর্পণ বীমাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;	**(খ) লাইফ ইন্স্যুরেন্স চুক্তি;** **(গ) প্যারামেট্রিক বীমা;**	
৩৩.	২(২৯)		**অপরিবর্তিত**	
৩৪.	২(৩০)	(৩০) “ বীমা জরীপকারী ” অর্থ এই আইনের অধীন লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, যে নামেই অীভহিত হউক না কেন, যিনি নন- লাইফ ইন্স্যুরেন্স চুক্তির অধীনে বীমাকৃত কোন পণ্য , সম্পত্তি বা স্বার্থের কোন ক্ষতির কারণ ,ব্যপ্তি , অবস্থান এবং দাবী সংঘটিত ক্ষতি বা দাবীকৃত ক্ষতির পরিমান পরীক্ষাপূর্বক নিরপেক্ষ মতামত প্রদান করেন;	(৩০) “বীমা জরীপকারী বা **ঝুঁকি ও ক্ষতি নির্ধারক ”** অর্থ এই আইনের অধীন লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, যিনি নন- লাইফ ইন্স্যুরেন্স চুক্তির অধীনে বীমাকৃত কোন পণ্য, সম্পত্তি বা স্বার্থের কোন ক্ষতির কারণ ,ব্যপ্তি ,অবস্থান এবং দাবী সংঘটিত ক্ষতি বা দাবীকৃত ক্ষতির পরিমান পরীক্ষাপূর্বক নিরপেক্ষ মতামত প্রদান করেন;	বীমা আইনে শুধু বীমা জরিপকারীর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু ঝুঁকি ও ক্ষতি নির্ধারকের বিষয়ে উল্লেখ নেই তাই ঝুঁকি ও ক্ষতি নির্ধারকদের আইনের আওতায় আনার জন্য এরুপ সংশোধন।
৩৫.	২(৩১)		**অপরিবর্তিত**	
৩৬.	২(৩২)		**অপরিবর্তিত**	
৩৭.	২(৩৩)		**অপরিবর্তিত**	
৩৮.	২(৩৪)		**অপরিবর্তিত**	
৩৯.	২(৩৫)		**অপরিবর্তিত**	
৪০.	২(৩৬)	(৩৬) “ সমবায় সমিতি আইন” অর্থ সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন);	**অপরিবর্তিত**	
৪১.	২(৩৭)	(৩৭)“ সলভেন্সি মার্জিন ” অর্থ বীমাকারী কর্তৃক প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণ সংরক্ষিত সম্পদ;	**অপরিবর্তিত**	
৪২.	২(৩৮)	(৩৮) “ সাবসিডিয়ারি ” বা “ সাবসিডিয়ারি কোম্পানী” অর্থ কোম্পানী আইনের ২ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণীত সাবসিডিয়ারি কোম্পানী;	**অপরিবর্তিত**	
৪৩.	২(৩৯)	(৩৯) “নিরীক্ষক” অর্থ কোম্পানী আইনের ধারা ২১২ এর বিধান অনুযায়ী কোম্পানীর নিরীক্ষক	**২ (৩৯) “নিরীক্ষক” অর্থ ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল আইন, ২০১৫ এর ধারা ২ এর উপধারা (১৩) এ বর্ণিত নিরীক্ষক;**	নিরীক্ষক এর কার্যক্রম সুস্পষ্টকরণ এবং ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল আইন, ২০১৫ এর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য এরুপ সংশোধন।

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
		হিসাবে কাজ করার যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি;		
৪৪.	২(৪০)		**অপরিবর্তিত**	
৪৫.	২(৪১)	নতুন সংজ্ঞা সংযোজন প্রস্তাব	**২ (৪১) “মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা” অর্থ বীমা আইন ২০১০ এর ধারা ৮০ এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ২ এর উপধারা (১) এর (ঠ) এ বর্ণিত “ব্যবস্থাপনা পরিচালক” একই ব্যক্তি;**	কোম্পানী আইনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বীমা আইন, ২০১০ এ মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে উল্লেখ রয়েছে, ফলে অনেক ক্ষেত্রে একই পদের দুই নামের কারণে অষ্পস্টতার সৃষ্টি হয়। এই অষ্পস্টতা দূরীকরণের লক্ষ্যে এ প্রস্তাব করা হয়েছে।
৪৬.	২(৪২)	নতুন সংজ্ঞা সংযোজন প্রস্তাব	**২(৪২) “স্বতন্ত্র পরিচালক” অর্থ এইরূপ ব্যক্তি, যিনি বীমাকারীর ব্যবস্থাপনা ও শেয়ারহোল্ডিং হইতে স্বাধীন এবং প্রযোজ্য আইন, বিধি ও প্রবিধান পরিপালন নিশ্চিত করিয়া বীমাকারীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মতামত প্রদানকারী;**	স্বতন্ত্র পরিচালক এর সংজ্ঞা সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় এরুপ সংযোজন করা হয়েছে।
৪৭.	২(৪৩)	নতুন সংজ্ঞা সংযোজন প্রস্তাব	**২(৪৩) “কর্পোরেট এজেন্ট” অর্থ কোম্পানী পর্যায়ভুক্ত কোন বীমা এজেন্ট বা কোন প্রতিষ্ঠান যাহা বীমা বিষয়ে কাজ করিবে;**	ব্যাংকাসুরেন্স চালু হওয়ায় কর্পোরেট এজেন্টদেরকে আইনের আওতায় আনার জন্য এরুপ সংযোজন।
৪৮.	২(৪৪)	নতুন সংজ্ঞা সংযোজন প্রস্তাব	**২(৪৪) "ব্যাংকাসুরেন্স “অর্থ বাংলাদেশে যথাযথ আইনে নিবন্ধনকৃত ব্যাংক কর্তৃক তাদের নিজস্ব বিক্রয় ও বিতরণ মাধ্যম (যেমন: ব্যাংক এর শাখা, টেলি-মার্কেটিং, এজেন্ট ব্যাংকিং, নিজস্ব ওয়েবসাইট ও অন্যান্য) ব্যবহার করে তাদের হিসাবধারীদের নিকট বীমা পরিকল্পসমূহ উপস্থাপন, বিতরণ, বিক্রয় ও প্রচারণাকে বুঝাইবে। বীমাকারী ও ব্যাংক এর মধ্যকার ব্যাংকাসুরেন্স চুক্তির অধীন ব্যাংক বীমাকারীর কর্পোরেট এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবে;**	ব্যাংকাসুরেন্স গাইডলাইনের আলোকে ব্যাংকাসুরেন্স টার্মটিকে প্রয়োগিকভাবে সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে এরুপ সংশোধন।
৪৯.	২(৪৫)	নতুন সংজ্ঞা সংযোজন প্রস্তাব	**২(৪৫) “ইন্স্যুরটেক কোম্পানী” অর্থ ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে বীমাকারীকে বীমা পরিকল্প উদ্ভাবন, বিপনন,বিক্রয় ও প্রচারণার কাজে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান;**	ইন্স্যুরটেক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুনির্দিষ্টকরণ এবং বীমাকারীর সাথে এর অবস্থান তুলে ধরার লক্ষ্যে এরুপ সংযোজন।
৫০.	২(৪৬)	নতুন সংজ্ঞা সংযোজন প্রস্তাব	**'মাইক্রোক্রেডিট প্রতিষ্ঠান' অর্থ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা ২ এর উপধারা (২১) এ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান;**	বীমা আইনের সাথে অন্যান্য আইনের সামঞ্জস্য রক্ষার্থে এই সংযোজন।
৫১.	**২(৪৭)**	নতুন সংজ্ঞা সংযোজন প্রস্তাব	**‘উল্লেখযোগ্য শেয়ারহোল্ডার’ অর্থ কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী বা কোন পরিবারের সদস্যগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, একক বা যৌথভাবে বা উভয়ভাবে, কোন বীমাকারীর মালিকানা স্বত্বের শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগের অধিক শেয়ার ধারণ;**	আইনানুগ অষ্পষ্টতা দূরীকরণের লক্ষ্যে এই সংজ্ঞাটি সংযোজন করা হয়েছে।

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
৫২.	**২(৪৮)**	নতুন সংজ্ঞা সংযোজন প্রস্তাব	**“সিনিয়র ম্যানেজম্যান্ট টিম” (senior Management Team) অর্থ বীমাকারীর চেয়ারম্যান, পরিচালক, উপদেষ্টা,পরামর্শক ,মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা ও কোম্পানী সেক্রেটারীকে বুঝাইবে।**	আইনের ভিন্ন ভিন্ন ধারায় একই পদের অভিন্নতা রক্ষায় এবং ধারাগুলিকে সহজবোধ্য করতে এই টার্ম ব্যবহার করা হয়েছে।
৫৩.	**২(৪৯)**	নতুন সংজ্ঞা সংযোজন প্রস্তাব	**“লাইফ ইন্স্যুরেন্স তহবিল” অর্থ সেই সম্পদের গুচ্ছ যা একটি বীমা কোম্পানী তার জীবন বীমা চুক্তির আওতায় পলিসিগ্রাহকদের ভবিষ্যৎ প্রাপ্যতা পূরণের জন্য আলাদাভাবে রক্ষিত তহবিল। এই তহবিলের উদ্দেশ্য হল বীমাকারী কর্তৃক সময়মতো পলিসিগ্রাহকের বিভিন্ন সুবিধা সম্বলিত দাবী পরিশোধের সক্ষমতা নিশ্চিত করা।**	
৫৪.	**২(৫০)**		**‘‘আর্থিক বিবরণী’’ অর্থ ফাইন্সাসিয়াল রির্পোটিং আইন ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৩) এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক বিবরণী;**	
৫৫.	**২(৫১)**		**"প্যারামেট্রিক বীমা" অর্থ এইরুপ চুক্তি যাহাতে বীমাকারী প্রিমিয়াম গ্রহণ সাপেক্ষে অন্য ব্যক্তিকে চুক্তিতে উল্লিখিত একটি নির্ধারিত সূচক বা পরিমাপযোগ্য ঘটনার সংঘটনের উপর ভিত্তি করে, বাস্তব ক্ষতি হউক বা না হউক, পুর্বনির্ধারিত অর্থ প্রদানের অংগীকারপুর্বক সম্পৃক্ত হওয়ার ও নিয়োজিত থাকার ব্যবসা**	
৫৬.	**২ক**	নতুন সংযোজন প্রস্তাব	**২ক। সংঘ স্মারক ইত্যাদির উপর আইনের প্রাধান্য।- এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে,** **(ক) ~~বিশেষায়িত বীমাকারী ব্যতীত,~~ কোন বীমাকারীর মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন ও আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন, উহার সম্পাদিত কোন চুক্তি, বা উহার সাধারণ সভায় বা পরিচালনা পর্ষদের সভায় গৃহীত কোন প্রস্তাবে এবং সমবায় সমিতি উপ আইন এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এবং উহা এই আইন প্রবর্তনের পুর্বে বা পরে, ক্ষেত্রমত, রেজিষ্ট্রিকৃত বা সম্পাদিত বা গৃহীত হউক বা হইয়া থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে, এবং** **(খ) উক্ত মেমোরেন্ডাম, আর্টিকেলস্, চুক্তি বা প্রস্তাবের কোন বিধানের যতটুকু এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্য থাকিবে উক্ত বিধানের ততটুকু অবৈধ হইবে।**	অন্যান্য আইনের সাথে বীমা আইনের অসামঞ্জস্যতা রোধ এবং বীমা আইনের প্রভাব সমুন্নত রাখতে এই সংশোধন প্রস্তাব করা হয়েছে।
৫৭.	**৩**		**অপরিবর্তিত**	

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

ক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
৫৮.	**৪(১)**		**অপরিবর্তিত**	
৫৯.	৪(১)(গ)	(গ) বাংলাদেশের বাহিরে কোন দেশের আইনের অধীন সংবিধিবদ্ধ এমন কোন বীমা সংস্থা, যাহা কোন প্রাইভেট কোম্পানী নহে অথবা প্রাইভেট কোম্পানীর সাবসিডিয়ারি নহে।	(গ) বাংলাদেশের বাহিরে কোন দেশের আইনের অধীন সংবিধিবদ্ধ এমন কোন বীমা প্রতিষ্ঠান যাহা ~~কোন প্রাইভেট কোম্পানী নহে অথবা~~ **সংশ্লিষ্ট দেশের আইনের আওতায় পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে গণ্য এবং ঐ দেশের বা অন্য কোন দেশের** প্রাইভেট **লিমিটেড** কোম্পানীর সাবসিডিয়ারি হিসেবে বিবেচিত নহে।	আইনের ধারা ৪(১)(গ) এর সাথে আইনের ধারা ২০ সাঘর্ষিক প্রতীয়মান হওয়ায় এরুপ সংশোধন করা হয়েছে।
৬০.	**৪(২)**		**অপরিবর্তিত**	
৬১.	**৫(১)**		**অপরিবর্তিত**	
৬২.	**৫(২)**		**অপরিবর্তিত**	
৬৩.	**৫(৩)**		**অপরিবর্তিত**	
৬৪.	**৫(৪)**		**অপরিবর্তিত**	
৬৫.	**৫(৫)**		**অপরিবর্তিত**	
৬৬.	৫(৬)	(৬) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, Insurance Act, ১৯৩৮ এবং Insurance Corporations Act, ১৯৭৩ এর অধীন কোন বীমাকারী কর্তৃক পরিচালিত জীবন বীমা এবং সাধারণ বীমা ব্যবসা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যথাক্রমে লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা বলিয়া গণ্য হইবে।	~~(৬) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, Insurance Act, ১৯৩৮ এবং Insurance Corporations Act, ১৯৭৩ এর অধীন কোন বীমাকারী কর্তৃক পরিচালিত জীবন বীমা এবং সাধারণ বীমা ব্যবসা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যথাক্রমে লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং নন লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা বলিয়া গণ্য হইবে।~~	বীমা আইন, ২০১০ এর ৮(১), ৮(৩), ১৬০(২)ধারায় থাকায় এ উপধারাটি বাদ দেয়া হচ্ছে।
৬৭.	৬		**অপরিবর্তিত**	
৬৮.	৭(১)		**অপরিবর্তিত**	
৬৯.	৭(২)		**অপরিবর্তিত**	
৭০.	৭(৩)		**অপরিবর্তিত**	
৭১.	৭(৪)	নতুন সংযোজন	**এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত গাইডলাইন অনুসারে ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালিত হইবে।**	ইসলামী বীমা ব্যবসা আমাদের বীমা শিল্পের অন্যতম অনুসঙ্গ। ইসলামী বীমা ব্যবসার সুনির্দিষ্ট রুপরেখা তৈরী এবং বাস্তবমুখী ও গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষায় এই গাইডলাইন প্রণয়নের

রক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
				প্রস্তাব করা হয়েছে।
৭২.	৮	৮। নিবন্ধন সনদ, ইত্যাদি।-(১) কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নিবন্ধন সনদ ব্যতীত কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন বীমা ব্যবসা সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে নাঃ তবে শর্ত থাকে যে, Insurance Corporation Act, ১৯৭৩ এর অধীন গঠিত জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বীমা ব্যবসা পরিচালনার জন্য এই আইনের অধীন নিবন্ধিত বলিয়া গণ্য হইবে।	**৮। নিবন্ধন সনদ, ইত্যাদি।**- (১) ~~কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে~~ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নিবন্ধন সনদ ব্যতীত কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন বীমা **ও পুনঃবীমা** ব্যবসা সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে নাঃ তবে শর্ত থাকে যে, Insurance Corporation Act, 1973 এর অধীন গঠিত জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বীমা ব্যবসা পরিচালনার জন্য এই আইনের অধীন নিবন্ধিত বলিয়া গণ্য হইবে।	আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা সুস্পষ্ট করণের জন্য এরুপ সংশোধন।
৭৩.	৮(২)		**অপরিবর্তিত**	
৭৪.	৮(৩)		**অপরিবর্তিত**	
৭৫.	৮(৪)		**অপরিবর্তিত**	
৭৬.	৮(৫)		**অপরিবর্তিত**	
৭৭.	৮(৬)		**অপরিবর্তিত**	
৭৮.	৮(৭)		**অপরিবর্তিত**	
৭৯.	৯(১)		**অপরিবর্তিত**	
৮০.	৯(২)		**অপরিবর্তিত**	
৮১.	৯(৩)		**অপরিবর্তিত**	
৮২.	৯(৪)		**অপরিবর্তিত**	
৮৩.	৯(৫)	**নতুন সংযোজন**	**(৫) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই বলা থাকুক না কেন কোন বীমাকারী নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির পরে নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিবে।**	আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং বীমা শিল্পে শৃঙ্খলা রক্ষার্থে এই উপধারাটি সংযোজন করা হয়েছে।

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
৮৪.	১০		**অপরিবর্তিত**	
৮৫.	১১		**অপরিবর্তিত**	
৮৬.	১১(ক)	**নতুন সংযোজন**	**১১(ক) বে-আইনী বীমা ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাঃ- এই আইনের ধারা ৪৮ এর অধীন তদন্তকার্য সম্পাদনের পর কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, কোন বীমাকারী বীমা আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়া বীমা-ব্যবসা পরিচালনা করিতেছেন ও কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করিতেছেন তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ সেই মর্মে একটি ঘোষণা প্রদান করিতে পারিবে। কর্তৃপক্ষের ঘোষনাটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ ঘোষণা প্রদানের পুর্বে উক্ত কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত ঘোষণার বিরুদ্ধে উহার বা তাঁহার বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ দিতে হইবে।**	নিয়ন্ত্রক সংস্থার কার্যক্রম কে অর্থবহ করতে এরুপ পরিবর্তন আনা হয়েছে। উল্লেখ্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও কোম্পানী আইনে এরুপ বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে।
৮৭.	১১(খ)	**নতুন সংযোজন**	**১১(খ) ঘোষনা প্রদানের পরিনতিঃ-কোন কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ঘোষণা প্রদান করা হইলে উক্ত ঘোষনা প্রদানের পর উক্ত কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি উহার বা তাহার সকল লেনদেন ও কাজ হইতে বিরত থাকিবে এবং উহার বা তাহার পক্ষে ও অধীনে কার্যত কোন ব্যক্তির কাজ অকার্যকর বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং বীমাকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইনের ধারা ১০ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।**	নিয়ন্ত্রক সংস্থার কার্যক্রম কে অর্থবহ করতে এরুপ পরিবর্তন আনা হয়েছে। উল্লেখ্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও কোম্পানী আইনে এরুপ বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে।
৮৮.	১২		**অপরিবর্তিত**	
৮৯.	১৩		**অপরিবর্তিত**	
৯০.	১৪	বীমাকারীর শাখা ও কার্যালয় স্থাপনে লাইসেন্স প্রদান।- (১) কোন বীমাকারী এই আইন কার্যকর হইবার পর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত নূতন শাখা বা কার্যালয় স্থাপন করিতে এবং ব্যবসায়িক লেনদেন করিতে পারিবে না। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য বীমাকারী কর্তৃক, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত	বীমাকারীর শাখা ও কার্যালয় স্থাপনে লাইসেন্স প্রদান, ***স্থগিত বা বাতিলকরণ*** ।- (১) কোন বীমাকারী ~~এই আইন কার্যকর হইবার পর~~ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত নূতন শাখা বা কার্যালয় স্থাপন করিতে এবং ব্যবসায়িক লেনদেন করিতে পারিবে না। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য বীমাকারী কর্তৃক, সময়ে সময়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন দাখিল করতে হইবে ।	

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
		ফরমে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে, আবেদন দাখিল করতে হইবে । (৩) এই ধারার অধীন লাইসেন্সের জন্য আবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ আবেদনটি বিবেচনাক্রমে নূতন শাখা বা কার্যালয় স্থাপনের জন্য বীমাকারী বরাবওে নির্ধারিত ফরমে লাইসেন্স ইস্যু করিবেন। (৪) কোন আবেদনকারীর আবেদন যথাযথ বিবেচিত না হইলে কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিয়া আবেদনটি নামঞ্জুর করিবে এবং নামঞ্জুর সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে অনধিক ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে। (৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন লাইসেন্স সংক্রান্ত আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্তরূপ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত হইবার অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবে এবং উক্তরূপে আবেদনের ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। (৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীনে কোন আপীল করা হইলে উক্তরূপ আপীল অনিষ্পন্ন থাকাবস্থায় একই বীমাকারী একই স্থানে শাকা বা কার্যালয় স্থাপন করিতে বা ব্যবসায়িক লেনদেন করিতে লাইসেন্সের জন্য পুনরায় আবেদন করিতে পারিবেন না।	(৩) এই ধারার অধীন লাইসেন্সের জন্য আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদনটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচনাক্রমে নূতন শাখা বা কার্যালয় স্থাপনের জন্য বীমাকারী বরাবরে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ফরমে লাইসেন্স ইস্যু করিবেন। (৪) কোন আবেদনকারীর আবেদন যথাযথ বিবেচিত না হইলে কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিয়া আবেদনটি নামঞ্জুর করিবে এবং নামঞ্জুর সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে অনধিক ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে। (৫) উপ-ধারা ***(৪) এর*** অধীন লাইসেন্স সংক্রান্ত আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্তরূপ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত হইবার অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট রিভিউ আবেদন করিতে পারিবে এবং উক্তরূপে আবেদনের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। (৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীনে কোন রিভিউ আবেদন করা হইলে উক্তরূপ রিভিউ আবেদন অনিষ্পন্ন থাকাবস্থায় একই বীমাকারী একই স্থানে শাখা বা কার্যালয় স্থাপন করিতে বা ব্যবসায়িক লেনদেন করিতে লাইসেন্সের জন্য পুনরায় আবেদন করিতে পারিবেন না। (৭) এই ধারার অধীনে কোন স্থানে নূতন শাখা বা কার্যালয় স্থাপন বা ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য লাইসেন্সের আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে বা, ক্ষেত্রমত, রিভিউ আবেদন নামঞ্জুর হইলে, উক্তরূপ নামঞ্জুরের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসরের মধ্যে একই বীমাকারী একই স্থানে শাখা বা কার্যালয় স্থাপন করিতে বা ব্যবসায়িক লেনদেন করিতে লাইসেন্সের জন্য পুনরায় আবেদন করিতে পারিবেন না।	

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
		(৭) এই ধারার অধীনে কোন স্থানে নূতন শাখা বা কার্যালয় স্থাপন বা ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য লাইসেন্সের আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে বা, ক্ষেত্রমত, আপীল নামঞ্জুর হইলে, উক্তরূপ নামঞ্জুরের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসরের মধ্যে একই বীমাকারী একই স্থানে শাখা বা কার্যালয় স্থাপন করিতে বা ব্যবসায়িক লেনদেন করিতে লাইসেন্সের জন্য পুনরায় আবেদন করিতে পারিবেন না।		
৯১.	১৫		**অপরিবর্তিত**	
৯২.	১৬(১)		**অপরিবর্তিত**	
৯৩.	১৬(২)		**অপরিবর্তিত**	
৯৪.	১৬(৩)		**অপরিবর্তিত**	
৯৫.	১৬(৪)		**অপরিবর্তিত**	
৯৬.	১৬(৫)	(৫) একচ্যুয়ারি কর্তৃক প্রদেয় প্রত্যায়নপত্র প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ফরম অনুযায়ী হইবে।	(৫) একচ্যুয়ারি কর্তৃক প্রদেয় ~~প্রত্যায়নপত্র~~ **প্রত্যয়নপত্র** ~~**প্রবিধান দ্বারা**~~ **কতৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে** নির্ধারিত ফরম অনুযায়ী হইবে।	১। করনিক ভুল সংশোধন করা হয়েছে। ২।বীমা আইনের প্রয়োগিক দিকটি সহজবোধ্য ও অর্থবহ করতে এই সংযোজন করা হয়েছে।
৯৭.	১৬(৬)		**অপরিবর্তিত**	
৯৮.	১৬(৭)		**অপরিবর্তিত**	
৯৯.	১৬(৮)		**অপরিবর্তিত**	
১০০.	১৬(৯)		**অপরিবর্তিত**	
১০১.	১৬(১০)		**অপরিবর্তিত**	
১০২.	১৭		**অপরিবর্তিত**	
১০৩.	১৮		**অপরিবর্তিত**	
১০৪.	১৯		**অপরিবর্তিত**	

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
১০৫.	ধারা ২০(১)	২০। বিদেশে পুনঃবীমা সংক্রান্ত বিধানাবলী।– (১) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, কোন বীমাকারী বীমাপলিসি গ্রাহক এবং বীমাকারীর স্বার্থ নিশ্চিত হয় এইরূপ সম্পাদিত ও কার্যকর চুক্তি বা বীমা পলিসি হইতে উদ্ভূত বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের বাহিরে যে কোন দায় অন্য বীমাকারীর সহিত পুনঃবীমা করিতে পারিবে।	২০। ~~বিদেশে~~ **পুনঃবীমা সংক্রান্ত বিধানাবলী।**- (১) **কর্তৃপক্ষ কর্তৃক** নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে কোন বীমাকারী বীমাপলিসি গ্রাহক এবং বীমাকারীর স্বার্থ নিশ্চিত হয় এইরূপ সম্পাদিত ও কার্যকর বীমা পলিসি হইতে উদ্ভূত বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের বাহিরে যে কোন দায় ~~অন্য বীমাকারীর সহিত পুনঃবীমা করিতে পারিবে।~~ **বা দায়ের অংশ বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের বাহিরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদউদ্দেশ্যে অনুমোদিত কোন বীমাকারী বা পুনঃবীমাকারীর সহিত পুনঃবীমা করিতে হইবে।**	বীমা শিল্পের ক্ষেত্র/পরিসর বৃদ্ধির জন্য এবং বিদেশে শব্দটি বিয়োজন করা হয়েছে এবং বিদেশী শব্দটি বাদ দেয়ার কারণে প্রবিধানের ভাষা অর্থবহ ও স্পষ্টিকরণের জন্য ২০ (১) এর তৃতীয় লাইনে দায় এর পর বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের বাহিরে শব্দগুচ্ছ যোগ করা হয়েছে।
১০৬.	২০(২)		**অপরিবর্তিত**	
১০৭.	২০(৩)		**অপরিবর্তিত**	
১০৮.	ধারা ২১(১)	**মূলধন ও শেয়ারধারণ সম্পর্কিত পূরণীয় শর্ত।**- (১) এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে বাংলাদেশে যে কোন শ্রেণীর বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল এইরূপ বীমাকারী ব্যতীত, অন্য কোন বীমাকারী এই আইন বলবৎ হইবার পর কোন শ্রেণীর বীমা ব্যবসা পরিচালনার জন্য নিবন্ধীকৃত হইবে না, যদি তাহার তফসিল ১ এ বিধৃত পরিমাণ পরিশোধিত মূলধন না থাকে এবং তাহার শেয়ারসমূহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী পরিশোধিত না হইয়া থাকেঃ তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে পারিবেঃ আরো শর্ত থাকে যে, উদ্যোক্তাগণ নিবন্ধনের আবেদন করার পূর্বে পরিশোধিত মূলধনে তাহাদের নিজ নিজ অংশ দায় মুক্তভাবে বাংলাদেশে কোন তফসিলী ব্যাংকে কোম্পানীর নামে জমা করিবেন	**মূলধন ও শেয়ারহোল্ডিং সম্পর্কিত পূরণীয় শর্ত।**- ১) ~~এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে বাংলাদেশে যে কোন শ্রেণীর বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল এইরূপ বীমাকারী ব্যতীত, ও অন্য~~ কোন বীমাকারী এই আইন বলবৎ হইবার পর কোন শ্রেণীর বীমা ব্যবসা পরিচালনার জন্য নিবন্ধীকৃত/**নিবন্ধন নবায়নকৃত** হইবে না বা বীমা ব্যবসা পরিচালনা **করিবে** না, যদি তাহার **তফসিল ১ এ বিধৃত পরিমাণ** ও **~~কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত~~ পদ্ধতিতে** পরিশোধিত মূলধন না থাকে ~~এবং তাহার শেয়ারসমূহ **বিধি দ্বারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক** নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী পরিশোধিত না হইয়া থাকেঃ~~ তবে শর্ত থাকে যে, **কর্তৃপক্ষ**, প্রয়োজনে, **~~সময়ে সময়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে~~** ~~সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা~~, পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস **করিতে পারিবে।** আরো শর্ত থাকে যে, **বীমাকারীর শেয়ারহোল্ডারগণ** নিবন্ধনের আবেদন করার পূর্বে পরিশোধিত মূলধনে তাহাদের নিজ নিজ অংশ দায় মুক্তভাবে **কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত বাংলাদেশের** কোন তফসিলী ব্যাংকে কোম্পানীর নামে জমা করিবেন এবং উক্ত অর্থ দায়মুক্তভাবে জমা হিসাবে থাকিবে। **তবে, কর্তৃপক্ষ বীমাকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিশোধিত মূলধনের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ পরিমাণ অর্থ পরবর্তী ৫ বৎসরের মধ্যে পুনর্ভরণের শর্তে উত্তোলন করিবার অনুমতি প্রদান**	১। এই আইন প্রবর্তনের পূর্বের বীমাকারীদের জন্যও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিশোধিত মূলধনের পরিমান প্রযোজ্য হইবে। বীমা শিল্পে স্বচ্ছতা ও সুশাসন নিশ্চিত এবং বীমাকারীর আর্থিক শৃঙ্খলা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এই সংশোধন আনয়ন করা হয়েছে। ২। বিদ্যমান কোম্পানীসমূহের সক্ষমতা নিরুপন ও বীমা পলিসি গ্রাহকগনের স্বার্থ রক্ষার জন্য কতিপয় মাপকাঠির সমন্বয়ে রেটিং প্রণয়ন করা প্রয়োজন বিধায় এরুপ সংশোধন করা হয়েছে।

রক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
		এবং উক্ত অর্থ দায়মুক্তভাবে জমা হিসাবে থাকিবে।	**করিতে পারিবে**। **আরো শর্ত থাকে যে, সময়ে সময়ে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সলভেন্সি মার্জিন প্রবিধান অনুযায়ী বীমাকারীর ~~কর্তৃক ধারা ৩০(১) অনুযায়ী বীমাকারীর একচ্যুয়ারিয়াল দায় মুল্যায়নের মাধ্যমে~~ মুলধনের পর্যাপ্ততা যাচাই করিবে। উক্ত দায় মুল্যায়নে কোনো বীমাকারীর দায় অতিরিক্ত হইলে তাহাকে মুলধন বৃদ্ধির জন্য কর্তৃপক্ষ নির্দেশনা প্রদান করিবে।**	
১০৯.	২১(২)		(২) বীমাকারী কর্তৃক নিবন্ধনের আবেদন দাখিলের পর বা ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত পরিশোধিত মূলধন জমার হিসাব হইতে জমার উপর অর্জিত সুদ/**মুনাফাসহ** **কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমোদন** ব্যতীত কোন অর্থ উত্তোলন করা যাইবে না এবং কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষের অনুকূলে ছাড়া পরিশোধিত মূলধনের উপর কোনরূপ লিয়েন লিপিবদ্ধ করা যাইবে না।	
১১০.	২১(৩)	(৩) এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের বাহিরে নিগমিত কোন বীমাকারীকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়সীমার মধ্যে উপ-ধারা (১) এর অধীনে উহার মূলধন থাকার শর্ত পূরণ করিতে হইবে।	বিলুপ্ত	প্রস্তাবিত আইনের ধারার সাথে সামঞ্জস্যতা প্রদানের জন্য এরুপ পরিবর্তন করা হয়েছে।
১১১.	২১(৪)	নতুন সংযোজন	**(৪) কর্তৃপক্ষ যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, কোন বীমাকারী উপ-ধারা (১) মোতাবেক আবশ্যক পরিমাণে ~~হারে~~ ও পন্থায় মুলধন সংরক্ষণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট বীমাকারীকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত ঘাটতি পূরণের নির্দেশ দিতে পারিবে এবং এরূপ নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে উক্ত বীমাকারীর বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত যে কোন অথবা সকল শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা:-** **(ক) নির্দিষ্ট মেয়াদে বা অনুরূপ ঘাটতি পূরণের পুর্ব পর্যন্ত উক্ত বীমাকারী কর্তৃক নূতন পলিসি ইস্যু বা বিক্রয় প্রিমিয়াম গ্রহণ নিষিদ্ধ করা; অথবা**	বীমাকারীর আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গ্রাহক স্বার্থে নিশ্চিতকল্পে এরুপ সংশোধন আনা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিধান পরিপালনে বীমাকারীকে আরও তৎপর করার লক্ষ্যে এই সংশোধন।

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
			(খ) উক্ত ব্যর্থতার জন্য সর্বনিম্ন ১০ (দশ) লক্ষ টাকা হইতে অনূর্ধ্ব এক কোটি টাকা জরিমানা আরোপ এবং যদি উক্ত লংঘন অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে উক্ত লংঘনের প্রথম দিনের পর প্রত্যেক দিনের জন্য অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ;অথবা **(গ) এই আইনের অধীন অন্যান্য শাস্তি বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।**	
১১২.	২১ক	নতুন সংযোজন	**২১ক। শেয়ার হস্তান্তরের বিধান।- (১) শেয়ার হস্তান্তর বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য শেয়ারহোল্ডারকে কর্তৃপক্ষের পুর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।** **(২) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে বা কোন চুক্তি বা অন্য কোন দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি কোন বীমাকারীর শেয়ারহোল্ডার হিসাবে রেজিষ্ট্রিভুক্ত হইলে, তাঁহার শেয়ারের স্বত্ব, অন্য কোন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হইয়াছে এই দাবীতে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।** **তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারার ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না, যথা :-** **(অ) শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত আইন অনুসারে কোন রেজিষ্ট্রিভুক্ত শেয়ার হোল্ডার হইতে কোন শেয়ারের হস্তান্তর গ্রহীতা;** **(আ) কোন রেজিষ্ট্রিভুক্ত শেয়ারহোল্ডার কোন নাবালক বা বিকৃত মস্তিস্ক সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে উক্ত শেয়ার ধারণ করেন এই দাবীতে উক্ত নাবালক বা বিকৃত মস্তিস্ক সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি।** **(৩) কোন বীমাকারীর চেয়ারম্যান, পরিচালক, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, তাঁহার পরিবারের সদস্যবর্গ, উক্ত বীমাকারীতে বা অন্য কোন বীমাকারীতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে শেয়ার, সম্পদ ও দায়-দেনা ধারণ করেন উহার পরিমাণ ও মুল্য সংক্রান্ত তথ্য এবং উহার পরিমাণ বা উহাতে অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে কোন পরিবর্তন হইলে কর্তৃপক্ষ উহার আদেশ দ্বারা তাঁহার তলবকৃত এবং অন্যান্য তথ্য সম্বলিত পূর্ণ বিবরণী এবং**	বীমাকারীর কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিতকরণ এবংনিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে কর্তৃপক্ষের অবস্থান সমুন্নত রাখা। উল্লেখ্য ব্যাংক কোম্পানী আইনে কোম্পানীর বৃহত্তর স্বার্থে এরুপ বিধান রাখা হয়েছে।

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
			তৎসংক্রান্ত তথ্য ও অনুরুপ শেয়ার,সম্পদ ও দায় দেনার বিষয়ে উক্ত বীমাকারীর মাধ্যমে এতদসংক্রান্ত নির্ধারিত ফরম ও সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।	
১১৩.	ধারা ২১খ	নতুন সংযোজন	**২১খ। বীমাকারীর শেয়ারহোল্ডিং-এ বিধি-নিষেধ ইত্যাদি।- (১) কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী বা একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বীমাকারীর শেয়ার কেন্দ্রীভূত করা যাইবে না এবং কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী বা কোন পরিবারের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, একক বা অন্যের সহিত যৌথভাবে বা উভয়ভাবে, কোন বীমাকারীর শতকরা ১০ (দশ) ভাগের বেশি শেয়ার ধারণ করিবেন না।** **(২) কোন বীমাকারীর শেয়ার ক্রয়ের সময় ক্রেতা এই মর্মে শপথপত্র বা ঘোষণাপত্র দাখিল করিবেন যে, তিনি অন্যের মনোনীত ব্যক্তি হিসাবে বা বেনামীতে শেয়ার ক্রয় করিতেছেন না এবং ইতিপুর্বে বেনামীতে কোন শেয়ার ক্রয় করেন নাই।** **(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন দাখিলকৃত শপথপত্র বা ঘোষণাপত্রের বিষয়বস্তু যদি কোন সময় মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে শপথ বা ঘোষণাকারীর সংশ্লিষ্ট বীমাকারীর সকল শেয়ার কর্তৃপক্ষের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত হইবে।** **(৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত কাহারও নিকট উক্ত উপ-ধারায় নির্ধারিত শেয়ারের অতিরিক্ত শেয়ার থাকিলে, উহা উক্ত সংশোধন কার্যকর হওয়ার ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে, উক্ত বীমাকারী বা পরিবারের সদস্য নন এমন ব্যক্তি বা উক্ত কোম্পানীতে শেয়ার নাই এমন বীমাকারী বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে।** **(৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লেখিত অতিরিক্ত শেয়ার যদি উহাতে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে ও শর্তাধীন বিক্রি করা না হয়, তাহা হইলে উক্ত অতিরিক্ত শেয়ার সরকারের বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্টকৃত কোন প্রতিষ্ঠানে ন্যস্ত হইবে এবং সরকার বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান উক্ত শেয়ারের জন্য উহার ফেস মুল্য বা বাজার মুল্যের মধ্যে যাহা কম হয় সেই মুল্য পরিশোধ করিবে।**	বীমা শিল্পে পরিবারতন্ত্র রোধ করা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উল্লেখিত সংশোধন আনা হয়েছে
১১৪.	ধারা ২১গ	নতুন সংযোজন	**২১গ। উল্লেখযোগ্য শেয়ারহোল্ডার।- (১) কর্তৃপক্ষের পুর্বানুমোদন ব্যতীত, কোন**	বীমা শিল্পে পরিবারতন্ত্র রোধ করা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উল্লেখিত সংশোধন আনা হয়েছে

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
			ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী বা কোন পরিবারের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, একক বা যৌথভাবে বা উভয়ভাবে, কোন বীমাকারীর উল্লেখযোগ্য শেয়ারহোল্ডার হইতে পারিবে না। **(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত পুর্বানুমোদন গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে উল্লেখিত তথ্যাবলী অনুযায়ী আবেদন করিতে হইবে।**	
১১৫.	২২		**অপরিবর্তিত**	
১১৬.	২৩	২৩। জামানত (Deposit)।-(১) কোন বীমাকারী এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে নিবন্ধিত হইয়া থাকিলে বা, এই আইনের অধীনে নিবন্ধের আবেদন করিবার সময়ে তফসিল ১ এ বিধৃত অংকের অর্থ নগদে বা জমার তারিখে বাজার দর অনুযায়ী প্রাক্কলিতমূল্যে, অনুমোদিত সিকিউরিটিজে বা আংশিক নগদে ও আংশিক অনুরুপ প্রক্কলিত অনুমোদিত সিকিউরিটিজে বাংলাদেশ ব্যাংকে জামানত হিসাবে জমা করিবে এবং রাখিবে।	**অপরিবর্তিত**	
১১৭.	২৪		**অপরিবর্তিত**	
১১৮.	২৫		**অপরিবর্তিত**	

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
১১৯.	২৬(১)	নতুন সংযোজন	**২৬। পৃথক হিসাব এবং তহবিল।- (১) প্রত্যেক বীমাকারী শেয়ারহোল্ডার তহবিল ও পলিসিহোল্ডার তহবিল পৃথকভাবে সংরক্ষণ করিবে।**	হিসাবের স্বচ্ছতা আনয়ন এবং গ্রাহক স্বার্থ নিশ্চিতকরন।
১২০.	২৬(২)	২৬। পৃথক হিসাব এবং তহবিল।- (১) বীমাকারী এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির অধীন প্রত্যেক শ্রেণীর এবং, ক্ষেত্রমত, উপ-শ্রেণীর বীমা ব্যবসার জন্য, একক বা যৌথভাবে, যে প্রকারের ব্যবসাই হউক না কেন, সমুদয় আয়-ব্যয়ের পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করিবে।	(২) বীমাকারী এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির অধীন প্রত্যেক শ্রেণীর এবং, ক্ষেত্রমত, **অংশগ্রহণকারী ও অ-অংশগ্রহণকারী পলিসিসহ যেকোন** উপ-শ্রেণীর বীমা ব্যবসার জন্য, **ইসলামী বীমা ব্যবসা**র জন্য একক বা যৌথভাবে, যে প্রকারের ব্যবসাই হউক না কেন, সমুদয় আয়-ব্যয়ের পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করিবে।	**২৬(১) এ নতুন উপধারা সংযোজন করায় ২৬ (১) ধারাটি ২৬ (২) এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।** **ধারার ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এরুপ সংশোধন।**
১২১.	২৬(৩)	২৬।(২) যে ক্ষেত্রে বীমাকারী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা পরিচালনা করে সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যবসার যাবতীয় অর্থ লাইফ ইন্স্যুরেন্স তহবিল নামে একটি পৃথক তহবিলে জমা করিতে হইবে।	যে ক্ষেত্রে বীমাকারী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা পরিচালনা করে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যবসার কোন একটি বছরে প্রাপ্ত প্রিমিয়াম ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত আয় হইতে পরিশোধিত বীমাদাবী, ব্যবস্থাপনা ব্যয় ও অন্যান্য অনুমোদিত ব্যয় বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট অর্থ 'লাইফ ইন্স্যুরেন্স তহবিল' নামে একটি পৃথক তহবিলে জমা করিতে হইবে।	**২৬(২) এর পরিবর্তন হয়ে ২৬ (৩) এ এসেছে।** **গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষায় ও আইনের ধারা সুস্পষ্ট করণের জন্য এরুপ সংশোধন আনা হয়েছে।** **ধারার ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এরুপ সংশোধন।**
১২২.	২৬(৪)	(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন তহবিলে জমাকৃত অর্থ ও সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ প্রত্যেক বীমাকারী প্রত্যেক পঞ্জিকা বৎসর শেষ হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে প্রবিধান অনুযায়ী যথাযথভাবে নিরীক্ষকের নিকট হইতে প্রত্যয়ন করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।	(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন তহবিলে জমাকৃত অর্থ ও সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ প্রত্যেক বীমাকারী প্রত্যেক পঞ্জিকা বৎসর শেষ হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে প্রবিধান অনুযায়ী যথাযথভাবে নিরীক্ষকের নিকট হইতে প্রত্যয়ন করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।	**২৬ (৩) এর পরিবর্তন হয়ে ২৬(৪) এ এসেছে।** **ধারার ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এরুপ সংশোধন।**
১২৩.	২৬(৫)	(৪) লাইফ ইন্স্যুরেন্স তহবিল হইবে শুধুমাত্র লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসি গ্রাহকগণের নিরাপত্তার জন্য, যাহা লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যতীত অন্য কোন চুক্তির অধীন দায়যুক্ত হইবে না এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে না।	(৫) লাইফ ইন্স্যুরেন্স তহবিল হইবে শুধুমাত্র লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসি গ্রাহকগণের নিরাপত্তার জন্য, যাহা লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যতীত অন্য কোন চুক্তির অধীন দায়যুক্ত হইবে না **এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত গাইডলাইন অনুযায়ী তহবিলের অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে।**	**২৬(৪) এর পরিবর্তন হয়ে ২৬ (৫) এ যাবে এবং আইনের ধারাকে অধিকতর সহজবোধ্য ও সুস্পষ্টিকরনের জন্য এরুপ সংশোধন। ধারার ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এরুপ সংশোধন।**
১২৪.	২৬(৬)	নতুন সংযোজন	**(৬) নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স তহবিল হইবে শুধুমাত্র নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসি**	**বীমাকারীর তহবিল ব্যবস্থাপনা, তহবিলের তারল্যতা প্রবাহমান রাখার জন্য এবং পলিসি**

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
			গ্রাহকগণের নিরাপত্তার জন্য, যাহা নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যতীত অন্য কোন চুক্তির অধীন দায়যুক্ত হইবে না এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত গাইডলাইন অনুযায়ী তহবিলের অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে।	**গ্রাহকগনের স্বার্থ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এরুপ সংযোজন।**
১২৫.	২৬(৭)	নতুন সংযোজন	**(৭) বীমা দাবি পরিশোধের লক্ষ্যে নিরাপদ বিনিয়োগ নিশ্চিতে ও তারল্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লাইফ ইন্স্যুরেন্স তহবিল এবং নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স তহবিলের অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিরাপদ ও লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করিতে হইবে এবং বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত আয়ও উক্ত তহবিলে জমা হইবে।**	**বীমাকারীর আয় বৃদ্ধি, আর্থিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি এবং শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরনের জন্য এরুপ সংশোধন করা হয়েছে।**
১২৬.	ধারা (২৭)(১)	**হিসাব স্থিতিপত্র , ইত্যাদি।**-(১) এই আইনের অধীন প্রত্যেক বীমাকারী বাংলাদেশে উহার লেনদেনকৃত সকল শ্রেণীর বীমা ব্যবসার বিষয়ে প্রতি পঞ্জিকা বৎসর সমাপ্ত হইবার পর উক্ত বৎসরের জন্য নিম্নবর্ণিত বিবরণাদি প্রস্তুত করিবে, যথা:- (ক) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং ছকে স্থিতিপত্র (Balance sheet); (খ) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ছক অনুযায়ী লাভ-ক্ষতির হিসাব; (গ) যে বীমাকারীকে এই আইন অনুযায়ী বীমা ব্যবসার ধরন অনুযায়ী আয় ও ব্যয়ের পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করিতে হয়, সেই বীমাকারীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর বা উপ-শ্রেণীর বীমা ব্যবসার জন্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ফরমে একটি রাজস্ব হিসাব; এবং (২) বীমাকারী কোম্পানী আইন এর অধীন কোন কোম্পানী হইলে কোম্পানীর চেয়ারম্যান, দুইজন পরিচালক ও মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক বা	**২৭।** ~~হিসাব স্থিতিপত্র,ইত্যাদি~~ **আর্থিক প্রতিবেদন বা বিবরণী। –** (১) এই আইনের অধীন প্রত্যেক বীমাকারী বাংলাদেশে উহার লেনদেনকৃত সকল শ্রেণীর বীমা ব্যবসার বিষয়ে ~~প্রতি~~ **খ্রিষ্টীয়** পঞ্জিকা বৎসর অতিবাহিত হইবার পর উক্ত বৎসরের জন্য ~~নিম্নবর্ণিত বিবরণাদি প্রস্তুত করিবে, যথা:-~~ ~~(ক) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং ছকে স্থিতিপত্র (Balance sheet);~~ ~~(খ) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ছক অনুযায়ী লাভ-ক্ষতির হিসাব;~~ ~~(গ) যে বীমাকারীকে এই আইন অনুযায়ী বীমা ব্যবসার ধরন অনুযায়ী আয় ও ব্যয়ের পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করিতে হয়, সেই বীমাকারীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর বা উপ-শ্রেণীর বীমা ব্যবসার জন্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ফরমে একটি রাজস্ব হিসাব; এবং~~ **বীমাকারীর কৃত ব্যবসা সম্পর্কে আর্থিক ~~প্রতিবেদন~~ বিবরণীসমূহ বৎসরের শেষ কার্যদিবসে যেইভাবে দাঁড়ায় সেইভাবে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ এর ধারা ৪০ এর বিধান অনুযায়ী প্রণীত ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডারড এবং অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে প্রস্তুত করিয়া নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ প্রয়োজনীয় দলিলাদি কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।** (২) বীমাকারী কোম্পানী আইন এর অধীন কোন কোম্পানী হইলে কোম্পানীর চেয়ারম্যান, দুইজন পরিচালক ও মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক বা বীমাকারী সমবায়	আর্থিক প্রতিবেদন যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দর্পন স্বরুপ। আর্থিক প্রতিবেদনকে আন্তর্জাতিক মানের করতে ও গ্রহনযোগ্যয করার লক্ষে এরুপ সংশোধন।

রক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
		বীমাকারী সমবায় সমিতি আইন এর অধীন সমবায় সমিতি হইলে উহার দুইজন সদস্য কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন স্থিতিপত্র, লাভ-ক্ষতির হিসাব, রাজস্ব হিসাব ও প্রতিবেদন স্বাক্ষরিত হইতে হইবে। (৩) প্রত্যেক বীমাকারী তাহার শেয়ার গ্রহীতা ও বীমা পলিসি গ্রাহকের তহবিল সংক্রান্ত পৃথক হিসাব প্রবিধান অনুযায়ী সংরক্ষণ করিবে।	সমিতি আইন এর অধীন সমবায় সমিতি হইলে উহার **সভাপতি ও ব্যবস্থাপনা কমিটির** দুইজন সদস্য কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন ~~স্থিতিপত্র, লাভ-ক্ষতির হিসাব, রাজস্ব হিসাব ও~~ **প্রণীত সকল আর্থিক** ~~প্রতিবেদন~~ বিবরণী স্বাক্ষরিত হইতে হইবে। (৩) প্রত্যেক বীমাকারী তাহার শেয়ার গ্রহীতা ও বীমা পলিসি গ্রাহকের তহবিল সংক্রান্ত পৃথক হিসাব **ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ এর ধারা ৪০ এর আওতায় প্রনীত স্ট্যান্ডার্ডসমূহ অনুসরণপূর্বক** ~~অনুযায়ী~~ সংরক্ষণ করিবে।	
১২৭.	২৮(১)	২৮। নিরীক্ষা।-(১) এই আইনের অধীনে বাংলাদেশে পরিচালিত এবং লেনদেনকৃত কোন বীমা ব্যবসার স্থিতিপত্র, লাভ ও ক্ষতির হিসাব, রাজস্ব হিসাব, কোম্পানী আইন এর অধীন নিরীক্ষা সাপেক্ষে না হইলে, এক বা একাধিক নিরীক্ষক কর্তৃক প্রতি বৎসরে নিরীক্ষিত হইতে হইবে।	২৮। নিরীক্ষা।-(১) এই আইনের অধীনে বাংলাদেশে পরিচালিত এবং লেনদেনকৃত কোন বীমা ব্যবসার ~~স্থিতিপত্র, লাভ ও ক্ষতির হিসাব, রাজস্ব হিসাব,~~ **আর্থিক প্রতিবেদন বা বিবরণী** কোম্পানী আইন এর অধীন নিরীক্ষা সাপেক্ষে না হইলে, এক বা একাধিক নিরীক্ষক কর্তৃক প্রতি বৎসরে নিরীক্ষিত হইতে হইবে।	
১২৮.	২৮(২)		**অপরিবর্তিত**	
১২৯.	২৮(৩)	নতুন সংযোজন	**কোম্পানী আইন বা অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই বলা থাকুক না কেন, বীমাকারীকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত তালিকাভুক্ত নিরীক্ষকের মধ্য হইতে যেকোন নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষাকার্য সম্পাদন ~~করিবে~~ করিতে হইবে।**	বীমাকারীর কাযর্ক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিতকরন এবং গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষায় এরুপ সংশোধন।
১৩০.	২৮ক	নতুন সংযোজন	**২৮ক। নিরীক্ষকের কার্যাবলী।- (১) কোম্পানী আইনের অধীন প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী ছাড়াও কোন নিরীক্ষক তাঁহার প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী উল্লেখ করিবেন, যথা :-** **(ক) আর্থিক ~~প্রতিবেদনে~~ বিবরণীসমূহে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা ও সংশ্লিষ্ট সময়ের লাভ-ক্ষতি সঠিকভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে কিনা;** **(খ) আর্থিক ~~প্রতিবেদন~~ বিবরণীসমূহ ~~সাধারণ হিসাব পদ্ধতি~~ ধারা ২৭ এর উপ-ধারা ৩ অনুসারে সঠিকভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে কিনা;** **(গ) আর্থিক ~~প্রতিবেদন~~ বিবরণীসমূহ প্রচলিত আইন, বিধি, প্রবিধান, নীতিমাণা ও**	বস্তুনিষ্ট নিরীক্ষা প্রতিবেদন বীমাকারীর সঠিক আর্থিক চিত্র তুলে ধরবে। নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে শৃংখলা আনয়ন নিরীক্ষা কার্যক্রমকে অর্থবহ করা এবং বীমা শিল্পের ইমেজ রক্ষায় এরুপ ধারা সংযোজন করা হয়েছে।

ক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
			গাইডলাইন এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত হিসাব সংক্রান্ত নিয়মকানুন মোতাবেক প্রণীত হইয়াছে কিনা; (ঘ) আর্থিক ~~প্রতিবেদনসমূহ~~ বিবরণীসমূহ ধারা ২৭ এর আলোকে প্রণীত হইয়াছে কিনা; (ঙ) বীমাকারীর কার্যালয় ও শাখা কার্যালয় কর্তৃক প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র এবং হিসাবসমূহ সঠিকভাবে সংরক্ষিত ও একত্রীভূত করা হইয়াছে কিনা; (চ) নিরীক্ষক কর্তৃক প্রার্থীত তথ্যাদি এবং ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হইয়াছে কিনা; (ছ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কাজের জন্য অনুসৃত পদ্ধতির পর্যাপ্ততা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংস্কারের সুপারিশ; (জ) বীমাকারী কিংবা উহার কোন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক সংঘটিত যে কোন জালিয়াতি, বা কোন অনিয়ম, বা প্রশাসনিক কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি বা বীমাকারীর জন্য ক্ষতিকর কোন কিছু পরিলক্ষিত হইলে তাহা; (ঝ) বীমাকারীর সাবসিডিয়ারীর ক্ষেত্রে ঐ সকল সাবসিডিয়ারী কোম্পানী নিরীক্ষিত হইয়াছে কি না ও তাহার হিসাব সঠিকভাবে একত্রীভূত করতঃ বীমাকারীর আর্থিক ~~প্রতিবেদনে~~ বিবরণীসমূহে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কি না; (ঞ) অন্য এমন সব বিষয় যাহা উক্ত বীমাকারীর শেয়ার হোল্ডারদের গোচরীভূত করা উচিত বলিয়া নিরীক্ষক মনে করেন। (২) কোন বীমাকারীর নিরীক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালনের সময় যদি কোন নিরীক্ষক এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে,- (ক) এই আইনের কোন বিধান গুরুতরভাবে লঙ্ঘিত হইয়াছে বা উহা পালনে গুরুতর অনিয়ম ঘটিয়াছে; (খ) প্রতারণা বা অসততার দরুণ ফৌজদারী অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে; (গ) ধারা ২১ এর বিধান অনুযায়ী পরিশোধিত মূলধন আবশ্যক মূলধনের পঞ্চাশ শতাংশের নিম্নে অবস্থান করিলে; (ঘ) বীমাদাবীসহ পাওনাদারদের পাওনা প্রদানের নিশ্চয়তা বিঘ্নিত হওয়াসহ অন্য	

ক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
			কোন গুরুতর অনিয়ম ঘটিয়াছে; অথবা **(ঙ) বীমাদাবীসহ পাওনাদারগণের পাওনা মিটাইবার জন্য বীমাকারীর সম্পদ যথেষ্ট কি না সে সম্পর্কে সন্দেহ রহিয়াছে;** **তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে উক্ত বিষয় সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন ।** **(৫) কোম্পানী আইন বা অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারা মোতাবেক বীমাকারীতে নিয়োজিত কোন নিরীক্ষক ধারা ২৮, উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত বিষয়, বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত বিষয়, ব্যতীত উক্ত বীমাকারীতে অন্য কোন প্রকার কর্মকান্ড বা সেবা প্রদানে লিপ্ত হইতে ~~পারিবে নাঃ~~ পারিবেন নাঃ** **তবে শর্ত থাকে যে, বীমাকারী সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বা কোন এজেন্ট বা কোন প্রতিনিধি এবং বীমাকারীর সহিত কোনরূপ স্বার্থের সংশ্লেষ রহিয়াছে এমন ব্যক্তি বীমাকারীর নিরীক্ষক বা নিরীক্ষকদলের কোন সদস্য হইতে পারিবেন না।** **(৬) কর্তৃপক্ষ এতদুদ্দেশ্যে নির্দেশনা জারী করিয়া একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিবাহিত হইবার পর নিরীক্ষকগণের পালাবদল বাধ্যতামূলক করিতে পারিবে।**	
১৩১.	২৯ (১)	২৯। বিশেষ নিরীক্ষা।-(১) এই আইনের অন্য কোন বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে বীমা ব্যবসা পরিচালনাকারী যে কোন বা সকল বীমাকারীর বীমা সংক্রান্ত সকল লেনদেন, রেকর্ডপত্র, দলিল দস্তাবেজ, সময় সময়, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এক বা একাধিক নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করাইতে পারিবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন কোন বৎসরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিযুক্ত নিরীক্ষক এবং ধারা ২৮ এর অধীন নিযুক্ত নিরীক্ষক একই ব্যক্তি হইতে পারিবে না।	**২৯। বিশেষ ~~নিরীক্ষা~~ অনুসন্ধান ।**-(১) ~~এই আইনের~~ অন্য কোন আইনে ~~বিধানে~~ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে বীমা ব্যবসা পরিচালনাকারী যে কোন ~~বা সকল~~ বীমাকারীর কার্যক্রম **পরিচালনা ও** বীমা **ব্যবসা** সংক্রান্ত সকল লেনদেন, রেকর্ডপত্র, দলিল দস্তাবেজ, ডাটাবেজ ও ইলেকট্রনিক রেকর্ডপত্র, বীমাকারীর সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ইত্যাদি সময় সময়, ~~প্রবিধান দ্বারা~~ **কর্তৃপক্ষের** নির্ধারিত পদ্ধতিতে এক বা একাধিক ~~নিরীক্ষক~~ **অনুসন্ধানকারী** দ্বারা ~~নিরীক্ষা~~ **অনুসন্ধান** করাইতে পারিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন কোন বৎসরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিযুক্ত ~~নিরীক্ষক~~ **অনুসন্ধানকারী** এবং ধারা ২৮ এর অধীন নিযুক্ত নিরীক্ষক একই ব্যক্তি হইতে পারিবে না।	নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে শৃংখলা আনয়নের লক্ষ্যে এরুপ সংশোধন করা হয়েছে।

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

ক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
১৩২.	২৯(২)		(২) এই ধারার অধীন নিযুক্ত ~~নিরীক্ষক~~ **অনুসন্ধানকারী** বীমাকারীর বীমা ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় রেকর্ডপত্র, হিসাব বই, রেজিষ্টার, ভাউচার, পত্রাদি এবং অন্যান্য সকল দলিলাদি পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে বীমাকারীর যে কোন পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বক্তব্য শ্রবণ করিতে এবং বীমাকারীর নিকট হইতে যে কোন প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র ও তথ্যাদি তলব করিতে পারিবেন।	
১৩৩.	২৯(৩)		(৩) এই ধারার অধীন নিযুক্ত ~~নিরীক্ষক~~ **অনুসন্ধানকারী** নিয়োগ প্রাপ্তির অনধিক ৪ (চার) মাসের একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া উক্ত প্রতিবেদনের ৪ (চার) টি কপি কর্তৃপক্ষের নিকট ...	
১৩৪.	২৯(৪)	(৪) এই ধারার অধীন নিযুক্ত নিরীক্ষক বীমাকারীর নিকট হইতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ ফি প্রাপ্ত হইবেন।	(৪) এই ধারার অধীন ~~নিযুক্ত নিরীক্ষক বীমাকারীর নিকট হইতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ ফি প্রাপ্ত হইবেন।~~**সম্পাদিত ~~নিরীক্ষা~~ অনুসন্ধান ফি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিশোধিত হইবে যা পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট বীমাকারী হইতে আদায়যোগ্য হইবে।**	
১৩৫.	২৯ক	নতুন সংযোজন	**২৯ক। অনুসন্ধানকারী** বা **নিরীক্ষককে অযোগ্য ঘোষণা।-** (১) কর্তৃপক্ষের যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হইবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, কোন বীমাকারীর **অনুসন্ধান বা** নিরীক্ষা কাজে নিয়োজিত কোন **অনুসন্ধানকারী** বা নিরীক্ষক তাঁহার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করিয়াছেন বা তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ-কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির তদন্ত ও সুপারিশের ভিত্তিতে উক্ত **অনুসন্ধানকারী** বা নিরীক্ষককে কর্তৃপক্ষ, অনধিক ২ (দুই) বৎসরের জন্য, কোন বীমাকারীর ~~নিরীক্ষার~~ **অনুসন্ধান** বা **নিরীক্ষা কার্যে নিয়োগ** অযোগ্য ঘোষণা করিতে পারিবে : তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ ঘোষণা প্রদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট **অনুসন্ধানকারী** বা নিরীক্ষককে কারণ দর্শানোর যুক্তিসংগত সুযোগ দিতে হইবে। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কর্তৃপক্ষের কোন ঘোষণার ফলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের নিকট, উপ-ধারা (১) এর অধীন ঘোষণার আদেশ প্রদানের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে, আপীল পেশ করিতে পারিবে এবং এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই	নিরীক্ষকের অযোগ্যতার বিষয়ে আইনে কোন বিধান না থাকায় ও কোন কোন ক্ষেত্রে ফরমায়েশি প্রতিবেদন দাখিল করার কারনে এবং গ্রাহক স্বার্থ ব্যহত হওয়ায় এরুপ সংশোধন করা হয়েছে।

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

ক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
			চূড়ান্ত হইবে।	
১৩৬.	ধারা ৩০(১)	৩০। একচ্যুয়ারি প্রতিবেদন ও সংক্ষিপ্তসার।-(১) লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা পরিচালনাকারী প্রত্যেক বীমাকারী বৎসরে অন্ততঃ একবার প্রবিধানে নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার দায়সমূহের মূল্যায়নসহ তদকর্তৃক পরিচালিত লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা একজন একচ্যুয়ারি দ্বারা অনুসন্ধান করাইবে এবং অনুসন্ধান কার্য সম্পর্কে প্রবিধানে ছক ও পদ্ধতিতে একচ্যুয়ারি কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদনের একটি সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করাইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, কোন বীমাকারীর বিশেষ অবস্থা বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ উহাকে পূর্ববর্তী অনুসন্ধান সম্পাদনের ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে যে কোন তারিখে এই ধারার অধীন অনুসন্ধান করাইবার অনুমতি প্রদানকরিতে পারিবে।	৩০। একচ্যুয়ারি প্রতিবেদন ও সংক্ষিপ্তসার।-(১) প্রত্যেক বীমাকারী বৎসরে অন্ততঃ একবার **কর্তৃপক্ষ কর্তৃক** **নির্ধারিত পদ্ধতিতে** উহার দায়সমূহের মূল্যায়নসহ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা একজন একচ্যুয়ারি দ্বারা অনুসন্ধান করাইবে এবং **নির্ধারিত** ছক ও পদ্ধতিতে একচ্যুয়ারি প্রতিবেদন ও সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করাইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, কোন বীমাকারীর বিশেষ অবস্থা বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ উহাকে পূর্ববর্তী অনুসন্ধান সম্পাদনের ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে যে কোন তারিখে এই ধারার অধীন অনুসন্ধান করাইবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে। **আরো শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে যে কোন সময় বীমাকারীর একচ্যুয়ারিয়াল দায় মূল্যায়ন করাইতে পারিবে এবং এ ধারার অধীন সম্পাদিত একচ্যুয়ারিয়াল দায় মূল্যায়ন ফি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিশোধিত হইবে যা পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট বীমাকারী হইতে আদায়যোগ্য হইবে।**	বীমা শিল্পে স্বচ্ছতা জবাবদিহীতা ও অনুশাসন প্রতিষ্ঠায় একচ্যুরিয়াল ভ্যালুয়েশন অপরিহার্য, গ্রাহকস্বার্থ রক্ষায় এবং একচ্যুয়ারিগণের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে এরুপ সংশোধন।
১৩৭.	৩০(২)		**অপরিবর্তিত**	
১৩৮.	৩০(৩)		**অপরিবর্তিত**	
১৩৯.	৩০(৪)	(৪) প্রতিটি সংক্ষিপ্তসারের সহিত প্রবিধান অনুযায়ী যে তারিখের হিসাবভিত্তিক সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করা হইবে সেই তারিখে বীমাকারীর লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায়ের একটি বিবরণীও পরিশিষ্ট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) এবং উপ-ধারা (২) এ উল্লেখিত অনুসন্ধান যদি বীমাকারী কর্তৃক বাৎসরিক ভিত্তিতে করানো হয় তবে উক্ত বিবরণী	(৪) প্রতিটি সংক্ষিপ্তসারের সহিত ~~প্রবিধান~~ **কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা** অনুযায়ী যে তারিখের হিসাবভিত্তিক সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করা হইবে সেই তারিখে বীমাকারীর লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায়ের একটি বিবরণীও পরিশিষ্ট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) এবং উপ-ধারা (২) এ উল্লেখিত অনুসন্ধান যদি বীমাকারী কর্তৃক বাৎসরিক ভিত্তিতে করানো হয় তবে উক্ত বিবরণী প্রতি বৎসর সংলগ্ন না করিয়া প্রতি ৩ (তিন) বৎসর অন্তর একবার পরিশিষ্ট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।	**বিধি/প্রবিধান গেজেট আকারে প্রকাশ বা বা সময়ে সময়ে পরিবর্তন কর্তৃপক্ষ সঠিক সময়ে বীমাগ্রাহকদের স্বার্থে বীমাকারীদের উন্নয়নে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত প্রদানের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত করার প্রস্তাবনা করা হয়েছে।**

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

ক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
		প্রতি বৎসর সংলগ্ন না করিয়া প্রতি ৩ (তিন) বৎসর অন্তর একবার পরিশিষ্ট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।		
১৪০.	৩০(৫)	(৫) কোন বীমাকারীর আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান যদি হিসাব বর্ষ সমাপ্ত হওয়ার তারিখে না হয়, সেই ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সময়ের হিসাব এবং অনুসন্ধানের তারিখের স্থিতিপত্র প্রস্তুত করিতে হইবে এবং উহা এই আইনের বিধান অনুযায়ী নিরীক্ষা করাইতে হইবে।	(৫) কোন বীমাকারীর আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান যদি হিসাব বর্ষ সমাপ্ত হওয়ার তারিখে না হয়, সেই ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সময়ের হিসাব এবং অনুসন্ধানের তারিখের ~~**স্থিতিপত্র**~~ **আর্থিক প্রতিবেদন বা বিবরনী** প্রস্তুত করিতে হইবে এবং উহা এই আইনের বিধান অনুযায়ী নিরীক্ষা করাইতে হইবে।	**আইনের বিধানের সাথে সামঞ্জস্য করে এরুপ সংশোধন।**
১৪১.	৩০(৬)		**অপরিবর্তিত**	
১৪২.	৩০(৭)	(৭) উপ-ধারা (১) এর অধীন দায় মূল্যায়ণ এইরূপ পদ্ধতি ও ভিত্তিতে করিতে হইবে যাহাতে ইহা দ্বারা হিসাবকৃত একচ্যুয়ারিয়াল রিজার্ভ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও ভিত্তিতে হিসাবকৃত একচ্যুয়ারিয়াল রিজার্ভ হইতে কম না হয়।	(৭) উপ-ধারা (১) এর অধীন দায় মূল্যায়ণ এইরূপ পদ্ধতি ও ভিত্তিতে করিতে হইবে, **যাহাতে ইহা** দ্বারা হিসাবকৃত একচ্যুয়ারিয়াল রিজার্ভ ~~প্রবিধান দ্বারা~~ **কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত** পদ্ধতি ও ভিত্তিতে হিসাবকৃত একচ্যুয়ারিয়াল রিজার্ভ হইতে কম না হয়।	**বিধি/প্রবিধান গেজেট আকারে প্রকাশ বা বা সময়ে সময়ে পরিবর্তন কর্তৃপক্ষ সঠিক সময়ে বীমাগ্রাহকদের স্বার্থে বীমাকারীদের উন্নয়নে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত প্রদানের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের ন্যস্ত করার প্রস্তাবনা করা হয়েছে।**
১৪৩.	৩১		**অপরিবর্তিত**	
১৪৪.	ধারা ৩২(১)	৩২। বিবরণী দাখিলকরণ।- (১) ধারা ২৭ এর অধীন হিসাব, স্থিতিপত্র, ইত্যাদি এবং ধারা ৩০ এর অধীন দায়-মূল্যায়ণ প্রতিবেদনের নিরীক্ষিত হিসাব, সার-সংক্ষেপ ও বিবরণী মুদ্রিত হইতেহইবে এবং চার প্রস্থ রিটার্নরূপে কর্তৃপক্ষের নিকট, ধারা ২৭ এবং ধারা ৩০ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীন হিসাব এবং স্থিতিপত্রের ক্ষেত্রে হিসাব বর্ষ শেষ হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে এবং ধারা ৩০ এর অধীন দায়-মূল্যায়ণ প্রতিবেদন, সার-সংক্ষেপ ও বিবরণীর ক্ষেত্রে ৯ (নয়) মাসের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল বীমাকারীর ব্যবসায়ের প্রধান কার্যালয় বা স্থায়ী নিবাস বাংলাদেশের বাহিরে এবং যে সকল বীমাকারী বাংলাদেশে গঠিত,	৩২। বিবরণী দাখিলকরণ।- (১) ধারা ২৭ এর অধীন ~~হিসাব, স্থিতিপত্র, ইত্যাদি~~ **আর্থিক প্রতিবেদন বা বিবরণী** এবং ধারা ৩০ এর অধীন দায়-মূল্যায়ণ প্রতিবেদনের নিরীক্ষিত হিসাব, সার-সংক্ষেপ ও বিবরণী মুদ্রিত হইতে হইবে এবং চার প্রস্থ রিটার্নরূপে কর্তৃপক্ষের নিকট, ধারা ২৭ এবং ধারা ৩০ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীন ~~হিসাব এবং স্থিতিপত্রের ক্ষেত্রে~~ **আর্থিক প্রতিবেদন বা বিবরণী** হিসাব বর্ষ শেষ হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে এবং ধারা ৩০ এর অধীন দায়-মূল্যায়ণ প্রতিবেদন, সার-সংক্ষেপ ও বিবরণীর ক্ষেত্রে ৯ (নয়) মাসের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল বীমাকারীর ব্যবসায়ের প্রধান কার্যালয় বা স্থায়ী নিবাস বাংলাদেশের বাহিরে এবং যে সকল বীমাকারী বাংলাদেশে গঠিত, নিগমিত এবং বাংলাদেশে স্থায়ী নিবাসী কিন্তু বাংলাদেশের বাহিরেও বীমা ব্যবসা পরিচালনা করিয়া থাকে, সেই সকল বীমাকারীর ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত ৬ (ছয়) মাসের মেয়াদ	আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার সুস্পষ্টিকরণের লক্ষ্যে এরুপ পরিবর্তন।

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

ক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
		নিগমিত এবং বাংলাদেশে স্থায়ী নিবাসী কিন্তু বাংলাদেশের বাহিরেও বীমা ব্যবসা পরিচালনা করিয়া থাকে, সেই সকল বীমাকারীর ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত ৬ (ছয়) মাসের মেয়াদ আরও ৩(তিন) মাস পর্যন্ত বর্ধিত করা যাইতে পারে ঃ আরো শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে এই উপ-ধারায় প্রদত্ত রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা অনধিক ১ (এক) মাস বৃদ্ধি করিতে পারিবে।	আরও ৩(তিন) মাস পর্যন্ত বর্ধিত করা যাইতে পারে ঃ আরো শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে এই উপ-ধারায় প্রদত্ত রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা অনধিক ১ (এক) মাস বৃদ্ধি করিতে পারিবে।	
১৪৫.	ধারা ৩২(২)	(২) এই ধারার অধীন দাখিলকৃত ৪ (চার) প্রস্থ রিটার্ন এর মধ্যে ১ (এক) প্রস্থ কোম্পানীর ক্ষেত্রে, উহার চেয়ারম্যান এবং ২ (দুই) জন পরিচালক এবং কোম্পানীর মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক ও যদি কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকেন, তাহা হইলে ঐ পরিচালক কর্তৃক, কোন সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে, উহার ২ (দুই) জন সদস্য কর্তৃক, কিংবা, ক্ষেত্রমতে, মূল্যায়ণ সম্পাদনকারী একচ্যুয়ারি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।	(২) এই ধারার অধীন দাখিলকৃত ৪ (চার) প্রস্থ রিটার্ন এর মধ্যে ১ (এক) প্রস্থ কোম্পানীর ক্ষেত্রে, উহার চেয়ারম্যান এবং ২ (দুই) জন পরিচালক এবং কোম্পানীর মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক ও যদি কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকেন, তাহা হইলে ঐ পরিচালক কর্তৃক, কোন সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে, উহার **সভাপতি ও ব্যবস্থাপনা কমিটির** ২ (দুই) জন সদস্য কর্তৃক, কিংবা, ক্ষেত্রমতে, মূল্যায়ণ সম্পাদনকারী একচ্যুয়ারি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।	আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার প্রয়োগিক দিক সুস্পষ্টিকরণের লক্ষ্যে এরূপ সংশোধন।
১৪৬.	ধারা ৩২(৩)	(৩) বীমাকারীর ব্যবসার প্রধান স্থান বা স্থায়ী নিবাস বাংলাদেশের বাহিরে হইলে উক্ত বীমাকারী ধারা ২৭ এ উল্লেখিত দলিল-পত্রাদির সহিত স্থিতিপত্র , লাভ ও ক্ষতির হিসাব এবং রাজস্ব হিসাব এবং মূল্যায়ণ প্রতিবেদন ও বিবরণী, যদি থাকে, কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে যাহা বীমাকারীকে উহার গঠণ, নিগমন বা স্থায়ীভাবে নিবাসিত হওয়ার সরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হয়, অথবা, যে ক্ষেত্রে অনুরূপ দলিলপত্রাদি পেশ করিবার আবশ্যকতা থাকে না সেই ক্ষেত্রে মেয়াদকাল সমাপ্তিতে ঐ মেয়াদকালীন সময়কার উক্ত দলিল-পত্রাদি অন্তর্ভুক্ত বীমাকারীর মোট সম্পদ ও দায় এবং মোট আয় এবং ব্যয়ের	(৩) বীমাকারীর ব্যবসার প্রধান স্থান বা স্থায়ী নিবাস বাংলাদেশের বাহিরে হইলে উক্ত বীমাকারী ধারা ২৭ এ উল্লেখিত দলিল-পত্রাদির সহিত ~~স্থিতিপত্র , লাভ ও ক্ষতির হিসাব এবং রাজস্ব হিসাব~~ **প্রনীত সকল আর্থিক প্রতিবেদন** এবং মূল্যায়ণ প্রতিবেদন ও বিবরণী, যদি থাকে, কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে যাহা বীমাকারীকে উহার গঠণ, নিগমন বা স্থায়ীভাবে নিবাসিত হওয়ার সরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হয়, অথবা, যে ক্ষেত্রে অনুরূপ দলিলপত্রাদি পেশ করিবার আবশ্যকতা থাকে না সেই ক্ষেত্রে মেয়াদকাল সমাপ্তিতে ঐ মেয়াদকালীন সময়কার উক্ত দলিল-পত্রাদি অন্তর্ভুক্ত বীমাকারীর মোট সম্পদ ও দায় এবং মোট আয় এবং ব্যয়ের প্রতিফলন সম্পন্ন একটি প্রত্যায়িত বিবরণী দাখিল করিতে হইবে ঃ	আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাকে আরও সহজবোধ্য এবং সুস্পষ্টিকরণের লক্ষ্যে এরূপ সংশোধন।

রক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
		প্রতিফলন সম্পন্ন একটি প্রত্যায়িত বিবরণী দাখিল করিতে হইবেঃ		
১৪৭.	৩২(৪)	নতুন সংযোজন	**(৪) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ এর ধারা ২(৮) এ সংজ্ঞায়িত “জনস্বার্থ সংস্থা’’ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত বীমাকারীর দায়িত্ব হইবে উক্ত আইনের ধারা ৪০ এর বিধান অনুযায়ী প্রণীত ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস এবং অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস অনুসরণে প্রস্তুতকৃত নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ প্রয়োজনীয় দলিলাদি কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা।;**	**ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ এর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষায় এরুপ সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।**
১৪৮.	৩২(৫)	নতুন সংযোজন	**(৫) কর্তৃপক্ষ কোন বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ করিবেন না, যদি না উহা কোন তালিকাভুক্ত নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ উপস্থাপিত হয়।**	**ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ এর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষায় এরুপ সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।**
১৪৯.	৩৩	৩৩। কোম্পানী আইন-এর কতিপয় বিধান হইতে অব্যাহতি।- কোম্পানী আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হইলে যে ক্ষেত্রে কোম্পানী আইন অথবা তদদ্বারা রহিতকৃত কোন আইনের অধীন কোম্পানীরূপে নিগমিত কোন বীমাকারী ৩২ এর বিধাস অনুযায়ী কোন বৎসরে তাহার স্থিতিপত্র ও হিসাবাদি দাখিল করে, সেই ক্ষেত্রে বীমাকারী একই সময়ে উক্ত স্থিতিপত্র ও হিসাবাদির অনুলিপি কোম্পানীসমূহের রেজিস্টার-এর নিকট প্রেরণ করিবে এবং অনুরূপ অনুলিপি পাঠানো হইয়া থাকিলে কোম্পানী আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তাহার স্থিতিপত্র ও হিসাবাদির অনুলিপি রেজিস্টারের নিকট দাখিল করা	৩৩। কোম্পানী আইন-এর কতিপয় বিধান হইতে অব্যাহতি।- কোম্পানী আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হইলে যে ক্ষেত্রে কোম্পানী আইন অথবা তদ্দ্বারা রহিতকৃত কোন আইনের অধীন কোম্পানীরূপে নিগমিত কোন বীমাকারী ৩২ এর বিধাস অনুযায়ী কোন বৎসরে তাহার ~~স্থিতিপত্র~~ **আর্থিক প্রতিবেদন বা বিবরনী** ও হিসাবাদি দাখিল করে, সেই ক্ষেত্রে বীমাকারী একই সময়ে উক্ত ~~স্থিতিপত্র~~ **আর্থিক বিবরনী** ও হিসাবাদির অনুলিপি কোম্পানীসমূহের রেজিস্টার-এর নিকট প্রেরণ করিবে এবং অনুরূপ অনুলিপি পাঠানো হইয়া থাকিলে কোম্পানী আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তাহার ~~স্থিতিপত্র~~ **আর্থিক বিবরনী** ও হিসাবাদির অনুলিপি রেজিস্টারের নিকট দাখিল করা আবশ্যক হইবে না এবং ইতিপূর্বে প্রেরিত অনুলিপিসমূহের জন্য একই হারে ফি ধার্যযোগ্য হইবে এবং সকল বিষয়ে এইরূপ কার্যক্রম গৃহীত হইবে যেন উক্ত ~~স্থিতিপত্র~~ **আর্থিক বিবরনী** ও হিসাবাদি উপরি-উক্ত ধারা অনুযায়ী দাখিল করা হইয়াছে।	

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
		আবশ্যক হইবে না এবং ইতিপূর্বে প্রেরিত অনুলিপিসমূহের জন্য একই হারে ফি ধার্যযোগ্য হইবে এবং সকল বিষয়ে এইরূপ কার্যক্রম গৃহীত হইবে যেন উক্ত স্থিতিপত্র ও হিসাবাদি উপরি-উক্ত ধারা অনুযায়ী দাখিল করা হইয়াছে।		
১৫০.	৩৪		**অপরিবর্তিত**	
১৫১.	৩৫		**অপরিবর্তিত**	
১৫২.	৩৬		**অপরিবর্তিত**	
১৫৩.	৩৭(১)	৩৭। রিটার্ন প্রসংগে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা।- (১) যদি কর্তৃপক্ষের নিকট এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, এই আইনের বিধানাবলীর অধীন তাহার নিকট প্রেরিত কোন রিটার্ন কোন ক্ষেত্রে যথার্থ নয় বা ত্রুটিপূর্ন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ- (ক) উক্তরূপ রিটার্ন সংশোধন কিংবা সম্পূরক করার জন্য নিরীক্ষক বা একচ্যুয়ারি কর্তৃক যাহা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়, প্রত্যায়িত অতিরিক্ত তথ্য প্রেরণ করার জন্য বীমাকারীকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে; (খ) বাংলাদেশে বীমাকারীর ব্যবসার প্রধান স্থানের তাহর হিসাবের কোন বহি, রেজিস্টার বা অন্যান্য দলিল নিরীক্ষার জন্য দাখিল করিতে অথবা এই উদ্দেশ্যে বীমাকারীকে প্রদত্ত নোটিশে বর্ণিত বিবরনী সরবরাহ করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে। (গ) রিটার্ন সম্পর্কে বীমাকারীর কোন কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে।	৩৭। রিটার্ন প্রসংগে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা।- (১) **প্রত্যেক বীমাকারী উহার সম্পদ ও দায় সম্পর্কে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে একটি বিবরণী নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে কর্তৃপক্ষের নিকট আবশ্যিকভাবে দাখিল করিবে।** যদি কর্তৃপক্ষের নিকট এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, এই আইনের বিধানাবলীর অধীন তাহার নিকট প্রেরিত কোন রিটার্ন কোন ক্ষেত্রে যথার্থ নয় বা ত্রুটিপূর্ণ , তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ- (ক) উক্তরূপ রিটার্ন সংশোধন কিংবা সম্পূরক করার জন্য নিরীক্ষক বা একচ্যুয়ারি কর্তৃক যাহা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়, প্রত্যায়িত অতিরিক্ত তথ্য প্রেরণ করার জন্য বীমাকারীকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে; (খ) বাংলাদেশে বীমাকারীর ব্যবসার প্রধান ~~স্থানের~~ **কার্যালয়ের/স্থানের** তাহর হিসাবের কোন বহি, রেজিস্টার বা অন্যান্য দলিল নিরীক্ষার জন্য দাখিল করিতে অথবা এই উদ্দেশ্যে বীমাকারীকে প্রদত্ত নোটিশে বর্ণিত বিবরণী সরবরাহ করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে। (গ) রিটার্ন সম্পর্কে বীমাকারীর কোন কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে। (ঘ) ত্রুটিপূর্ণ তথ্য সংশোধন কিংবা রিটার্নে অসম্পূর্ণতা দূরীকরণের জন্য বীমাকারীকে চাহিদাপত্র প্রদানের তারিখের পর ১ (এক) মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তথ্যের ত্রুটি সংশোধন বা অসম্পূর্ণতা পূরণ করা না হইলে উক্তরূপ রিটার্ন গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইতে পারিবে।	**বিবরণী দাখিলের সময়সীমা স্পষ্টীকরনের জন্য এরুপ সংশোধন।**

ক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
		(ঘ) ত্রুটিপূর্ণ তথ্য সংশোধন কিংবা রিটার্নে অসম্পূর্ণতা দূরীকরণের জন্য বীমাকারীকে চাহিদাপত্র প্রদানের তারিখের পর ১ (এক) মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তথ্যের ত্রুটি সংশোধন বা অসম্পূর্ণতা পূরণ করা না হইলে উক্তরূপ রিটার্ন গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইতে পারিবে।		
১৫৪.	৩৭(২)	(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) এর অধীন কর্তৃপক্ষ কোন রিটার্ন গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইলে বীমাকারী ধারা ৩২ এর বিধান অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল করিতে ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।	**অপরিবর্তিত**	
১৫৫.	৩৮		**অপরিবর্তিত**	
১৫৬.	৩৯		**অপরিবর্তিত**	
১৫৭.	৪০		**অপরিবর্তিত**	
১৫৮.	৪১		**অপরিবর্তিত**	
১৫৯.	৪২(১)	**সাবসিডিয়ারি কোম্পানী।-(১)** কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশে বীমা ব্যবসার উন্নয়ন ও উন্নতির স্বার্থে বা জনস্বার্থে বা উপযোগী মনে করিলে যে কোন বীমাকারীকে বীমা ব্যবসা পরিচালনার জন্য এক বা একাধিক সাবসিডিয়ারি কোম্পানী গঠন করিবার অনুমোদন প্রদান করিবে।	৪২। সাবসিডিয়ারি কোম্পানী।- (১) কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশে বীমা ব্যবসার উন্নয়ন ও উন্নতির স্বার্থে বা জনস্বার্থে বা উপযোগী মনে করিলে যে কোন বীমাকারীকে বীমা ব্যবসা পরিচালনার জন্য এক বা একাধিক সাবসিডিয়ারি কোম্পানী গঠন করিবার অনুমোদন প্রদান করিবে। **তবে শর্ত থাকে যে অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদেয় শর্ত ও নির্দেশনা মোতাবেক বীমাকারীকে আবেদন করিতে হইবে।**	অনেক বীমাকারী তার সাবসিডায়ারী কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লাইফ ফান্ড/পলিসির টাকা অসৎ উদ্দেশ্যে স্থানান্তর করে। এরূপ অনৈতিক কার্যক্রম রোধ কল্পে আইনের ধারায় সংশোধন করা হয়েছে।
১৬০.	৪২(২)	(২) উপ-ধারার (১) এর বিধান স্বত্তেও, কোন বীমাকারী যে কোন কোম্পানীর শেয়ার, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণে ধারণ করিতে পারিবে।	~~(২) উপ-ধারার (১) এর বিধান স্বত্তেও, কোন বীমাকারী যে কোন কোম্পানীর শেয়ার, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণে ধারণ করিতে পারিবে।~~	বিয়োজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
১৬১.	৪২(৩)	নতুন সংযোজন	**(৩) উপধারা (১) এর বিধানকল্পে কোন বীমাকারীর নিম্নবর্ণিত কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত**	অনেক বীমাকারী তার সাবসিডায়ারী কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লাইফ ফান্ড/পলিসির

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
			অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন সাবসিডিয়ারী কোম্পানী গঠন করিতে বা সাবসিডিয়ারী কোম্পানীতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে কোন বিদ্যমান কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণমূলক শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবে না, যথা:- **(ক) কোন ট্রাষ্ট পরিচালনা ও কার্যকর করা;** **(খ) নির্বাহক বা ট্রাস্টি হিসাবে বা অন্য কোন প্রকারে কোন সম্পত্তি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা;** **(গ) কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্বানুমতিক্রমে কেবলমাত্র বাংলাদেশের বাহিরে বীমা-ব্যবসা পরিচালনা করা;** **(৪) যে উদ্দেশ্যেই সাবসিডিয়ারী কোম্পানী গঠিত হউক না কেন, কোন বীমাকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত হার বা পরিমাণের অধিক উহার সাবসিডিয়ারী কোম্পানীসমূহের মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ করিতে পারিবে না।** **(৫) ধারা ৪৯ এর অধীন পরিচালিত পরিদর্শন ও তথ্য চাহিবার ক্ষমতায় কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত কোন বীমাকারীর কোন সাবসিডিয়ারী কোম্পানী পরিচালনা পর্ষদের কোন সদস্য, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট সাবসিডিয়ারী কোম্পানী বা বীমাকারীর বা বীমা গ্রাহকগণের জন্য ক্ষতিকর, তাহা হইলে উক্ত সাবসিডিয়ারী কোম্পানী বা বীমাকারী বা বীমা গ্রাহকগণের স্বার্থে তাহার বা তাহাদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ স্বীয় বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে বা সংশ্লিষ্ট বীমাকারীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে বা উক্ত সাবিসিডিয়ারি কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবহিত করিবে।** **(৬) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত উদ্দেশ্যে গঠিত কোন বীমাকারীর কোন সাবসিডিয়ারী কোম্পানী যদি উহার উপর আরোপিত কোন শর্ত ভঙ্গ করে বা ক্ষতিকর কোন কার্যক্রমে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত সাবসিডিয়ারী কোম্পানী বা বীমাকারী বা বীমা গ্রাহকগনের স্বার্থে কর্তৃপক্ষ যে কোন সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট বীমাকারীকে নির্দেশনা প্রদান করিবে।**	টাকা অসৎ উদ্দেশ্যে স্থানান্তর করে। এরুপ অনৈতিক কার্যক্রম রোধ কল্পে আইনের ধারায় সংশোধন করা হয়েছে।
১৬২.	৪৩		অপরিবর্তিত	
১৬৩.	৪৪(১)	ঋণ, অগ্রিম ও আর্থিক সুবিধা প্রদান বিধি-নিষেধ।- (১) কোন বীমাকারী উহার নিজের শেয়ারের	**৪৪ (১) অগ্রিম, বিনিয়োগ, ঋন ও আর্থিক সুবিধা প্রদানে** বিধি-নিষেধ।**-** (১) কোন বীমাকারী উহার নিজের শেয়ারের জামানতে কোন প্রকার **অগ্রিম, বিনিয়োগ, ঋন ও**	**বীমাকারীর বা বীমা গ্রাহকদের অর্থ নিজ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যবহারে বাধা প্রদান তথা বীমা গ্রাহকের স্বার্থ রক্ষার্থে এরুপ সংশোধন করা হয়েছে।**

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

ক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
		জামানতে কোন প্রকার অগ্রিম, ঋণ বা আর্থিক সুবিধা প্রদান করিবে না।	**আর্থিক সুবিধা ~~প্রদান~~ প্রদান /গ্রহণ** করিবে না।	
১৬৪.	৪৪(২)		**অপরিবর্তিত**	
১৬৫.	৪৪(৩)		**অপরিবর্তিত**	
১৬৬.	৪৪(৪)		**অপরিবর্তিত**	
১৬৭.	৪৪(৫)		**অপরিবর্তিত**	
১৬৮.	৪৪(৬)		**অপরিবর্তিত**	
১৬৯.	৪৪(৭)		**অপরিবর্তিত**	
১৭০.	৪৪(৮)		**অপরিবর্তিত**	
১৭১.	৪৪(৯)		**অপরিবর্তিত**	
১৭২.	৪৪ (১০)	নতুন সংযোজন	**৪৪ (১০) বীমাকারী তাহার সম্পদ বা বিনিয়োগ জামানত হিসাবে রাখিয়া উহার পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডার বা তাহাদের পরিবার বা তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন উৎস হইতে ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে না।**	বীমাকারীর আর্থিক শৃংখলা রক্ষা এবং গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষায় এর¦প পরিবর্তন।
১৭৩.	৪৪(১১)	নতুন সংযোজন	৪৪ (১১) **কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে বীমাকারী তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানী বা সাবসিডিয়ারি কোম্পানী হইতে উহার পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডার বা তাহাদের পরিবার বা তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কোন ঋণ প্রদান বা অন্যকোনভাবে আর্থিক সুবিধা প্রদান করিতে পারিবে না।**	বীমাকারীর আর্থিক শৃংখলা রক্ষা এবং গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষায় এর¦প পরিবর্তন।
১৭৪.	৪৫		**অপরিবর্তিত**	
১৭৫.	৪৬		**অপরিবর্তিত**	
১৭৬.	৪৭		**অপরিবর্তিত**	
১৭৭.	৪৮(১)(ঘ)	(১) (ঘ) বীমাকারী ধারা ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩ এবং ৪৪ এর কোন বিধান পরিপালনে ব্যর্থ হয়;	(১) (ঘ) বীমাকারী ~~ধারা ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩ এবং ৪৪ এর~~ এই আইনের কোন বিধান পরিপালনে ব্যর্থ হয়;	
১৭৮.	৪৮	(৪) কর্তৃপক্ষ ধারা ২৭ এরঅধীন বীমাকারীর হিসাব ও		ধারা ২৭ এর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার্থে এরুপ সংশোধন।

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

ক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
		স্থিতিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণী প্রস্তুতকারী নিরীক্ষক ব্যতীত একজন নিরীক্ষক, একজন একচ্যুয়ারি বা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে এই ধারার অধীনে, তদন্ত করিবার জন্য তদন্তকারী হিসাবে নিযুক্ত করিতে পারিবে এবং অনুরূপ তদন্তের সকল ব্যয় বীমাকারী কর্তৃক পরিশোধ করিতে হইবে।	(৪) কর্তৃপক্ষ ধারা ২৭ এর অধীন বীমাকারীর ~~হিসাব ও স্থিতিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণী~~ **আর্থিক প্রতিবেদন বা বিবরণী** প্রস্তুতকারী নিরীক্ষক ব্যতীত একজন নিরীক্ষক, একজন একচ্যুয়ারি বা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে এই ধারার অধীনে, তদন্ত করিবার জন্য তদন্তকারী হিসাবে নিযুক্ত করিতে পারিবে এবং অনুরূপ তদন্তের সকল ব্যয় বীমাকারী কর্তৃক পরিশোধ করিতে হইবে।	
১৭৯.	৪৯(১)	৪৯। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিদর্শন ও তথ্য চাহিবার ক্ষমতা, ইত্যাদি। (১) কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, যে কোন বীমাকারী বা উহার শাখা কার্যালয়ের বই, হিসাব এবং লেনদেনসমূহ পরিদর্শন করিতে পারিবে।	৪৯। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিদর্শন ও তথ্য চাহিবার ক্ষমতা, ইত্যাদি। (১) কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, যে কোন বীমাকারী বা উহার শাখা কার্যালয়ের **ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানীর** বই, হিসাব এবং লেনদেনসমূহ পরিদর্শন করিতে পারিবে।	নিয়ন্ত্রক সংস্থার পরিদর্শন কার্যক্রমকে অর্থবহ করা এবং সাবসিডায়ারী কোম্পানীগুলোকে বীমা সংশ্লিষ্ট আর্থিক লেনদেনগুলিতে অধিকতর তদারকি এবং মূল বীমাকারীর তহবিল হতে অনৈতিকভাবে অর্থ প্রেরণ রোধে বীমা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলিতে সংশোধন আনায়ন অপরিহার্য ফলশ্রুতিতে গ্রাহক স্বার্থরক্ষিত হবে।
১৮০.	৪৯(২)	(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শন কার্য সম্পাদনের জন্য বীমাকারী উহার বই, হিসাব এবং দলিলাদি পরিদর্শনকারীকে প্রদর্শন করিবে এবং প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবে।	**(২)** উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শন কার্য সম্পাদনের জন্য বীমাকারী **ও উহার সাবসিডিয়ারির** ~~**উহার**~~ বই, হিসাব এবং দলিলাদি পরিদর্শনকারীকে প্রদর্শন করিবে এবং প্রয়োজনীয় সকল তথ্য **প্রদানে** ~~**ও সুযোগ-সুবিধা**~~ **সহযোগিতা** ~~**প্রদান**~~ করিবে।	
১৮১.	৪৯(৩)		**অপরিবর্তিত**	
১৮২.	৪৯(৪)		**অপরিবর্তিত**	
১৮৩.	৪৯(৫)	**নতুন সংযোজন**	**(৫) ধারা ৪২ এর অধীন গঠিত সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শনের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের প্রযোজ্য অংশের একটি অনুলিপি পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাকে সরবরাহ করিবে।**	নিয়ন্ত্রক সংস্থার পরিদর্শন কার্যক্রমকে অর্থবহ করা এবং সাবসিডায়ারী কোম্পানীগুলোকে বীমা সংশ্লিষ্ট আর্থিক লেনদেনগুলিতে অধিকতর তদারকি শৃঙ্খলা আনয়ন এবং মূল বীমাকারীর অনৈতিকভাবে অর্থ প্রেরণ রোধে বীমা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলিতে সংশোধন অপরিহার্য ।
১৮৪.	৪৯(৬)	**নতুন সংযোজন**	**(৬) কর্তৃপক্ষ এই ধারার অধীন কোন পরিদর্শন বা পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করিবার পর উক্ত প্রতিবেদন বিবেচনান্তে যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, উক্ত বীমাকারীর এবং উহার কোন শাখা ও সাবসিডিয়ারীর কার্যাবলী উহার পলিসিহোল্ডারদের**	নিয়ন্ত্রক সংস্থার পরিদর্শন কার্যক্রমকে অর্থবহ করা এবং সাবসিডায়ারী কোম্পানীগুলোকে বীমা সংশ্লিষ্ট আর্থিক লেনদেনগুলিতে অধিকতর তদারকি এবং মূল বীমাকারীর তহবিল হতে অনৈতিকভাবে অর্থ প্রেরণ রোধে বীমা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলিতে সংশোধন আনায়

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
			স্বার্থের পরিপন্থি পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতেছে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ, লিখিত আদেশ দ্বারা- **(ক) উক্ত বীমাকারী কর্তৃক নূতন প্রিমিয়াম গ্রহণ নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;** **(গ) পলিসিহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার্থে কর্তৃপক্ষ যেইরূপ সঙ্গত বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান বা কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।**	অপরিহার্য ফলশ্রুতিতে গ্রাহক স্বার্থরক্ষিত হবে। বীমাকারীর আর্থিক শৃংখলা অব্যাহত থাকবে।
১৮৫.	৪৯(৭)	**নতুন সংযোজন**	**(৭) কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট বীমাকারী এবং উহার সাবসিডিয়ারী কোম্পানীকে যুক্তিসঙ্গত নোটিশ প্রদানের পর, তৎকর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন বা উহার অংশবিশেষ প্রকাশ করিতে পারিবে।**	নিয়ন্ত্রক সংস্থার পরিদর্শন কার্যক্রমকে অর্থবহ করা এবং সাবসিডায়ারী কোম্পানীগুলোকে বীমা সংশ্লিষ্ট আর্থিক লেনদেনগুলিতে অধিকতর তদারকি এুবং মূল বীমাকারীর অনৈতিকভাবে প্রেরণ রোধে বীমা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলিতে সংশোধন আনায়ন অপরিহার্য ফলশ্রুতিতে গ্রাহক স্বার্থরক্ষিত হবে। বীমাকারীর আর্থিক শৃংখলা অব্যাহত থাকবে।
১৮৬.	৪৯(৮)	**নতুন সংযোজন**	**(৮) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন আদালত, বা কর্তৃপক্ষ ব্যতিত, অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তলবকৃত কোন বিবরণ বা তথ্য এইরূপ গোপনীয় যে উহাদের হস্তান্তর বা প্রকাশের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে, যাহা বীমাকারী বা উহার পলিসিহোল্ডারদের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর, তাহা হইলে উক্ত বীমাকারী কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত না হওয়া পর্যন্ত তদ্রুপ তথ্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে না, যথা:-** **(ক) এইরূপ সংরক্ষিত তহবিল যা প্রকাশিত আর্থিক প্রতিবেদনে প্রদর্শিত হয় নাই; বা** **(খ) আদায়যোগ্য নহে বা আদায়যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ রহিয়াছে এইরূপ ঋণ যাহা উহাতে প্রদর্শিত হয় নাই; বা** **(গ) বীমাকারীর দায়, সম্পদ, বিনিয়োগ বা ব্যবসা সংক্রান্ত এইরূপ বিবরণ যা প্রকাশিত আর্থিক প্রতিবেদনে প্রদর্শিত হয় নাই।**	বীমাকারীর অপ্রকাশযোগ্য তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা সংক্রান্ত বিধি নিষেধ সংযোজন করা হ
১৮৭.	৪৯ক	**নতুন সংযোজন**	**৪৯ক। প্রতিষ্ঠান বা ফাউন্ডেশন পরিদর্শন।- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বা অন্য যে কোন আইনের অধীন নিবন্ধীকৃত হইয়া**	বীমাকারীর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক প্রবাহ পরীক্ষা করা এবং তৎপ্রেক্ষিতে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহনের উদ্দেশ্যে এরুপ সংযোজন আনা হয়েছে।

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
			থাকুক না কেন, এই আইনের ধারা ৪৯ এবং ৫০ এর অধীন বীমাকারীকে যেইভাবে পরিদর্শন করা হয় বা উহাকে যেইভাবে নির্দেশ প্রদান করা হয়, কর্তৃপক্ষ সেইভাবে অন্য যেকোন আইনের অধীন বীমাকারীর অর্থায়নে গঠিত বা পরিচালিত বা উভয় ক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠান বা ফাউন্ডেশন, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, ~~ইত্যাদি~~ পরিদর্শন করিতে এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠান বা ফাউন্ডেশন যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, ~~ইত্যাদিকে~~ উহাকে সেইরুপ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত পরিদর্শনের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের প্রযোজ্য অংশের একটি অনুলিপি পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাকে সরবরাহ করিবে।	
১৮৮.	৪৯খ	**নতুন সংযোজন**	**৪৯খ। বীমাকারীর সহিত লেনদেন রহিয়াছে এইরূপ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের কোম্পানীর হিসাবপত্র, ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষের বিশেষ ক্ষমতা।- কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, জনস্বার্থে বা পলিসিহোল্ডারদের বা বীমা নীতির স্বার্থে বা বীমা খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বা সরকারের কোন সংস্থার অধীন কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর, যাহাদের বীমাকারীর সহিত কোন লেনদেন রহিয়াছে, তাহাদের হিসাবপত্র, আর্থিক লেনদেন বা অন্য যে কোন তথ্য সংগ্রহ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উল্লিখিত হিসাবপত্র, তথ্য, ইত্যাদি প্রদান করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা অনুরোধ করিলে, সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী বিভাগ/ দপ্তর /সংস্থা তাহা প্রদান করিবে।**	নিয়ন্ত্রক সংস্থার আইনানুগ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং ধারাটি আরও সুস্পষ্ট সময়োপযোগী ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সংশ্লেষ সঠিকভাবে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এরুপ পরিবর্তন করা হয়েছে।
১৮৯.	৪৯(গ)	**নতুন সংযোজন**	**৪৯ (গ): অনুসন্ধান ও জব্দের ক্ষমতা: (১) কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের যদি তাঁর হেফাজতে থাকা কোনো তথ্যের ভিত্তিতে এরূপ বিশ্বাস করার যৌক্তিক কারণ থাকে যে—** **(ক) ধারা ৪৯-এর উপধারা (২)-এর অধীনে কোন ব্যক্তি যিনি কোনো বইপত্র, হিসাবনিকাশ বা অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজ উপস্থাপন বা উপস্থাপন করানোর জন্য নির্দেশিত হয়েছেন, তিনি তা উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থাপন করেননি; অথবা** **(খ) যিনি উক্ত বইপত্র, হিসাবনিকাশ বা দলিল-দস্তাবেজ উপস্থাপন করিতে বলিবার**	

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
			জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে চিহ্নিত বা সম্ভাব্য বলে বিবেচিত, তিনি তা উপস্থাপন করিবেন না বা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এইসব নথিপত্র ধারা ৪৮-এর অধীনে তদন্ত বা ধারা ৪৯ উপধারা (২)-এর অধীনে পরিদর্শনের জন্য প্রাসঙ্গিক বা সহায়ক হইতে পারে; অথবা (গ) কোনো বীমাকারী কর্তৃক এই আইনের কোনো ধারার লঙ্ঘন সংঘটিত হইয়াছে বা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; অথবা (ঘ) কোনো বীমা দাবির নিষ্পত্তি যথাযথ অঙ্কের চেয়ে বেশি অর্থে হইয়াছে বা হবার সম্ভাবনা রহিয়াছে; অথবা (ঙ) কোনো বীমা দাবির নিষ্পত্তি যথাযথ অঙ্কের চেয়ে কম অর্থে হইয়াছে বা হবার সম্ভাবনা রহিয়াছে; অথবা (চ) কোনো বেআইনি কমিশন বা ছাড় (rebate) প্রদান করা হইয়াছে বা হবার সম্ভাবনা রহিয়াছে; অথবা (ছ) কোনো বীমাকারীর বইপত্র, হিসাব, রসিদ, ভাউচার, জরিপ প্রতিবেদন বা অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজ বিকৃত, জাল বা কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হইয়াছে বা হবার সম্ভাবনা রহিয়াছে— তাহা হইলে তিনি তাঁর কোনো অধস্তন কর্মকর্তাকে (যিনি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সহকারী পরিচালক চেয়ে নিম্নপদস্থ হইবেন না) অনুমোদন দিতে পারেন নিম্নলিখিত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য (এমন সহকারী পরিচালক এই ধারায় ‘অনুমোদিত কর্মকর্তা’ নামে অভিহিত হইবেন): (অ) যে ভবন বা স্থানে তিনি সন্দেহ করেন যে উক্ত বইপত্র বা দলিল সংরক্ষিত আছে, সেইখানে প্রবেশ ও তল্লাশি করা; (আ) দরজা, বাক্স, লকার, সিন্দুক বা আলমারির তালা ভাঙা, যদি চাবি পাওয়া না যায়; (ই) তল্লাশিত প্রাপ্ত বইপত্র বা দলিল-দস্তাবেজ জব্দ করা; (ঈ) উক্ত দলিলাদিতে শনাক্তকরণ চিহ্ন বসানো বা তার অনুলিপি বা	

ক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
			ছায়ালিপি তৈরি করা। (২) অনুমোদিত কর্মকর্তা পুলিশ কর্মকর্তার সহায়তা চাইতে পারিবেন এবং এইরূপ সহায়তা চাওয়া হইলে তা প্রদান করা সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার জন্য বাধ্যকর হইবে। (৩) যদি বইপত্র বা দলিলাদি জব্দ করা সম্ভব না হয়, তবে সেই ব্যক্তিকে একটি আদেশ প্রদান করা যাইতে পারে যাতে বলা হইবে, অনুমোদিত কর্মকর্তার পুর্বানুমতি ব্যতীত তিনি তা স্থানান্তর, হস্তান্তর বা অন্যভাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন না। এই আদেশ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে। (৪) অনুমোদিত কর্মকর্তা তল্লাশি বা জব্দের সময় কোনো ব্যক্তিকে শপথের অধীনে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন এবং ঐ ব্যক্তির প্রদত্ত বিবৃতি পরবর্তীকালে এই আইনের অধীনে প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হইতে পারে। (৫) জব্দকৃত বইপত্র বা দলিলাদি ১৮০ দিনের বেশি সময় ধরে রাখা যাইবে না, যদি না লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ করত এবং কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের অনুমোদন নেওয়া হয়: তবে শর্ত থাকে যে, সকল কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর উক্ত দলিলাদি ৩০ দিনের বেশি রাখা যাইবে না। (৬) যাঁহার নিকট হইতে দলিলাদি জব্দ করা হইয়াছে, তিনি অনুমোদিত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে তার অনুলিপি তৈরি করতে বা ছায়ালিপি নিতে পারিবেন, সময় ও স্থান নির্ধারণ করবেন ঐ কর্মকর্তা। (৭) যিনি জব্দকৃত দলিলাদি পাওয়ার আইনগত অধিকার রাখেন, তিনি যদি চেয়ারম্যানের অনুমোদনের বিরুদ্ধে আপত্তি করেন, তবে তিনি সরকার বরাবর আবেদন করিতে পারিবেন উক্ত দলিলাদি ফেরতের জন্য। (৮) উপরোক্ত আবেদন পাওয়ার পর সরকার আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া উপযুক্ত নির্দেশ দিতে পারিবেন।	

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
			(৯) ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (৫ অব ১৮৯৮)-এর অনুসন্ধান ও জব্দ সংক্রান্ত বিধানাবলি, যতটা সম্ভব, এই ধারা অনুযায়ী অনুসন্ধান ও জব্দে প্রযোজ্য হবে। **(১০) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে সময়ে সময়ে অনুসন্ধান ও জব্দ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারী করিতে পারিবে;** **বিশেষত নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারিবে—** **(ক) যেসব স্থানে বিনামূল্যে প্রবেশের সুযোগ নেই, সেইখানে প্রবেশের পদ্ধতি নির্ধারণ;** **(খ) জব্দকৃত বইপত্র, হিসাব, রসিদ, ভাউচার, প্রতিবেদন বা অন্যান্য দলিলের নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ।**	
১৯০.	৫০ (১)(খ)	৫০। বীমাকারীকে নির্দেশ প্রদানে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা। (১)(খ) কর্তৃপক্ষের নিকট যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, চেয়ারম্যান, কোন পরিচালক, উপদেষ্টা, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকায় কোন আইনের বিধান লংঘিত হইয়াছে এবং অনুরূপ লংঘন এমন প্রকৃতির যে, বীমাকারীর সহিত তাহাদের জড়িত থাকা বীমাকারীর বা বীমা পলিসি গ্রাহকের স্বার্থে ক্ষতিকর বা স্বার্থের পরিপন্থী বা ক্ষতিকর হইতে পারে অথবা অন্য কোনভাবে অবাঞ্ছিত হয়, তবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ পদ হইতে অপসারণ করা: তবে শর্ত থাকে যে, যদি কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় কোন বিলম্ব বীমাকারী বা উহার বীমা পলিসি গ্রাহকের জন্য ক্ষতিকারক হইবে তবে, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ	৫০। **বীমাকারীকে নির্দেশ প্রদানে** কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা।- ৫০(১)(খ) কর্তৃপক্ষের নিকট যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, ~~চেয়ারম্যান, কোন পরিচালক. উপদেষ্টা, পরামর্শক, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা বা যে, নামেই অভিহিত হউক না কেন,~~ **সিনিয়র ম্যানেজম্যান্ট টিম** তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকা**র সময়** ~~**কোন**~~ **এই** আইনের বিধান লংঘিত হইয়াছে বা বীমাকারী বা উহার পলিসিগ্রাগকদের জন্য ক্ষতিকর কার্যকলাপ বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট লেনদেনের মাধ্যমে বীমাকারীর তহবিলের অপব্যবহার বা মানিলন্ডারিং বা **সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত অপরাধ রোধকল্পে বা জনস্বার্থে উক্ত বীমাকারীর যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে অপসারণ করা প্রয়োজন তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করত আদেশের মাধ্যমে, সিনিয়র ম্যানেজম্যান্ট টিম তাহার পদ হইতে অপসারণ করিয়া যথাযথ নির্দেশ জারী করিতে পারিবে। সংশ্লিষ্ট বীমাকারী উক্ত নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিবে।** ~~তবে শর্তে থাকে যে, যদি কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় কোন বিলম্ব বীমাকারী বা উহার বীমা পলিসি গ্রাহকের জন্য ক্ষতিকারক হইবে তবে, আত্মপক্ষ সমর্থনের আবেদন, যদি তাহা করা হইয়া থাকে, বিবেচনাধীন থাকাকালে কর্তৃপক্ষ এইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, সংশ্লিষ্ট পরিচালক বা মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, যাহা~~	বিদ্যমান বীমা আইনে পরিচালনা পর্ষদ সাসপেন্ডের বিধান থাকলেও বোর্ড ভেংগে দেওয়া বা বোর্ড পুন:গঠনের কোন ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের নেই যা বীমাশিল্পে সুশাসন প্রতীষ্ঠায় বড় অন্তরায়। এরুপ বাধা দুর করে বীমা শিল্পে শৃংখলা আনয়ন ও গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষায় এরুপ সংশোধন। কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার এর ধারাটি আরও সুস্পষ্ট,সময়োপযোগী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এরুপ সংশোধন।

ক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
		প্রদানকালে অথবা পরবর্তী যে কোন সময় উল্লিখিত আত্মপক্ষ সমর্থনের আবেদন, যদি তাহা করা হইয়া থাকে, বিবেচনাধীন থাকাকালে কর্তৃপক্ষ এইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, সংশ্লিষ্ট পরিচালক বা মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, যাহা প্রযোজ্য, অনুরূপ আদেশের তারিখ হইতে- (অ) বীমাকারী অনুরূপ পরিচালক বা মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করিতে পারিবেন না; (আ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বীমাকারী ব্যবস্থাপনার সহিত সম্পৃক্ত থাকিবেন না বা উহাতে অংশ গ্রহণ করিবেন না।	~~প্রযোজ্য, অনুরূপ আদেশের তারিখ হইতে-~~ ~~(অ) বীমাকারী অনুরূপ পরিচালক বা মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করিতে পারিবেন না।~~ ~~(আ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বীমাকারী ব্যবস্থাপনার সহিত সম্পৃক্ত থাকিবেন না বা উহাতে অংশ গ্রহণ করিবেন না।~~	
১৯১.	৫০(১)(খ), (অ)	**নতুন সংযোজন**	**(অ) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই ~~বলা~~ থাকুক না কেন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে বীমাকারীর বা উহার সাবসিডিয়ারি কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করিতে পারিবে।**	বীমাকারীর স্বার্থে তার সাবসিডায়ারী কোম্পানী আর্থিক শৃংখলা সঠিক ধারায় পরিচালনার উদ্দেশ্যে এরুপ সংশোধন।
১৯২.	৫০(২)		**অপরিবর্তিত**	
১৯৩.	৫০(৩)		**অপরিবর্তিত**	
১৯৪.	৫০(৪)	**নতুন সংযোজন**	**(৪) এই ধারার অধীন কোন বীমাকারীকে যেইভাবে নির্দেশ প্রদান করা হয়, কর্তৃপক্ষ সেইভাবে অন্য কোন আইনের অধীন নিবন্ধিত বীমাকারীর অর্থায়নে গঠিত বা পরিচালিত বা ~~উভয়ই,~~ উভয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বা ফাউন্ডেশন, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন সেইক্ষেত্রে এইরুপ নির্দেশ প্রদান করিতে এবং গাইডলাইন জারী করিতে পারিবে।**	আইনের বিধান আরও সুস্পষ্ট অর্থবহ এবং প্রয়োগিক সফলতা আনয়নে এরুপ সংশোধন।
১৯৫.	৫০ক	**নতুন সংযোজন**	**৫০ক। সিনিয়র ম্যানেজম্যন্ট টিম অপসারণের বিষয়ে অনুসরণীয় পদ্ধতি।- (১) ধারা ৫০ এর (১)(খ) এর অধীন কোন আদেশ প্রদানের পূর্বে যাহার বিরুদ্ধে উক্ত আদেশ প্রদান করা হইবে তাঁহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিসংগত সুযোগ দিতে হইবে : তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ যদি**	আইনের ধারাকে যথাযথভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে বীমাকারীর পরিচালনা পর্ষদের কার্যক্রমকে শৃংখলা আনয়ন করা। বীমাকারীর স্বাভাবিক কার্যক্রম রাখা এবং বীমাকারীর

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
			এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, অনুরূপ সুযোগ প্রদানজনিত বিলম্ব উক্ত বীমাকারী বা উহার পলিসিহোল্ডারদের বা জনস্বার্থে ক্ষতিকর হইবে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত সুযোগ প্রদানের সময়ে বা উহার পরে যে কোন সময় বা উক্ত উপ-ধারার অধীন কোন কারণ প্রদর্শিত হইয়া থাকিলে, তাহা বিবেচনাধীন থাকা অবস্থায় লিখিত আদেশের মাধ্যমে নির্দেশ দিতে পারে যে,- **(ক) উক্ত চেয়ারম্যান বা পরিচালক বা উপদেষ্টা বা পরামর্শক বা মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক উক্ত লিখিত আদেশ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে সিনিয়র ম্যানেজম্যান্ট টীম তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন না, বা কোম্পানীর ব্যবস্থাপনায়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, অংশগ্রহণ করিবেন না; এবং** **(খ) কর্তৃপক্ষ এতদুদ্দেশ্যে যে ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে নিযুক্ত করিবে সেই ব্যক্তি উক্ত কোম্পানীর চেয়ারম্যান বা, ক্ষেত্রমত, পরিচালক হিসাবে কার্য করিবেন ।** **(২) যদি কোন বীমাকারীর সিনিয়র ম্যানেজম্যন্ট টিম ধারা ৫০ এর (১)(খ) এর অধীন অপসারিত হন, তাহা হইলে তিনি উক্ত বীমাকারীর চেয়ারম্যান বা পরিচালক পদে বহাল থাকিবেন না, এবং তিনি আদেশের তারিখ হইতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য উক্ত বীমাকারীর বা অন্য কোন বীমাকারীর বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, সংযুক্ত হইবেন না বা অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।** **(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত চেয়ারম্যান বা পরিচালক,-** **(ক) তাঁহার নিযুক্তি-পত্রে নির্ধারিত শর্তাধীনে, কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত, যাহা এক বৎসরের বেশী হইবে না, উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন; এবং** **(খ) তাঁহার পদের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে আইনসঙ্গতভাবে কৃত কোন ~~কিছুর~~ কার্যকলাপের জন্য আর্থিকভাবে বা অন্য কোনভাবে দায়ী হইবেন না।** **(৪) ধারা ৫০ এর (১)(খ) এর অধীনে অপসারিত কোন ব্যক্তি উক্তরূপ অপসারণের কারণে কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন না।**	আগামীদিনের কার্যক্রম গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য এরুপ সংশোধন। উল্লেখ্য বাংক কোম্পানী আইন ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন এ এরুপ বিধান সন্নিবেশিত রয়েছে।

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

ক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
			(৫) ধারা ৫০ এর (১)(খ) এর অধীন অপসারিত চেয়ারম্যান বা পরিচালকের ক্ষতিকর কার্যকলাপের কারণে কোন বীমাকারীর আর্থিক ক্ষতি হইলে, তাহার নিকট ক্ষতিপুরণ বাবদ প্রাপ্য টাকা আদায়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বীমাকারী যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে, এবং এইরূপ গৃহীত ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট বীমাকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।	
১৯৬.	৫০খ	নতুন সংযোজন	**৫০খ। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বীমাকারীর পরিচালনা পর্ষদ বাতিল করার ক্ষমতা।- (১) কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে,** **(ক) কোন বীমাকারীর পরিচালনা-পর্ষদ, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এর কোন কার্যকলাপ বীমাকারী বা উহার পলিসিহোল্ডারদের স্বার্থের পরিপন্থি বা ক্ষতিকর; বা** **(খ) ধারা ৫০ এর (১)(খ) এ উল্লিখিত এক বা একাধিক বা সকল কারণে উক্ত পর্ষদ বাতিল করা প্রয়োজন হইলে কর্তৃপক্ষ উহার কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া, আদেশ দ্বারা উক্ত পর্ষদ বাতিল করিতে পারিবে; এবং উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে উক্ত বাতিল আদেশ কার্যকর হইবে এবং উক্ত আদেশে যে মেয়াদের উল্লেখ থাকিবে সেই মেয়াদ পর্যন্ত আদেশটি বলবৎ থাকিবে।** **তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ ২ (দুই) বৎসরের অধিক হইবে না।** **(গ) পরিচালনা পর্ষদ বাতিল করা হইলে উক্ত বাতিল আদেশ বলবৎ থাকাকালীন বীমাকারীর স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য কর্তৃপক্ষ উক্ত পর্ষদ পুনঃগঠন বা অন্তবর্তীকালীন পর্ষদ গঠন করিতে পারিবে এবং মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের জন্য প্রশাসক নিয়োগ করিবে।** **(২) অন্তবর্তীকালীন পর্ষদের মেয়াদ শেষ হইবার ৩০ দিন পুর্বে কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধায়নে নিয়মিত পরিচালনা পর্ষদ গঠন করিতে হইবে।** **(৩) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সময় সময় নিযুক্ত প্রশাসক পুনর্গঠিত বা অন্তবর্তীকালীন পর্ষদের তত্ত্বাবধানে মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবে।**	বিদ্যমান আইনে পরিচালনা পর্ষদ বাতিল করার বিষয় উল্লেখ নেই। বীমা সেক্টরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিষয়টি আইনে সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ এর সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন এর সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য বীমা আইনে এই ধরনের সংশোধন করা হয়েছে।

রক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
			(৪) ধারা ৫০ক এর উপ-ধারা (১), (২), (৩) ও (৪) এর বিধানসমূহ উহাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ, এই ধারার অধীন প্রদত্ত আদেশের ব্যাপারে প্রযোজ্য হইবে। **(৫) উপ-ধারার (৩) এর বিধানাবলী সত্বেও উক্তরূপ নিয়োজিত প্রশাসকের জন্য কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বিধানাবলী জারী করিতে পারিবেঃ** **(ক) প্রশাসক কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতার সীমা;** **(খ) প্রশাসকের কাজের সহিত সম্পর্কিত ব্যয়ের বিষয়;** **(গ) প্রশাসকের নিয়োগ বাতিল;** **(ঘ) কর্তৃপক্ষের প্রতি উক্ত প্রশাসকের দায়বদ্ধতা; এবং** **(ঙ) সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্মের জন্য উক্ত প্রশাসকের দায়-মুক্তি।**	
১৯৭.	৫০গ		**৫০গ। কর্তৃপক্ষের অধিকতর ক্ষমতা ও কার্যাবলী।- (১) কর্তৃপক্ষ,-** **(ক) সাধারণভাবে সকল বা কোন বিশেষ বীমাকারীকে কোন নির্দিষ্ট বা বিশেষ শ্রেণীর লেনদেনে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক বা নিষেধ করিতে পারিবে;** **(খ) সাধারণভাবে সকল বা কোন বিশেষ বীমাকারীকে উহাদের বা উহার ব্যবসা সংক্রান্ত কোন বিশেষ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করার জন্য বা করার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে;** **(গ) কোন পরিদর্শন চলাকালে বা উহা সমাপ্ত হইবার পর, লিখিত আদেশ দ্বারা এবং উহাতে উল্লিখিত শর্তাধীনে,-** **(অ) কোন বীমাকারীর বিষয়াবলী বা উহা হইতে উদ্ভূত কোন বিষয় বিবেচনার জন্য উহার পরিচালকগণের সভা আহবান করিতে বা অনুরূপ কোন বিষয় সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তার সহিত আলোচনা করিতে উহার যে কোন কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে;** **(আ) কোন বীমাকারীর পরিচালনা পর্ষদ, বা উহার কোন কমিটি বা ব্যক্তিসংঘের সভার কার্যধারা পর্যবেক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তাকে নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্ত কর্মকর্তাকে উক্ত সভায় বক্তব্য পেশ করার**	নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে Insurance Development and Regularity Authority (IDRA) এর ভুমিকাকে আরও অর্থবহ করা এবং দেশব্যাপী কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমকে প্রসারিত করে সংস্থার তদারকির ক্ষেত্রকে আরও বেগবান করতে এরুপ সংশোধন।

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
			সুযোগ প্রদানের জন্য বীমাকারীকে, এবং উক্ত সভার কার্যধারার উপরে একটি প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করার জন্য উক্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিতে পারিবে; **(ই) কোন বীমাকারীর পরিচালনা পর্ষদ, বা উহার কোন কমিটি বা ব্যক্তিসংঘের যে কোন সভা সংক্রান্ত নোটিশ ও অন্যান্য চিঠিপত্র কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট কোন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণের জন্য ~~কোম্পানীকে~~ বীমাকারীকে নির্দেশ দিতে পারিবে;** **(ঈ) কোন বীমাকারীর প্রধান কার্যালয়সহ, বিভাগীয় কার্যালয় বা উহার যেকোন শাখার কার্যাবলী কি প্রকারে পরিচালিত হইতেছে তাহা পর্যবেক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষ উহার কোন কর্মকর্তাকে নিয়োগ করিতে পারিবে;** **(উ) উক্ত পরিদর্শন চলাকালে বা উহা সমাপ্ত হইবার পর উহার দ্বারা** **উদঘাটিত কোন বিষয়দৃষ্টে কর্তৃপক্ষ উক্ত বীমাকারীর ব্যবস্থাপনায় কোন পরিবর্তন প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করিলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত বীমাকারীকে উক্ত পরিবর্তন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যকর করার নির্দেশ দিতে পারিবে ;**	
১৯৮.	৫১	**অপরিবর্তিত**		
১৯৯.	ধারা ৫২ (১) (গ) (আ), (ই)	**৫২। লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা একত্রিকরণ ও হস্তান্তর।-** (১) (গ) কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর অথবা একত্রীকরণ অনুমোদন করার জন্য আবেদন করার অন্ততঃ ২ (দুই) মাস পূর্বে হস্তান্তর বা একত্রীকরণের প্রকৃতি এবং কারণ সম্বলিত একটি অভিপ্রায় পত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত প্রতিটি দলিলের ৪ (চার) টি করিয়া সত্যায়িত অনুলিপি কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং অনুরূপ অন্য ২ (দই) টি অনুলিপি জনসাধারণ ও	**৫২। লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা একত্রিকরণ ও হস্তান্তর। -**(১) (গ) কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর অথবা একত্রীকরণ অনুমোদন করার জন্য আবেদন করার অন্ততঃ ২ (দুই) মাস পূর্বে হস্তান্তর বা একত্রীকরণের প্রকৃতি এবং কারণ সম্বলিত একটি অভিপ্রায় পত্র দাখিল করিবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত প্রতিটি দলিলের ৪ (চার) টি করিয়া সত্যায়িত অনুলিপি কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল **করিতে পারিবে** এবং অনুরূপ অন্য ২ (দুই) টি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বীমাকারীর প্রধান কার্যালয়, শাখা কার্যালয় ও এজেন্সি সমূহে জনসাধারণ ও বীমাগ্রহীতাদের অবগতির জন্য প্রদান করিবে। (আ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধরিত ছকে এবং **~~প্রবিধানের বিধান~~** **নির্দেশনা** অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত একত্রীকরণ বা হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট বীমাকারীদের বীমা ব্যবসায়ের ~~স্থিতিপত্র~~	আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাকে অর্থবহ ও সুস্পষ্টকরনে এরুপ সংশোধন আনা হয়েছে।

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
		বীমাগ্রহীতাদের অবগতির জন্য সংশ্লিষ্ট বীমাকারীর প্রধান কার্যালয়, শাখা কার্যালয় ও এজেন্সিসমূহে রাখা হইবে, যথাঃ- (আ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধরিত ছকে এবং প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত একত্রীকরণ বা হস্তান্তরের সংশ্লিষ্ট বীমাকারীদের বীমা ব্যবসায়ের স্থিতিপত্র; (ই) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত চাহিদা এবং তৎকর্তৃক প্রণীত প্রবিধান অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত সংশ্লিষ্ট বীমাকারীর প্রত্যেকের একচ্যুয়ারী প্রতিবেদন এবং সার-সংক্ষেপ;	**আর্থিক প্রতিবেদন বা বিবরনী**; (ই) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত চাহিদা এবং **প্রবিধান নির্দেশনা** অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত সংশ্লিষ্ট বীমাকারীর প্রত্যেকের একচ্যুয়ারী প্রতিবেদন এবং সার-সংক্ষেপ;	
২০০.	৫২(২)	(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এ উল্লিখিত স্থিতিপত্র, প্রতিবেদন এবং সার-সংক্ষেপ, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে, যেই তারিখ হইতে একত্রীকরণ বা হস্তান্তর কার্যকর হইবে সেই তারিখেই হইবে; এবং স্থিতিপত্র প্রস্তুতের তারিখ এই ধারার অধীন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদনের তারিখের পূর্বে ১২ (বার) মাসের অধিক হইবে নাঃ তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ নির্দেশ প্রদান করিলে কোন বিশেষ বীমাকারীর ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (আ) ও (ই) তে উল্লি®খিত স্থিতিপত্র, প্রতিবেদন এবং সার-সংক্ষেপের সত্যায়িত অনুলিপি দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হইবে, যদি উক্ত স্থিতিপত্র এই ধারার অধীন আবেদন করার তারিখের পূর্ববর্তী ১ (এক) বৎসরের মধ্যে এবং প্রতিবেদন ও সার-সংক্ষেপ অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে।	(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এ উল্লিখিত ~~স্থিতিপত্র প্রতিবেদন~~ **আর্থিক প্রতিবেদন বা বিবরনী**, এবং সার-সংক্ষেপ, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে, যেই তারিখ হইতে একত্রীকরণ বা হস্তান্তর কার্যকর হইবে সেই তারিখেই হইবে; এবং স্থিতিপত্র প্রস্তুতের তারিখ এই ধারার অধীন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদনের তারিখের পূর্বে ১২ (বার) মাসের অধিক হইবে নাঃ তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ নির্দেশ প্রদান করিলে কোন বিশেষ বীমাকারীর ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (আ) ও (ই) তে উল্লিখিত ~~স্থিতিপত্র, প্রতিবেদন~~ **আর্থিক প্রতিবেদন বা বিবরনী** এবং সার- সংক্ষেপের সত্যায়িত অনুলিপি দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হইবে, যদি উক্ত স্থিতিপত্র এই ধারার অধীন আবেদন করার তারিখের পূর্ববর্তী ১ (এক) বৎসরের মধ্যে এবং প্রতিবেদন ও সার-সংক্ষেপ অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে।	

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

ক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
২০১.	৫৩		**অপরিবর্তিত**	
২০২.	৫৪	৫৪। একত্রীকরণ ও হস্তান্তরোত্তর আবশ্যকীয় বিবরণী।-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পাধীন বা অন্য কোন প্রকারে দু ইবা ততোধিক বীমাকারীকে একত্রীকরণ করা হইয়াছে বা বীমাকারীর বীমা ব্যবসা হস্তান্তরিত হইয়াছে এইরূপ ক্ষেত্রে একত্রীকৃত বীমা ব্যবসা পরিচালনাকারী বা যাহার নিকট বীমা ব্যবসা হস্তান্তরিত হইয়াছে, যাহা প্রযোজ্য, উক্ত বীমাকারী একত্রীকরণ বা হস্তান্তর সম্পন্ন হওয়ার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নবর্ণিত দলিলাদি ২ (দুই) প্রস্থ দাখিল করিবে, যথা ঃ- (ক) যেই পরিকল্প বা চুক্তি বা দলিলের অধীনে একত্রীকরণ বা হস্তান্তর কার্যকর হইয়াছে তাহার সত্যায়িত অনুলিপি; (খ) সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ বা কোম্পানীর ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান এবং মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি ঘোষণাপত্র যে,তাহাদের বিশ্বাসমতে একত্রীকরণ বা হস্তান্তরের কারণে কোন ব্যক্তিকে প্রদান করা হইয়াছে বা হইবে এমন সকল অর্থ, পলিসি, বন্ড, মূল্যবান সিকিউরিটি এবং অন্যান্য সম্পত্তি ইহাতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং অন্তর্ভুক্তির অতিরিক্ত অন্য কোন অর্থ প্রদান করা হয় নাইবা হইবে না; এবং	**অপরিবর্তিত**	
২০৩.	৫৪ (গ) (অ)	**৫৪। একত্রীকরণ ও হস্তান্তরোত্তর আবশ্যকীয় বিবরণী।-** (গ) যেক্ষেত্রে ধারা ৫৩ এর অধীন কর্তৃপক্ষের	**৫৪। একত্রীকরণ ও হস্তান্তরোত্তর আবশ্যকীয় বিবরণী।–** (গ) যেক্ষেত্রে ধারা ৫৩ এর অধীন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ~~সাপেক্ষে~~ **গ্রহণের পর**	আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাকে অর্থবহ ও সুস্পষ্টকরনে এরুপ সংশোধন আনা হয়েছে।

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

ক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
		অনুমোদন সাপেক্ষে একত্রীকরণ বা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পাদন হয় নাই, সেই ক্ষেত্রে,- (অ) প্রবিধান দ্বারা ছকে প্রস্তুতকৃত একত্রীকরণ বা হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক বীমাকারী বীমা ব্যবসায়ের স্থিতিপত্র; এবং	একত্রীকরণ বা ~~হস্তান্তরের~~ **হস্তান্তর** প্রক্রিয়া সম্পাদন হয় নাই, সেই ক্ষেত্রে- (অ) **~~প্রবিধান দ্বারা~~** **কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত** ছকে প্রস্তুতকৃত একত্রীকরণ বা হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক বীমাকারী বীমা ব্যবসায়ের ~~স্থিতিপত্র~~ **আর্থিক প্রতিবেদন বা বিবরনী**; এবং (আ) একত্রীকরণ বা হস্তান্তরের পরিকল্প ভিত্তিক অন্য কোন প্রতিবেদনের সত্যায়িত অনুলিপি।	
২০৪.	৫৫		**অপরিবর্তিত**	
২০৫.	৫৬(১)		**অপরিবর্তিত**	
২০৬.	৫৬(২)		**অপরিবর্তিত**	
২০৭.	৫৬(৩)		**অপরিবর্তিত**	
২০৮.	৫৬ (৪)	**৫৬। লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসির স্বত্ব প্রদান ও হস্তান্তর।-** (৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির পর বীমাকারীর হস্তান্তর বা স্বত্ব নিয়োগের বিষয়ে উহার তারিখ, হস্তান্তরকারী ও হস্তান্তর গ্রহীতার নামসহ লিপিবদ্ধ করিবে এবং নোটিশ প্রদানকারীর বা হস্তান্তর গ্রহীতা বা স্বত্বনিয়োগ গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে, অনুরূপ নোটিশের একটি লিখিত প্রাপ্তিস্বীকার পত্র প্রদান করিবে এবং এইরূপ প্রাপ্তিস্বীকার বীমাকারী কর্তৃক নোটিশ প্রাপ্তির চূড়ান্ত প্রমাণ বিবেচিত হইবে।	**৫৬। লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসির স্বত্ব প্রদান ও হস্তান্তর।-** (৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির পর বীমাকারীর হস্তান্তর বা স্বত্ব নিয়োগের বিষয়ে উহার তারিখ, হস্তান্তরকারী ও হস্তান্তর গ্রহীতার নামসহ লিপিবদ্ধ করিবে এবং নোটিশ প্রদানকারীর বা হস্তান্তর গ্রহীতা বা স্বত্বনিয়োগ গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে ও **~~বিধি দ্বারা~~** **কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত** ফি প্রদান সাপেক্ষে, অনুরূপ নোটিশের একটি লিখিত প্রাপ্তিস্বীকার পত্র প্রদান করিবে এবং এইরূপ প্রাপ্তিস্বীকার বীমাকারী কর্তৃক নোটিশ প্রাপ্তির চূড়ান্ত প্রমাণ **হিসেবে** বিবেচিত হইবে।	আইনের বিভিন্ন ধারায় বিধি প্রবিধান না করে কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত হলে সহজতর হবে।
২০৯.	৫৬(৫)		**অপরিবর্তিত**	
২১০.	৫৬(৬)		**অপরিবর্তিত**	
২১১.	৫৬(৭)		**অপরিবর্তিত**	

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
২১২.	৫৬(৮)		**অপরিবর্তিত**	
২১৩.	৫৭		**অপরিবর্তিত**	
২১৪.	৫৮(১)		**অপরিবর্তিত**	
২১৫.	৫৮(২)		**অপরিবর্তিত**	
২১৬.	৫৮(৩)	৩) কোন বীমা এজেন্টকে লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর ক্ষেত্রে, তাহার সংগৃহীত কোন পলিসির বা পলিসিসমূহের ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত সীমারঅধিক কমিশন বা অন্য কোন প্রকার পারিশ্রমিক পরিশোধ করা বা পরিশোধ করিবার উদ্দেশ্যে কোন চুক্তি করা যাইবেনা, যথা ঃ- (ক) প্রথম বৎসরের প্রিমিয়ামের শতকরা ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) ভাগ; (খ) দ্বিতীয় বৎসরের নবায়ন প্রিমিয়ামের শতকরা ১০ (দশ) ভাগ; এবং (গ) পরবর্তী বৎসরসমূহে নবায়ন প্রিমিয়ামের শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগ ঃ তবে শর্ত থাকে যে, লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংক্রান্ত বীমাকারীগণ তাহাদের ব্যবসায়ের প্রথম ১০(দশ) বৎসর তাহাদের বীমা এজেন্টকে তাহাদের মাধ্যমে সংগৃহীত পলিসি বা পলিসি সমূহের প্রথম বৎসরের প্রিমিয়ামের শতকরা ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) ভাগ, দ্বিতীয় বৎসরের নবায়ন প্রিমিয়মর শতকরা ১২ (বার) ভাগ এবং পরবর্তী বৎসরসমূহের নবায়ন প্রিমিয়ামের শতকরা ৬ (ছয়) ভাগ কমিশন প্রদান করিতে পারিবে।	৩) কোন বীমা এজেন্টকে লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর ক্ষেত্রে, তাহার সংগৃহীত কোন পলিসির বা পলিসিসমূহের ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত সীমার অধিক কমিশন বা অন্য কোন প্রকার পারিশ্রমিক পরিশোধ করা বা পরিশোধ করিবার উদ্দেশ্যে কোন চুক্তি করা যাইবে না, যথা ঃ- (ক) প্রথম বৎসরের প্রিমিয়ামের শতকরা ~~৩৫ (পঁয়ত্রিশ)~~ **২৫ (পঁচিশ)** ভাগ; (খ) দ্বিতীয় বৎসরের নবায়ন প্রিমিয়ামের শতকরা ~~১০ (দশ)~~ **১৫ (পনেরো)** ভাগ; এবং (গ) পরবর্তী বৎসরসমূহে নবায়ন প্রিমিয়ামের শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগঃ তবে শর্ত থাকে যে, লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংক্রান্ত বীমাকারীগণ তাহাদের ব্যবসায়ের প্রথম ১০ (দশ) বৎসর তাহাদের বীমা এজেন্টকে তাহাদের মাধ্যমে সংগৃহীত পলিসি বা পলিসি সমূহের প্রথম বৎসরের প্রিমিয়ামের শতকরা ~~৪৫ (পঁয়তাল্লিশ)~~ **৩৫(পয়ঁত্রিশ)** ভাগ, দ্বিতীয় বৎসরের নবায়ন প্রিমিয়মর শতকরা ~~১২ (বার)~~ **১৫ (পনেরো)** ভাগ এবং পরবর্তী বৎসরসমূহের নবায়ন প্রিমিয়ামের শতকরা ~~৬ (ছয়)~~ **৫ (পাঁচ)** ভাগ কমিশন প্রদান করিতে পারিবে।	আইনের ধারা সময়াপযোগী করার জন্য।

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

ক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
২১৭.	৫৮(৪)		**অপরিবর্তিত**	
২১৮.	৫৮(৫)		**অপরিবর্তিত**	
২১৯.	৫৯(১)		**অপরিবর্তিত**	
২২০.	৫৯(২)		**অপরিবর্তিত**	
২২১.	৫৯(৩)	৩) কোন ব্যক্তি কোন বীমা এজেন্টকে বাংলাদেশে ইস্যুকৃত তাহার মাধ্যমে কার্যকর কোন নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসির ক্ষেত্রে নির্ধারিত শতকরা হারের অধিক কমিশন বা অন্য কোন প্রকার পারিশ্রমিক বাবদ অর্থ পরিশোধ বা পরিশোধের চুক্তি করিবে না।	(৩) কোন ব্যক্তি কোন বীমা এজেন্টকে বাংলাদেশে ইস্যুকৃত তাহার মাধ্যমে কার্যকর কোন নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসির ক্ষেত্রে নির্ধারিত শতকরা হারের অধিক কমিশন বা অন্য কোন প্রকার পারিশ্রমিক বাবদ অর্থ পরিশোধ বা পরিশোধের চুক্তি করিবে না। **তবে শর্ত থাকে যে , কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে কমিশন স্থগিত বা বাতিল বা কমিশনের পরিমাণ পরিবর্তন করিতে পারিবে।**	বীমা এজেন্টদের মধ্যে আইনের সুষ্ঠ ব্যবহার এবং স্বচ্ছতা জবাবদিহীতা সিদ্ধান্তকল্পে এরুপ সংশোধন।
২২২.	৫৯(৪)		**অপরিবর্তিত**	
২২৩.	৫৯(৫)		**অপরিবর্তিত**	
২২৪.	৫৯(৬)		**অপরিবর্তিত**	
২২৫.	৫৯(৭)		**অপরিবর্তিত**	
২২৬.	৬০		**অপরিবর্তিত**	
২২৭.	৬১		**অপরিবর্তিত**	
২২৮.	৬২		**তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত কোন ফি, চাঁদা বা জরিমানা ব্যবস্থাপনা ব্যায়ের অংশ হইবে না।**	
২২৯.	৬৩		**ব্যাখ্যা: তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত কোন ফি, চাঁদা বা জরিমানা ব্যবস্থাপনা ব্যায়ের অংশ হইবে না।**	
২৩০.	৬৪		**অপরিবর্তিত**	
২৩১.	৬৫		**অপরিবর্তিত**	
২৩২.	৬৬		**অপরিবর্তিত**	

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
২৩৩.	৬৭		**অপরিবর্তিত**	
২৩৪.	৬৮		**অপরিবর্তিত**	
২৩৫.	৬৯		**অপরিবর্তিত**	
২৩৬.	৭০		**অপরিবর্তিত**	
২৩৭.	ধারা ৭১ (শিরোনাম) ও ৭১(১)	৭১। স্বল্প অংকের লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও নন লাইফ ইন্স্যুরেন্সদাবী সংশ্লিষ্ট বিরোধ।-(১) বিধি দ্বারা নির্ধারিত স্বল্প অংকের দায় সম্বলিত (নিশ্চিতকৃত লাভ বা বোনাস নয় এইরূপ লাভ ও বোনাস ব্যতিরেকে) লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসি বা বাংলাদেশে লেনদেন হওয়া কোন বীমা ব্যবসায় সম্পর্কিত কোন নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসির দাবীর পরিমাণ সম্পর্কে কোন বিরোধ দেখা দিলে দাবীদার ইচ্ছা করিলে উহা নিষ্পত্তি করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে পারে এবং কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য শোনার পর এবং নিজের একক সূক্ষ বিচারে, প্রয়োজনীয় বিবেচিত সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণের পর বিরোধ নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।	**৭১।** **~~স্বল্প অংকের~~** লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও নন লাইফ ইন্স্যুরেন্স দাবী সংশ্লিষ্ট বিরোধ **-(১)** ~~বিধি দ্বারা নির্ধারিত স্বল্প অংকের~~ **লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসি হতে উদ্ভুত দাবী বা** দায় সম্বলিত (নিশ্চিতকৃত লাভ বা বোনাস নয় এইরূপ লাভ ও বোনাস ব্যতিরেকে) লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসি বা বাংলাদেশে লেনদেন হওয়া কোন বীমা ব্যবসায় সম্পর্কিত কোন নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসির দাবীর পরিমাণ সম্পর্কে কোন বিরোধ দেখা দিলে দাবীদার ইচ্ছা করিলে উহা নিষ্পত্তি করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে পারে এবং কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য শোনার পর এবং নিজের একক সূক্ষ বিচারে, প্রয়োজনীয় বিবেচিত সাক্ষ্য ~~প্রমাণ~~ **প্রমাণের ভিত্তিতে** ~~গ্রহণের পর~~ বিরোধ নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।	আইনের ধারাকে অর্থবহ ও সুস্পষ্টকরনের জন্য এরূপ সংশোধন।
২৩৮.	৭১(২)	(২) এই ধারার অধীন গৃহীত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বিবেচিত হইবে এবং উহাকে কোন আদালতে প্রশ্নের সম্মুখীন করা যাইবে না এবং এইরূপ সিদ্ধান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করিবার উপযুক্ত কোন আদালতের রায় বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তদানুযায়ী কার্যকর করা হইবে।	**~~(২) এই ধারার অধীন গৃহীত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বিবেচিত হইবে এবং উহাকে কোন আদালতে প্রশ্নের সম্মুখীন করা যাইবে না এবং এইরূপ সিদ্ধান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করিবার উপযুক্ত কোন আদালতের রায় বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তদানুযায়ী কার্যকর করা হইবে।~~**	মৌলিক অধিকার পরিপন্থি বলে অনুমিত হয়, বিধায় এটি বিলুপ্ত হবে।
২৩৯.	৭১(৩)		**অপরিবর্তিত**	
২৪০.	৭২ (১)	**৭২।** বিলম্বে দাবী পরিশোধের সুদ।-(১) বীমাকারী	**৭২।** **~~বিলম্বে দাবী পরিশোধের সুদ।~~ বীমা দাবী পরিশোধ।- (**১) বীমাকারী কর্তৃক	বর্তমানে সঠিক সময়ে বীমা দাবী নিষ্পত্তি না করা দেশের বীমা শিল্পের প্রথম ও প্রধান সমস

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

ক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
		কর্তৃক ইস্যুকৃত পলিসির অধীন প্রদেয় হয় এবং দাবী প্রদানের জন্য সমস্ত কাগজপত্র দাবীদার কর্তৃক দাখিল করা হইয়াছে এইরূপ ক্ষেত্রে বীমাকারী যদি দাবী পরিশোধের প্রাপ্য হওয়া বা দাবীদার কর্তৃক সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পূরণের,যাহা পরে সংঘটিত হয়, ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে দাবী পরিশোধে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে উপ-ধারা (২) এ নির্ধারিত সুদ পরিশোধ করিবে, যদি না বীমাকারী এইরূপ ব্যর্থতা তাহার নিয়ন্ত্রণ বর্হিভূত ছিল বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে।	ইস্যুকৃত পলিসির অধীন **অর্থ** প্রদেয় হয় এবং দাবী প্রদানের জন্য সমস্ত কাগজপত্র দাবীদার কর্তৃক দাখিল করা **হইলে** এইরূপ ক্ষেত্রে বীমাকারী যদি দাবী পরিশোধের প্রাপ্য হওয়া বা দাবীদার কর্তৃক সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পূরণের, যাহা পরে সংঘটিত হয়, ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে দাবী **পরিশোধ করিবে। দাবী পরিশোধে ব্যর্থ হইলে** উপ-ধারা (২) এ নির্ধারিত সুদ পরিশোধ করিবে, যদি না বীমাকারী এইরূপ ব্যর্থতা তাহার নিয়ন্ত্রণ বর্হিভূত ছিল বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে।	জনমনে বীমা সম্পর্কে বিরূপ ধারনা রয়েছে। ইমেজ সংকট,বীমা শিল্পের এই ইমেজ সংকট করে গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষার নিমিত্তে এরূপ সংশোধন।
২৪১.	৭২(২)	(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সুদ ব্যর্থতাজনিত চলমান সময়ের জন্য পরিশোধযোগ্য হইবে এবং প্রচলিত ব্যাংক রেটের অতিরিক্ত শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগ হারে মাসিক ভিত্তিতে হিসাব করিতে হইবে।	(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সুদ ব্যর্থতাজনিত চলমান সময়ের জন্য পরিশোধযোগ্য হইবে এবং ~~প্রচলিত ব্যাংক রেটের অতিরিক্ত~~ বার্ষিক শতকরা ~~৫~~ ১২ (~~পাঁচ~~) ~~ভাগ~~ হারে মাসিক ভিত্তিতে হিসাব করিতে হইবে।	
২৪২.	৭২(৩)	**নতুন সংযোজন**	**(৩) উপধারা (২) এর অধীন বীমাকারী কর্তৃক দাবী পরিশোধ না করিয়া সুদ প্রদান ৬ মাসের অধিক সময় অব্যাহত থাকিলে সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ দাবী পরিশোধের বিষয়টি পর্যবেক্ষণের জন্য একজন নিরীক্ষক নিয়োগ করিবে। উক্ত নিরীক্ষক তিন মাসের মধ্যে বীমাকারীর সম্পদের দায় দেনার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করিবে। কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে প্রয়োজনে শুধুমাত্র বীমা দাবী পরিশোধের উদ্দেশ্যে একজন রিসিভার নিয়োগ করিবে।**	
২৪৩.	৭২(৪)	**নতুন সংযোজন**	**(৪) উপধারা (৩) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত রিসিভার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় সময়ের মধ্যে কোম্পানীর সম্পত্তি বিক্রয় করিবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে শুধুমাত্র বীমা দাবী পরিশোধের জন্য ব্যবহার করিবে।**	
২৪৪.	৭৩ (১)	বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি।-(১) কর্তৃপক্ষ ধারা ৭১ এর অধীন দাবী সম্পর্কিত বিরোধ ব্যতীত বীমাকারী ও	বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি।-(১) ~~**কর্তৃপক্ষ**~~ ধারা ৭১ এর অধীন ~~**দাবী সম্পর্কিত বিরোধ ব্যতীত বীমাকারী ও বীমা পলিসি গ্রাহকদের মধ্যকার দাবী সম্পর্কিত অন্যান্য উদ্ভূত**~~	বিনিক এ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এর সিদ্ধান্তের বিষয়ে আপীল করা যাবে এবং বিনিক এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়া যাবে।বিচারকার্যের স্পষ্টতা বৃদ্ধির জন্য

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

ক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
		বীমা পলিসি গ্রাহকদের মধ্যকার দাবী সম্পর্কিত অন্যান্য উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য এক বা একাধিক বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করিবে।	~~বিরোধ~~ **কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ হইলে সংশ্লিষ্ট দাবী নিষ্পত্তির বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি বরাবর আবেদন করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ এইরুপ আবেদন** নিষ্পত্তির জন্য এক বা একাধিক বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করিবে।	এরুপ সংশোধন।
২৪৫.	৭৩ (২)		**অপরিবর্তিত**	
২৪৬.	৭৩ (৩)		**অপরিবর্তিত**	
২৪৭.	৭৩ (৪)		**অপরিবর্তিত**	
২৪৮.	৭৩ (৫)		**অপরিবর্তিত**	
২৪৯.	৭৪		**অপরিবর্তিত**	
২৫০.	৭৫	৭৫। যুগপৎভাবে একই শ্রেণীর একাধিক বীমাকারীর বা বীমাকারী ও ব্যাংক কোম্পানীর বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হওয়ার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ।-আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বীমাকারীর পরিচালক একই শ্রেণীর বীমা ব্যবসার জন্য নিবন্ধীকৃত অন্য কোন বীমাকারীর বা কোন ব্যাংক কোম্পানীর বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হইতে পারিবেন না। ব্যাখ্যা।-এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে “ব্যাংক কোম্পানী” বলিতে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এ সংজ্ঞায়িত ব্যাংক কোম্পানী এবং “আর্থিক প্রতিষ্ঠান” বলিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে।	৭৫। যুগপৎভাবে একাধিক বীমাকারীর বা ~~বীমাকারী ও বা~~ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হওয়ার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ।-আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বীমাকারীর পরিচালক ~~একই শ্রেণীর বীমা ব্যবসার জন্য নিবন্ধীকৃত অন্য কোন বীমাকারীর বা কোন ব্যাংক কোম্পানীর বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হইতে পারিবেন না।~~ **একই সময় ~~তিনি~~ অন্য কোন ব্যাংক-কোম্পানী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমাকারী বা উক্তরূপ কোম্পানীসমূহের কোন সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর বা এইরূপ অন্যকোন কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠান যাহা উক্ত বীমাকারী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বীমাকারীর উপর নিয়ন্ত্রণ, যৌথ নিয়ন্ত্রণ বা উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে তাহাদের পরিচালক হইতে পারিবেন না।** ব্যাখ্যা।-এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে “ব্যাংক কোম্পানী” বলিতে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এ সংজ্ঞায়িত ব্যাংক কোম্পানীকে ~~এবং “আর্থিক প্রতিষ্ঠান” বলিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে~~ বুঝাইবে।	
২৫১.	৭৬(১)	৭৬। বীমাকারীর পরিচালনা পর্ষদ।-(১) বীমাকারী কোম্পানী আইন এর অধীনে নিবন্ধিত হইলে, উহার সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে যাহাই থাকুক না কেন উহার পরিচালকের সংখ্যা ২০ (বিশ) জনের অধিক	৭৬। বীমাকারীর পরিচালনা পর্ষদ।-(১) বীমাকারী কোম্পানী আইন এর অধীনে নিবন্ধিত হইলে, উহার সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে যাহাই থাকুক না কেন উহার পরিচালকের সংখ্যা ২০ (বিশ) জনের অধিক হইবে না এবং সেই ক্ষেত্রে ~~১২ (বার) জন উদ্যোক্তা পরিচালক~~ **৭ (সাত) জন উল্লেখযোগ্য শেয়ারহোল্ডার পরিচালক** ও ৬	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিসেক) এবং অন্যান্য রেগুলেটরি বডির ন্যয় পরিচালনা পর্ষদ এর গঠন এর বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এর ক্ষমতা প্রয়োগ।

ক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
		হইবে না এবং সেই ক্ষেত্রে ১২ (বার) জন উদ্যোক্তা পরিচালক ও ৬(ছয়) জন জনগণের অংশের শেয়ারগ্রহীতা পরিচালক এবং ২ (দুই) জন নিরপেক্ষ (Independent) পরিচালক থাকিবেন।	~~(ছয়) জন জনগণের অংশের শেয়ারগ্রহীতা পরিচালক এবং ২ (দুই) জন নিরপেক্ষ (Independent) পরিচালক থাকিবেন।~~ **৭(সাত) জন জনগণের অংশের শেয়ারহোল্ডার পরিচালক এবং ৬ (ছয়) জন বা একতৃতীয়াংশ (১/৩ অংশ) স্বতন্ত্র পরিচালক হইবে।** **তবে শর্ত থাকে যে বীমাকারীর পরিচালনা পর্ষদের নিরপেক্ষ পরিচালকগণ ব্যতীত অন্য পরিচালকগণ একত্রে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত মোট শেয়ারের একটি নির্দিষ্ট শতকরা পরিমাণ শেয়ার ধারণ অব্যাহত রাখিতে হইবে এবং ইহার ব্যত্যয় ঘটিলে পরিচালনা পর্ষদ বিলুপ্ত হইবে।**	
২৫২.	ধারা ৭৬(২)	(২) শেয়ারগ্রহীতাগণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালক নির্বাচন করিবে।	**(২)** ~~শেয়ারগ্রহীতাগণ~~ **শেয়ারহোল্ডারগণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালক নির্বাচন করিবে।** **তবে শর্ত থাকে যে, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন অথবা কোন বীমাকারীর সংঘ স্মারক বা সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, একই বীমাকারী প্রতিষ্ঠানে একই পরিবারের ও ঐ পরিবারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে সর্বোচ্চ ২ (দুই) জন সদস্য পরিচালক হইতে পারিবেন এবং স্বতন্ত্র পরিচালক নির্বাচনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত তালিকাভুক্ত পরিচালকগণের মধ্য হইতে কর্তৃপক্ষের পুর্বানুমোদনক্রমে স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ করিতে হইবে।** **তবে শর্ত থাকে যে একই ব্যক্তি একই শ্রেনীর সর্বোচ্চ একটি বীমাকারীর পরিচালক হইতে পারিবেন।**	অনেক বীমাকারীর পরিচালনা পর্ষদে একই পরিবারের দু'য়ের অধিক সদস্য পরিচালক হিসেবে রয়েছে। ফলে উক্ত কোম্পানীতে অগণতান্ত্রিক পরিবেশ এর সৃষ্টি হবে। ফলশ্রুতিতে কোম্পানী গ্রাহক স্বার্থে বিরোধী নানাবিধ অনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে এরুপ কার্যক্রম রোধকল্পে এরুপ সংশোধন।
২৫৩.	৭৬(৩)	নতুন সংযোজন	**(৩) বীমাকারীর পরিচালক পদে একাধিক্রমে ৬ (ছয়) বৎসরের অধিক সময় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবে না।**	কোম্পানী গ্রাহক স্বার্থে বিরোধী নানাবিধ অনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে এরুপ কার্যক্রম রোধকল্পে এরুপ সংশোধন।
২৫৪.	৭৬(৪)	নতুন সংযোজন	**(৪) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (৩) এর অধীন একাধিক্রমে ৬ (ছয়) বৎসর কোন বীমাকারীতে পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পর ৩ (তিন) বৎসর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি উক্ত বীমাকারীর পরিচালক পদে পুনঃনিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবে না।**	কোম্পানী গ্রাহক স্বার্থে বিরোধী নানাবিধ অনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে এরুপ কার্যক্রম রোধকল্পে এরুপ সংশোধন।
২৫৫.	৭৬(৫)	নতুন সংযোজন	**(৫) উপধারা (৩) দ্বারা বারিত কোন ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট বীমাকারীর উপদেষ্টা বা**	কোম্পানী গ্রাহক স্বার্থে বিরোধী নানাবিধ অনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে

ক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
			পরামর্শক বা অন্য কোন পদে নিয়োজিত করিতে পারিবে না।	এরুপ কার্যক্রম রোধকল্পে এরুপ সংশোধন।
২৫৬.	৭৬ক	নতুন সংযোজন	**৭৬ক। পর্ষদের ভূমিকা।- (১) পর্ষদ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত কর্পোরেট গভর্ন্যান্স গাইডলাইন্স অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালন করিবে।** **(২) বীমাকারীর নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও উহার পরিপালনের জন্য পরিচালনা পর্ষদ দায়বদ্ধ থাকিবে।** **(৩) প্রত্যেক বীমাকারী উহার পরিচালনা পর্ষদের নির্বাহী কমিটির সদস্য নহেন এইরূপ সদস্যদের সমন্বয়ে একটি অডিট কমিটি গঠন করিবে।** **(৪) প্রত্যেক বীমাকারী উহার পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সমন্বয়ে একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করিবে।**	নিরীক্ষা কার্যক্রমকে অর্থবহ এবং মানসম্মত সময়োযোগী করার লক্ষে এরুপ সংশোধন।
২৫৭.	৭৬খ	নতুন সংযোজন	**৭৬খ। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ।- (১) পরিচালনা পর্ষদ ~~ও~~ বীমাকারী~~তে~~ একটি কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবে; এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা হইতে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হইবে এবং উহার প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে হইবে।** **(২) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক কার্য সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিতে পারিবে এবং তাহাদের নিকট হইতে নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বা নথি সংগ্রহ করিতে পারিবে।** **(৩) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তি একই সময়ে বীমাকারীর কোন চুক্তি বা লেনদেনে সংযুক্ত হইতে বা বীমাকারীর প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবে না।**	নিরীক্ষা কার্যক্রমকে অর্থবহ এবং মানসম্মত সময়োযোগী করার লক্ষে এরুপ সংশোধন।
২৫৮.	৭৬গ	নতুন সংযোজন	**৭৬গ। পরিচালকের নিয়োগ, অপসারণ ইত্যাদি ~~সম্পর্কিত বিধান~~।- (১) কোন বীমাকারীতে উহার পরিচালক বা চেয়ারম্যান নির্বাচন বা, ক্ষেত্রমত, মনোনয়নের পর নিযুক্তি পুনঃনিযুক্তি বা পদায়নের পূর্বে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে এবং এইরূপ নিযুক্ত বা পুনঃনিযুক্তি কর্মকর্তাগণকে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে তাহার পদ হইতে অব্যাহতি দেওয়া, বরখাস্ত করা বা অপসারণ করা যাইবে না।** **(২) কর্তৃপক্ষ, উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন বীমাকারীর পরিচালক এবং**	বিদ্যমান আইনে বীমাকারী'র পরিচালক নিয়োগে কর্তৃপক্ষের করনীয় সম্পর্কে কোন বিধান নেই। ফলে বীমাকারী'র পরিচালনা পর্ষদ গ্রাহক স্বার্থে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। একদিকে গ্রাহক বীমা দাবী পাচ্ছে না অপরদিকে কতিপয় পরিচালক ব্যক্তি স্বার্থে কোম্পানীকে ব্যবহার করছে। ফলশ্রুতিতে বীমা শিল্পের অগ্রযাত্রার পথ রুদ্ধ হচ্ছে এবং বীমা শিল্প আস্থা ও ইমেজ সংকটে ভুগছে। এই অবস্থা হতে উত্তরনের জন্য এরুপ সংশোধন।

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
			চেয়ারম্যান নিযুক্তির বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করিবে। (৩) কোন ব্যক্তি কোন বীমাকারী কর্তৃক পরিচালক বা চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি- (অ) তাহার অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের ব্যবস্থাপনা বা ব্যবসায়িক বা পেশাগত অভিজ্ঞতা না থাকে; (আ) তিনি ফৌজদারী অপরাধে দন্ডিত হন কিংবা জাল-জালিয়াতি, আর্থিক অপরাধ বা অন্যবিধ অবৈধ কর্মকান্ডের সহিত জড়িত ছিলেন বা থাকেন; (ই) তাহার সম্পর্কে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় আদালতের রায়ে কোন বিরূপ পর্যবেক্ষণ বা মন্তব্য থাকে; (ঈ) তিনি আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট কোন নিয়ামক সংস্থার বিধিমালা, প্রবিধান বা নিয়ামাচার লংঘনজনিত কারণে দন্ডিত হন; (উ) তিনি এমন কোনো কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকেন, যাহার নিবন্ধন বা লাইসেন্স বাতিল করা হইয়াছে বা প্রতিষ্ঠানটি অবসায়িত হইয়াছে; (ঊ) তাহার নিজের কিংবা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ বা খেলাপী হন; (এ) তিনি কোনো সময় আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন। (৪) বীমাকারীর প্রস্তাবিত পরিচালক বা চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিবেন যে, তিনি উপ-ধারা (৩) এর বিধান অনুসারে পরিচালক হইবার অনুপযুক্ত নহেন: তবে শর্ত থাকে যে, মনোনীত প্রার্থী নিযুক্তির ক্ষেত্রে স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্রটি সংশ্লিষ্ট বীমাকারী কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করিবে। (৫) উপ-ধারা (৩) এর বিধান এই সম্পর্কিত প্রচলিত অন্যান্য আইনের অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য হইবে। (৬) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন অথবা কোন বীমাকারীর সংঘ/স্মারক বা সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অন্যূন ৬ (ছয়) জন স্বতন্ত্র পরিচালকসহ	

রক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
			কোন বীমা-কোম্পানীতে সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) জন পরিচালক থাকিবেন: **তবে শর্ত থাকে যে, কোন বীমাকারীর পরিচালক সংখ্যা ২০ (বিশ) জনের নিম্নে হইলে স্বতন্ত্র পরিচালকের সংখ্যা অন্যূন একতৃতীয়াংশ (১/৩ অংশ) জন হইবে:** **আরো শর্ত থাকে যে, স্বতন্ত্র পরিচালকের সর্বোচ্চ সংখ্যা, ফি এবং নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, নির্দেশনা জারী করিতে পারিবে।** **(৭) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন বীমাকারীর কোন পরিচালকের পদ ত্যাগ করার আবশ্যক হইলে পরিচালকগণের মধ্য হইতে কোন পরিচালক উক্ত পদ ত্যাগ করিবেন তাহা পরিচালকদের পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে এবং পারস্পরিক সমঝোতায় উপনীত হইতে ব্যর্থ হইলে তাহা পরিচালক পর্ষদের সভায় লটারী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হইবে।** **(১২) বীমাকারীর এমন কোন পরিচালক থাকিবেন না যিনি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত পরিচালক হওয়ার যোগ্যতা ও উপযুক্ততার শর্তাবলী পূরণ না করেন।**	
২৫৯.	৭৬ঘ	নতুন সংযোজন	**৭৬ঘ। পরিচালক, ইত্যাদি নিয়োগে বাধা-নিষেধ।— (১) কোন বীমাকারীর পরিচালনা পর্ষদে কোন প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর পক্ষে ১ (এক) এর অধিক ব্যক্তি প্রতিনিধি পরিচালক নিযুক্ত হইতে পারিবেন না;** **(২) কোন বীমাকারীর পরিচালনা পর্ষদে কোন প্রাকৃতিক ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট ব্যক্তি শেয়ারহোল্ডারের পক্ষে অপর কোন ব্যক্তি প্রতিনিধি পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না;** **(৩) কোন বীমাকারীর এইরূপ কোন পরিচালক থাকিবেন না, যিনি-** **(অ) উক্ত বীমাকারীর বহিঃহিসাব নিরীক্ষক, আইন উপদেষ্টা, উপদেষ্টা, পরামর্শক বা অন্য কোনভাবে লাভজনক পদের দায়িত্বে নিয়োজিত রহিয়াছেন;** **(আ) অন্য কোন বীমাকারী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানীর বা উক্তরূপ কোম্পানীসমূহের কোন সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর বা কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় এইরূপ কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান যাহা উক্ত ব্যাংক-কোম্পানী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বীমা**	বিদ্যমান আইনে বীমাকারী’র পরিচালক নিয়োগে কর্তৃপক্ষের করনীয় সম্পর্কে কোন বিধান নেই। ফলে বীমাকারী’র পরিচালনা পর্ষদ গ্রাহক স্বার্থে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। একদিকে গ্রাহক বীমা দাবী পাচ্ছে না অপরদিকে কতিপয় পরিচালক ব্যক্তি স্বার্থে কোম্পানীকে ব্যবহার করছে। ফলশ্রুতিতে বীমা শিল্পের অগ্রযাত্রার পথ রুদ্ধ হচ্ছে এবং বীমা শিল্প আস্থা ও ইমেজ সংকটে ভুগছে। এই অবস্থা হতে উত্তরনের জন্য এরুপ সংশোধন।

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

ক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
			কোম্পানীর উপর নিয়ন্ত্রণ, যৌথ নিয়ন্ত্রণ বা উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে এইরূপ কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা, পরামর্শক বা অন্য কোনভাবে লাভজনক পদের দায়িত্বে নিয়োজিত রহিয়াছেন; **(ই) এইরূপ কতিপয় কোম্পানীর পরিচালক যে কোম্পানীসমূহ একত্রে উক্ত বীমাকারীর শেয়ারহোল্ডারদের মোট শেয়ারের বিপরীতে মোট ভোটের ~~২০ (বিশ)~~ ৩৫ (পয়ঁত্রিশ) শতাংশের অধিক ভোট প্রদানের অধিকারী হইয়াছেন;** **(ঈ) অপর কোন বীমাকারী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানী বা উক্তরূপ কোম্পানীসমূহের কোন সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর পক্ষে পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছেন বা কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় এইরূপ কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান যাহা উক্ত বীমাকারী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বীমা কোম্পানীর উপর নিয়ন্ত্রণ, যৌথ নিয়ন্ত্রণ বা উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে এইরূপ কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছেন:** **তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার বিধান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিশেষায়িত বীমাকারীর পরিচালকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না:** **আরো শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্র মালিকানাধীন এবং বিশেষ আইন দ্বারা সৃষ্ট বীমাকারী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর পক্ষে পরিচালক হিসাবে কোন কর্মকর্তা নিযুক্তির ক্ষেত্রে এই উপ-দফার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।** **(৪) ধারা ৭৫ এর বিধান অনুযায়ী পরিচালক থাকিতে পারেন না এমন কোন ব্যক্তি যদি কোন বীমাকারীর পরিচালক থাকেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরিচালক পদ হইতে অপসারণ করিবে।** **(৫) এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্ব হইতে কোন বীমাকারীতে কর্মরত পরিচালক যদি এমন কতিপয় কোম্পানীর পরিচালক হন যেসব কোম্পানী একত্রে উক্ত বীমাকারীর শেয়ারহোল্ডারদের মোট শেয়ারের বিপরীতে মোট ভোটের ~~২০%~~ ৩৫% (পয়ঁত্রিশ) এর অধিক ভোট প্রদানের অধিকারী, তাহা হইলে তিনি অনুরূপ প্রবর্তনের পর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে,-**	

রক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
			(ক) উক্ত বীমাকারীর পরিচালকের পদ ত্যাগ করিবেন, অথবা **(খ) কোম্পানীগুলির মধ্যে এমন কতিপয় কোম্পানীর পরিচালক পদে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন যে সকল কোম্পানী উক্ত বীমাকারীতে উহাদের মোট শেয়ার বলে উক্ত বীমাকারীর শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ারের বিপরীতে ভোটের মোট সংখ্যার ৩৫% (পয়ঁত্রিশ) এর অধিক ভোট প্রদানের অধিকারী নহে; এবং অন্যান্য কোম্পানীর পরিচালকের পদ ত্যাগ করিবেন।**	
২৬০.	৭৭		**অপরিবর্তিত**	
২৬১.	৭৮		**অপরিবর্তিত**	
২৬২.	৭৯		**অপরিবর্তিত**	
২৬৩.	৮০(১)		**অপরিবর্তিত**	
২৬৪.	ধারা ৮০(২)	বীমাকারী কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীনে অনুমোদিত কোন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাকে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতীত অপসারণ, চাকুরীচ্যুত বা বরখাস্ত করা যাইবে না এবং কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা এবং বীমাকারী বা এই বিষয়ে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির শুনানী গ্রহণ ব্যতীত কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে না।	বীমাকারী কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীনে অনুমোদিত কোন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা **বা ব্যবস্থাপনা পরিচালককে** কর্তৃপক্ষের ~~পূর্বানুমতি~~ **লিখিত অনুমতি** ব্যতীত অপসারণ, চাকুরীচ্যুত বা বরখাস্ত করা যাইবে না এবং কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা এবং বীমাকারী বা এই বিষয়ে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির শুনানী গ্রহণ ব্যতীত কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে না।	কোম্পানী আইনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বীমা আইন, ২০১০ এ মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে উল্লেখ রয়েছে, ফলে অনেক ক্ষেত্রে একই পদের দুই নামের কারণে অস্পস্টতার সৃষ্টি হয়। এই অস্পস্টতা দূরীকরণের লক্ষ্যে এ প্রস্তাব করা হয়েছে।
২৬৫.	ধারা ৮০(৩)	বীমাকারী কোন ব্যাক্তিকে উহার মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবার বা ঐ পদে না থাকিবার ঘটনা অবগত হওয়ার ১৫ (পনেরো) দিন শেষ হইবার পূর্বে কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।	বীমাকারী কোন ব্যক্তিকে উহার মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবার বা ঐ পদে না থাকিবার ঘটনা অবগত হওয়ার ~~**১৫ (পনেরো)**~~ **৬০ (ষাট)** দিন শেষ হইবার পূর্বে কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।	মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগে বিদ্যমান বীমা আ্ইনে উল্লেখিত ১৫দিন সময় খুবই অপ্রতুল। নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতা তৈরী হয়। এই সংকট নিরসন কল্পে এরুপ সংশোধন ।
২৬৬.	৮০(৪)		**অপরিবর্তিত**	
২৬৭.	৮০(৫)		**অপরিবর্তিত**	
২৬৮.	৮০(৬)	**নতুন সংযোজন**	**মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ আবেদনের সময়**	বীমা শিল্পে আর্থিক শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে এরুপ সংশোধন।

ক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
			মানিলন্ডারিং/ আর্থিক অপরাধ/ প্রতারনার কারণে কর্তৃপক্ষ বা দুর্নীতি দমন কমিশন বা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) কর্তৃক অভিযুক্ত হইলে, উক্ত অভিযোগ হইতে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত বীমাকারী অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রস্তাবনা কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করিতে পারিবে না।	
২৬৯.	৮০(৭)	**নতুন সংযোজন**	**মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক অর্থ আত্যসাৎ, দুর্নীতি, জাল-জালিয়াতি, নৈতিক স্খলনজনিত কারণে চাকুরী হইতে অপসারিত হন, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগ নামঞ্জুর হন তাহা হইলে তিনি পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট বীমাকারীর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা বা ব্যবসস্থাপনা পরিচালক যে নামেই অভিহিত হউক না কেন বা অন্য যে কোন পদে নিয়োগের অযোগ্য হইবেন এবং অন্য কোন বীমাকারীর যে কোন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের পুর্বানুমোদন গ্রহন করিতে হইবে।**	
২৭০.	৮০ক	**নতুন সংযোজন**	**৮০ক। অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা ও কোম্পানী সেক্রেটারী নিয়োগের উপর বাধা নিষেধ।- (১) কোন বীমাকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে-** **(ক) উহার কোম্পানীর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা ও কোম্পানী সেক্রেটারী নিয়োগ করিবেনা; বা** **(খ) এমন কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিবেনা বা এমন কোন ব্যক্তির নিয়োগ অব্যাহত রাখিবেনা-** **(অ) যিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন, বা কোন সময় দেউলিয়া ছিলেন, বা তাঁহার পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ বন্ধ করিয়াছেন, বা পাওনাদারের সহিত আপোষ রফার মাধ্যমে পাওনা আদায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন, বা নৈতিক স্খলনজনিত কারণে কোন ফৌজদারী আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হইয়াছেন;** **(আ) যিনি তাঁহার পারিশ্রমিক বা পারিশ্রমিকের অংশ কমিশনের আকারে বা কোম্পানীর লাভের অংশের আকারে গ্রহণ করেন ।** **তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-দফার কোন কিছুই বীমাকারী কর্তৃক প্রদত্ত কমিশনের ”ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না,**	কোন কোন ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে বীমাকারী’র সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট বীমাকারী বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অপসারিত হলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা অন্য কোন কোম্পানীতে যোগদান করেন এবং কোন কেস ষ্টাডি করে দেখা যায় যে সেখানেও তিনি একই ঘটনার পূনার্বৃত্তি করেছেন। এহেন পরিস্থিতি রোধে এরুপ সংশোধন।

ক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
			আরও শর্ত থাকে যে ,কোন বীমাকারী আলোচ্য পদসমূহ একাধারে ৬(ছয়)মাসের অধিক শূন্য রাখিবে না (২) যদি কোন ~~বীমা –কোম্পানীর~~ বীমাকারীর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা ও কোম্পানী সেক্রেটারী সম্পর্কে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, তিনি কোন আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন, এবং কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, উক্তরূপ লঙ্ঘন এতই গুরুতর যে, বীমাকারীর সহিত উক্ত ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট থাকা বীমাকারী বা উহার পলিসি গ্রাহকগণের স্বার্থবিরোধী বা অন্য কোনভাবে অবাঞ্ছিত হইবে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ ~~এই মর্মে~~ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, আদেশে উল্লেখিত তারিখ হইতে, উক্ত ব্যক্তি তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন না, এবং এইরূপ আদেশ প্রদান করা হইলে, উক্ত তারিখ হইতে তাঁহার উক্ত পদ শূন্য হইবে। (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উক্ত ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষ পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে, উক্ত আদেশে উল্লেখিত মেয়াদ, যাহা তিন বৎসরের বেশী হইবে না, এর মধ্যে উক্ত বীমা -কোম্পানী বা অন্য কোন বীমা -কোম্পানীর ব্যবস্থাপনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিবেন না বা অংশ গ্রহণ করিবেন না। (৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রস্তাবিত কোন আদেশের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ না দিয়া উক্ত আদেশ প্রদান করা যাইবে না : তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, অনুরূপ কোন সুযোগ প্রদানজনিত বিলম্ব উক্ত বীমাকারী বা ইহার পলিসি গ্রাহকগণের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হইবে, তাহা হইলে অনুরূপ সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না। (৫) অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা ও কোম্পানী সেক্রেটারী সহ যদি ~~বীমাকারীর কোন কর্মকর্তা~~ অর্থ আত্যসাৎ, দুর্নীতি, জাল-জালিয়াতি, নৈতিক স্খলনজনিত কারণে চাকুরী হইতে বরখাস্ত হন , কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগ নামঞ্জুর হন তাহা হইলে তিনি পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট বীমাকারীর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা	

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

ক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
			বা ব্যবসস্থাপনা পরিচালক যে নামেই অভিহিত হউক না কেন বা অন্য যে কোন পদে নিয়োগের অযোগ্য হইবেন এবং অন্য কোন বীমাকারীর যে কোন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের পুর্বানুমোদন গ্রহন করিতে হইবে। **(৬) এই ধারার অধীন কর্তৃপক্ষের যে কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ চূড়ান্ত হইবে।**	
২৭১.	৮১	৮১। উপদেষ্টা নিয়োগ।- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে অথবা বীমাকারীর সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বীমাকারী ২ (দুই) জনের অধিক উপদেষ্টা নিয়োগ করিবে না এবং উক্তরূপ নিয়াগ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে হইবে না, তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ নিযুক্ত উপদেষ্টার নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকিবে এবং তাহাকে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হইতে হইবে।	৮১। উপদেষ্টা **বা পরামর্শক** নিয়োগ।- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে অথবা বীমাকারীর সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বীমাকারী ২ (দুই) জনের অধিক উপদেষ্টা (Advisor) **বা পরামর্শক** (consultant) **বা অন্য যেকোন নামেই অভিহিত করা হউক না কেন** ~~উক্তরূপ নিয়োগ~~ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে নিয়োগ করিতে পারিবে না, তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ নিযুক্ত উপদেষ্টার /পরামর্শকের নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকিবে এবং তাহাকে কর্তৃপক্ষ ~~দ্বারা~~ কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হইতে হইবে।	১। যেহেতু উপদেষ্টা নিয়োগ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হয় সেহেতু এই অনুমোদনের বিষয়টি এড়ানোর লক্ষ্যে কনসালটেন্ট নিয়োগ প্রদান করা হয়। আবার অনেক বীমাকারীতে দুই এর অধিক কনসালটেন্ট নিয়োগ দেয়া হয়। কনসালটেন্ট এবং উপদেষ্টার কাজের প্রকৃতি প্রায় একই ধরণের বিধায় উক্ত আইনে কনসালটেন্ট শব্দটি সন্নিবেশন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ২। বীমাকারীর উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের আবশ্যকতা রয়েছে কিন্তু পরামর্শক (consultation) নিয়োগে এরুপ কোন বিধান নেই। বিধায় এই পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম-নীতি অনুসরন করা হয় না বিধায় এরুপ অবস্থা নিরশনকলেপ এই সংযোজন করা হয়েছে। ৩। প্রশাসকের কাজের ব্যপ্তি বিবেচনায় এরুপ সংশোধন করা হয়েছে।
২৭২.	৮২(১)		**অপরিবর্তিত**	
২৭৩.	ধারা ৮২(২)	(২) কোন লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা পরিচালনাকারী বীমাকারী শেয়াহোল্ডারদের লভ্যাংশ ঘোষনা বা প্রদান, পলিসি-গ্রাহকদের বোনাস বা কোন প্রকার ডিবেঞ্চার, ঋণ বা অগ্রীম সংশ্লিষ্ট অর্থ প্রদানে সম্পদ ও দায়ের একচ্যুয়ারিয়াল মূল্যায়ন সম্পর্কিত এই অধ্যাদেশে উল্লেখিত সার-সংক্ষেপের অংশ হিসাবে কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত মূল্যায়ন -স্থিতিপত্রে প্রদর্শিত উদ্ধৃত্ত ব্যতীত প্রত্যক্ষবা পরোক্ষভাবে লাইফ ইন্স্যুরেন্স তহবিলের বা অন্য কোন বীমা শ্রেণীর কোন তহবিলের অংশ ব্যবহার করিবে না; এবং অনুরূপ উদ্ধৃত্ত এই আইনের অধীনে কর্তৃপক্ষের নিকট	(২) কোন লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা পরিচালনাকারী বীমাকারী শেয়াহোল্ডারদের লভ্যাংশ ঘোষনা বা প্রদান, পলিসি-গ্রাহকদের বোনাস বা কোন প্রকার ডিবেঞ্চার, ঋণ বা অগ্রীম সংশ্লিষ্ট অর্থ প্রদানে সম্পদ ও দায়ের একচ্যুয়ারিয়াল মূল্যায়ন সম্পর্কিত এই ~~**অধ্যাদেশে**~~ **আইনে** উল্লেখিত সার-সংক্ষেপের অংশ হিসাবে কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত মূল্যায়ন -স্থিতিপত্রে প্রদর্শিত উদ্ধৃত্ত ব্যতীত প্রত্যক্ষবা পরোক্ষভাবে লাইফ ইন্স্যুরেন্স তহবিলের বা অন্য কোন বীমা শ্রেণীর কোন তহবিলের অংশ ব্যবহার করিবে না; এবং অনুরূপ উদ্ধৃত্ত এই আইনের অধীনে কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত বিবরণীতে প্রদর্শিত অনুরূপ উদ্ধৃত্ত দ্বারা গঠিত সংরক্ষিত তহবিল ব্যতীত, অন্য কোন প্রকারে অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা যাইবে না, যদি না উক্ত অর্থ উপরোক্ত মূল্যায়নের তারিখে বা তাহার পূর্বে লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট	করনিক ভুল সংশোধন

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
		দাখিলকৃত বিবরণীতে প্রদর্শিত অনুরূপ উদ্ধৃত্ত দ্বারা গঠিত সংরক্ষিত তহবিল ব্যতীত, অন্য কোন প্রকারে অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা যাইবে না, যদি না উক্ত অর্থ উপরোক্ত মূল্যায়নের তারিখে বা তাহার পূর্বে লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট রাজস্ব হিসাবে স্থানান্তরিত হইয়া থাকে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, যখন প্রদত্ত ডিবেঞ্চারের সুদ পূর্বোক্ত প্রদর্শিত উদ্ধৃত্ত মূল্যায়নে গৃহীত সুদের ভিত্তি হিসাবে সংশ্লিষ্ট তহবিল বা তহবিলসমূহে সমন্বিত বা আকলিত হইয়াছে এইরূপ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র কোন ডিবেঞ্চার সম্পর্কিত সুদসহ অর্থ প্রদান অনুরূপ উদ্ধত্তের শতকরা ৫০(পঞ্চাশ) ভাগের অধিক এবং পরিশোধিত ডিবেঞ্চার সুদের পরিমাণ শতকরা ১০(দশ) ভাগের অধিক হইবে না ঃ আরো শর্ত থাকে যে, শেয়ার গ্রহীতা দের জন্য অনুরূপ বরাদ্দকৃত বা তাহাদের জন্য সংরক্ষিত উদ্ধত্তের অংশ, প্রথম দায়বদ্ধতা বা অন্যরূপ নিশ্চিতকৃত লভ্যাংশ প্রদানের জন্য রক্ষিত পরিমাণসহ, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণের অধিক হইবে না, এবং যাহা কোন ক্ষেত্রেই নিম্নোক্ত পরিমাণের অধিক হইবে না, যথা ঃ- (ক) অংশীদারিত্ব পলিসির ক্ষেত্রে, উদ্ধৃত্তের শতকরা ১০ (দশ) ভাগ; এবং (খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সমগ্র উদ্ধৃত্তের শতকরা হার।	রাজস্ব হিসাবে স্থানান্তরিত হইয়া থাকে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, যখন প্রদত্ত ডিবেঞ্চারের সুদ পূর্বোক্ত প্রদর্শিত উদ্ধৃত্ত মূল্যায়নে গৃহীত সুদের ভিত্তি হিসাবে সংশ্লিষ্ট তহবিল বা তহবিলসমূহে সমন্বিত বা আকলিত হইয়াছে এইরূপ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র কোন ডিবেঞ্চার সম্পর্কিত সুদসহ অর্থ প্রদান অনুরূপ উদ্ধত্তের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগের অধিক এবং পরিশোধিত ডিবেঞ্চার সুদের পরিমাণ শতকরা ১০(দশ) ভাগের অধিক হইবে নাঃ আরো শর্ত থাকে যে, শেয়ার গ্রহীতা দের জন্য অনুরূপ বরাদ্দকৃত বা তাহাদের জন্য সংরক্ষিত উদ্ধত্তের অংশ, প্রথম দায়বদ্ধতা বা অন্যরূপ নিশ্চিতকৃত লভ্যাংশ প্রদানের জন্য রক্ষিত পরিমাণসহ, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণের অধিক হইবে না, এবং যাহা কোন ক্ষেত্রেই নিম্নোক্ত পরিমাণের অধিক হইবে না, যথাঃ- (ক) ~~অংশীদারিত্ব~~ **অংশগ্রহণকারী** পলিসির ক্ষেত্রে, উদ্ধৃত্তের শতকরা ১০(দশ) ভাগ; এবং (খ) ~~অন্যান্য ক্ষেত্রে~~, **অ-অংশগ্রহণকারী পলিসির ক্ষেত্রে** ~~প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সমগ্র~~ **সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃত্তের শতকরা একশত ভাগ।**	এই আইনের সংজ্ঞা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এরুপ সংশোধন।
২৭৪.	ধারা ৮২(৩)	নতুন সংযোজন	(৩) কোন বীমাকারী কতৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্ধারিত সীমার উর্ধ্বে দাবী পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত বীমাকারী কোন ডিভিডেন্ড (লাভ্যাংশ) বিতড়ন করিতে পারিবে না।	বীমাকারীর স্বার্থ সুরক্ষায় এরুপ সংশোধন।
২৭৫.	৮৩	৮৩। লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় বীমা গ্রহীতাদের মধ্যে	৮৩। লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় বীমা গ্রহীতাদের মধ্যে মুনাফা বন্টন।- বীমাকারীর	ধারা ৮২ এর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে এরুপ সংশোধণ।

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
		মুনাফা বন্টন।- বীমাকারীর সংঘস্মারক বা সংঘবিধি বা অন্য কোন দলিলে ব্যত্যয়ী যাহা কিছুই থাকুক না কেন লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা পরিচালনার কোন বীমাকারী বীমা পলিসি গ্রাহকদের সুবিদার্থে উদ্ধৃত্ত অর্থ হইতে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অনুরূপ উদ্ধৃত্তের শতকরা হারের কম অর্থ বন্টন করিবে না।	সংঘস্মারক বা সংঘবিধি বা অন্য কোন দলিলে ব্যত্যয়ী যাহা কিছুই থাকুক না কেন লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা পরিচালনার কোন বীমাকারী বীমা পলিসি গ্রাহকদের ~~**সুবিদার্থে**~~ **সুবিধার্থে** উদ্ধৃত্ত অর্থ **অর্থের বন্টন** হইতে ~~**প্রবিধান দ্বারা**~~ **ধারা ৮২ তে বর্ণিত** ~~**নির্ধারিত অনুরূপ উদ্ধৃত্তের শতকরা হারের**~~ হারের কম ~~**অর্থ বন্টন করিবে**~~ **হইবে** না।	
২৭৬.	৮৪		**অপরিবর্তিত**	
২৭৭.	৮৫	৮৫। পলিসি তামাদির ক্ষেত্রে বীমাকৃতের প্রাপ্তব্য সুবিধাদি সম্পর্কে নোটিশ প্রদান।- কোন বীমাকারী যে তারিখে লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসির প্রিমিয়াম প্রদেয় ছিল, কিন্তু পরিশোধ করা হয়নি ঐ তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে বীমা পলিসি গ্রাহকদেরকে তাহাদের জন্য প্রযোজ্য গৃহীতব্য ইচ্ছাসমূহ জানাইয়া নোটিশ প্রদান করিবে, যদি না ঐ ইচ্ছাসমূহ পলিসিতে অর্ন্তভুক্ত থাকে।	৮৫। পলিসি তামাদির ক্ষেত্রে বীমাকৃতের প্রাপ্তব্য সুবিধাদি সম্পর্কে নোটিশ প্রদান।– **(১)** কোন বীমাকারী যে তারিখে লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসির প্রিমিয়াম প্রদেয় ছিল, কিন্তু পরিশোধ করা হয়নি ঐ তারিখ হইতে ~~৩ (তিন) মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে বীমা পলিসি গ্রাহকদেরকে তাহাদের জন্য প্রযোজ্য গৃহীতব্য ইচ্ছাসমূহ জানাইয়া নোটিশ প্রদান করিবে, যদি না ঐ ইচ্ছাসমূহ পলিসিতে অর্ন্তভুক্ত থাকে।~~ **বীমাগ্রাহককে পলিসি চলমান রাখার লক্ষ্যে বীমা পলিসি গ্রাহক/নমিনীদের লিখিত নোটিশ প্রদানসহ পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করিবে। উক্ত সুযোগ প্রদান ব্যতিরেকে বীমাকারী কোন পলিসি তামাদি বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে না।**	বর্তমানে বীমা শিল্পে তামাদি পলিসির সংখ্যা বহোলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে গ্রাহক স্বার্থ পরোক্ষভাবে বিঘ্ন ঘটেছে। তামাদি পলিসি হ্রাস করনে এবং গ্রাহক স্বার্থ সমুন্নত রাখতে এই সংশোধনী প্রস্তাব।
২৭৮.	৮৫(২)	নতুন সংযোজন	**(২) প্রয়োজনে অপরিশোধিত প্রিমিয়াম কিস্তিতে প্রদানের সুযোগ থাকিবে।**	
২৭৯.	৮৫(৩)	নতুন সংযোজন	**(৩) উপধারা (২) এ বর্ণিত সুযোগ প্রদানের পরও যদি বীমাগ্রাহক পলিসি প্রিমিয়ামের কিস্তি একাধারে ১ (এক) বৎসর প্রদানে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে বীমাকারী কর্তৃক উক্ত পলিসি তামাদি বলিয়া গণ্য হইবে।**	
২৮০.	৮৬		**অপরিবর্তিত**	
২৮১.	৮৭		**অপরিবর্তিত**	
২৮২.	৮৮(১)	৮৮। প্রত্যপর্ণ মূল্য অর্জন।-(১) কোন পলিসি অনূন্য ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকিলে উহার প্রত্যপর্ণ মূল্য প্রাপ্য হইবে এবং বীমাকারী কর্তৃক নিযুক্ত	৮৮। প্রত্যপর্ণ মূল্য অর্জন।-(১) কোন পলিসি অনূন্য ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকিলে উহার প্রত্যপর্ণ মূল্য প্রাপ্য হইবে এবং বীমাকারী কর্তৃক নিযুক্ত একচ্যুয়ারি **প্রবিধান** **কর্তৃপক্ষ** দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যপর্ণ মূল্য নিরূপণ করিবে।	আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাকে অর্থবহ ও সুস্পষ্টকরন এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগে অহেতুক প্রতিবন্ধকতা রোধে এরুপ সংশোধন।

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
		একচ্যুয়ারি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যপর্ণ মূল্য নিরূপণ করিবে।		
২৮৩.	৮৮(২)		**অপরিবর্তিত**	
২৮৪.	৮৮(৩)		**অপরিবর্তিত**	
২৮৫.	৮৮(৪)		**অপরিবর্তিত**	
২৮৬.	৮৯		**অপরিবর্তিত**	
২৮৭.	৯০		**অপরিবর্তিত**	
২৮৮.	৯১		**অপরিবর্তিত**	
২৮৯.	৯২		**অপরিবর্তিত**	
২৯০.	৯৩		**অপরিবর্তিত**	
২৯১.	৯৪		**অপরিবর্তিত**	
২৯২.	৯৫ (১)	৯৫। বীমা ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় প্রশাসক নিয়োগ।-(১) যদি কোন সময়ে কর্তৃপক্ষের এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন বীমাকারী তাহার বীমা ব্যবসা এইরূপে পরিচালনা করিতেছে যাহাতে বীমা পলিসি গ্রাহকদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হইতে পারে বা প্রয়োজনীয় সলভেন্সি মার্জিন রাখিতে সমর্থ হইতেছে না এই ক্ষেত্রে বীমাকারীকে তাহার বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করিয়া কর্তৃপক্ষ উহার পরিচালনা পর্ষদকে সাসপেন্ড করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণাধীন বীমাকারীর কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার জন্য একজন প্রশাসক নিযুক্ত করিবে।	৯৫। বীমা ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় প্রশাসক নিয়োগ।- (১) যদি কোন সময়ে কর্তৃপক্ষের এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন বীমাকারী তাহার বীমা ব্যবসা এইরূপে পরিচালনা করিতেছে যাহাতে বীমা পলিসি গ্রাহকদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হইতে পারে বা **বীমাদাবী পরিশোধে ক্রমাগত ব্যর্থতা বা বিনিয়োগ যথানিয়মে করা হয় নাই বা অপব্যবহার করা হইয়াছিল বা বিনিয়োগ সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হইয়াছে বা বিনিয়োগের অপব্যবহার করিতেছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে এবং** প্রয়োজনীয় সলভেন্সি মার্জিন রাখিতে সমর্থ হইতেছে না এই ক্ষেত্রে বীমাকারীকে তাহার ~~বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করিয়া~~ **লিখিত বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দিয়া** কর্তৃপক্ষ **বীমাকারীর** পরিচালনা পর্ষদকে সাসপেন্ড **বা পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন** করিতে পারিবে ~~**এবং**~~ **বা** কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণাধীন বীমাকারীর কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার জন্য একজন প্রশাসক নিযুক্ত করিবে।	বীমা কোম্পানীকে আইনানোগ কার্যক্রম পরিচালনায় সম্মত। ক্ষেত্রমতে পরিচালনা পর্ষদের বিবাদ নিরসন ও গ্রাহক স্বার্থ ও কোম্পানীর বিনিয়োগ সুরক্ষায় এরূপ সংশোধন।
২৯৩.	৯৫ (২)		**অপরিবর্তিত**	

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
২৯৪.	৯৫ (৩)		**অপরিবর্তিত**	
২৯৫.	৯৫ (৪)		**অপরিবর্তিত**	
২৯৬.	৯৫ (৫)		**অপরিবর্তিত**	
২৯৭.	৯৫(৬)	**নতুন সংযোজন**	(৬) **ধারা ৮১ তে যাহা কিছুই বলা হউক না কেন নিয়োগকৃত প্রশাসক কর্তৃপক্ষের পুর্বানুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ ৫ জন উপদেষ্টা বা পরামর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে।** **তবে শর্ত থাকে যে, উপদেষ্টা নিয়োগ আবেদনের সময় মানিলন্ডারিং/ আর্থিক অপরাধ/ প্রতারণার কারণে কর্তৃপক্ষ বা দুর্নীতি দমন কমিশন বা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) কর্তৃক অভিযুক্ত হইলে, উক্ত অভিযোগ হইতে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত বীমাকারী অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রস্তাবনা কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করিতে পারিবে না। আরও শর্ত থাকে যে এসকল উপদেষ্টাগণ প্রশাসকের সময়কাল সমাপ্ত হইবার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাহাদের সময়কাল শেষ বলিয়া গণ্য হইবে।**	বোর্ড সাসপেন্ড করে প্রশাসক নিয়োগ করার ফলে প্রশাসকের একার পক্ষে বীমাকারীর কার্যক্রম পরিচালনা করেও হিমসিম খেতে হয়। তিনি কোন কাজ করতে পারেন না। এই অবস্হা নিরসনকল্পে এরুপ সংশোধন।
২৯৮.	৯৭		**অপরিবর্তিত**	
২৯৯.	৯৮		**অপরিবর্তিত**	
৩০০.	৯৯		**অপরিবর্তিত**	
৩০১.	১০০		**অপরিবর্তিত**	
৩০২.	১০১		**অপরিবর্তিত**	
৩০৩.	১০২		**অপরিবর্তিত**	
৩০৪.	১০৩		**অপরিবর্তিত**	
৩০৫.	১০৪		**অপরিবর্তিত**	
৩০৬.	১০৫		**অপরিবর্তিত**	
৩০৭.	১০৬		**অপরিবর্তিত**	
৩০৮.	১০৭		**অপরিবর্তিত**	
৩০৯.	১০৮		**অপরিবর্তিত**	

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
৩১০.	১০৯		**অপরিবর্তিত**	
৩১১.	১১০		**অপরিবর্তিত**	
৩১২.	১১১		**অপরিবর্তিত**	
৩১৩.	১১২		**অপরিবর্তিত**	
৩১৪.	১১৩		**অপরিবর্তিত**	
৩১৫.	১১৪		**অপরিবর্তিত**	
৩১৬.	১১৫		**অপরিবর্তিত**	
৩১৭.	১১৬		**অপরিবর্তিত**	
৩১৮.	১১৭		**অপরিবর্তিত**	
৩১৯.	১১৮	১৮। মিউচ্যুয়াল বীমা কোম্পানী ও সমবায় বীমা সমিতির চলতি মূলধন। কোন মিউচ্যুয়াল বীমা কোম্পানী ও সমবায় বীমা সমিতি এই আইনের অদীন নিবন্ধিত হইবে না, যদি না উক্ত কোম্পানী বা সমিতি গঠনকালের প্রাথমিক ব্যয় এবং নিবন্ধীকরণের আবেদনের পূর্বে প্রদেয় জামানত ব্যতীত তফসিল-১ এ উল্লিখিত চলতি মূলধন না থাকে।	১৮। মিউচ্যুয়াল বীমা কোম্পানী ও সমবায় বীমা সমিতির চলতি মূলধন। কোন মিউচ্যুয়াল বীমা কোম্পানী ও সমবায় বীমা সমিতি এই আইনের অদীন নিবন্ধিত হইবে না, যদি না উক্ত কোম্পানী বা সমিতি গঠনকালের প্রাথমিক ব্যয় এবং নিবন্ধীকরণের আবেদনের পূর্বে প্রদেয় জামানত ব্যতীত ~~তফসিল-১ এ~~ **কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে** উল্লিখিত চলতি মূলধন না থাকে।	

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

ক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
৩২০.	১১৯(১)	১১৯। মিউচ্যুয়াল বীমা কোম্পানী ও সমবায় বীমা সমিতি কর্তৃক রক্ষিতব্য জামানত। (১) প্রত্যেক মিউচ্যুয়াল বীমা কোম্পানী ও সমবায় বীমা সমিতি নিবন্ধীকরণ আবেদন করার সময় তফসিল-১ এ উল্লিখিত অর্থ নগদে বা জমা প্রদানের তারিখে বাজারমূল্যে প্রাক্কলিত মূল্যের অনুমোদিত সিকিউরিটিজে বা আংশিক নগদে ও আংশিক অনরূপ প্রাক্কলিত মূল্যের অনুমোদিত সিকিউরিটিজে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা করিবে এবং জমা রাখিবে।	১১৯। মিউচ্যুয়াল বীমা কোম্পানী ও সমবায় বীমা সমিতি কর্তৃক রক্ষিতব্য জামানত। (১) প্রত্যেক মিউচ্যুয়াল বীমা কোম্পানী ও সমবায় বীমা সমিতি নিবন্ধীকরণ আবেদন করার সময় ~~তফসিল-১ এ~~ **কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে** উল্লিখিত অর্থ নগদে বা জমা প্রদানের তারিখে বাজারমূল্যে প্রাক্কলিত মূল্যের অনুমোদিত সিকিউরিটিজে বা আংশিক নগদে ও আংশিক অনরূপ প্রাক্কলিত মূল্যের অনুমোদিত সিকিউরিটিজে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা করিবে এবং জমা রাখিবে।	
৩২১.	১১৯ (২)		**অপরিবর্তিত**	
৩২২.	১১৯ (৩)		**অপরিবর্তিত**	
৩২৩.	১২০		**অপরিবর্তিত**	
৩২৪.	১২১		**অপরিবর্তিত**	
৩২৫.	১২২	১২২। মিউচ্যুয়াল বীমা কোম্পানী ও সমবায় বীমা সমিতির নোটিশ ও দলিলাদি প্রকাশ।কোম্পানী আইন এর বিধানসমূহে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মিউচ্যুয়াল বীমা কোম্পানী বা সমবায় বীমা সমিতিকে সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী উহার সদস্যদের নিকট প্রেরিতব্য উহার স্থিতিপত্র, রাজস্ব হিসাব এবং অন্যান্য দলিলাদি উহার সদস্যদের নিকট প্রেরণ না করিয়া কোম্পানী বা সমিতির প্রধান কার্যালয়স্থ স্থানে প্রচারিত একটি ইংরেজী এবং একটি বাংরায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে একবার প্রকাশ করিতে হইবে।	১২২। মিউচ্যুয়াল বীমা কোম্পানী ও সমবায় বীমা সমিতির নোটিশ ও দলিলাদি প্রকাশ। কোম্পানী আইন এর বিধানসমূহে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মিউচ্যুয়াল বীমা কোম্পানী বা সমবায় বীমা সমিতিকে সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী উহার সদস্যদের নিকট প্রেরিতব্য উহার ~~স্থিতিপত্র, রাজস্ব হিসাব~~ **আর্থিক প্রতিবেদন বা বিবরনী** এবং অন্যান্য দলিলাদি উহার সদস্যদের নিকট প্রেরণ না করিয়া কোম্পানী বা সমিতির প্রধান কার্যালয়স্থ স্থানে প্রচারিত একটি ইংরেজী এবং একটি বাংরায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে একবার প্রকাশ করিতে হইবে।	
৩২৬.	১২৩		**অপরিবর্তিত**	

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
৩২৭.	১২৪(১)	**১২৪। বীমা এজেন্ট নিয়োগ।–** (১) একজন বীমাকারী বা ব্রোকার একজন ব্যক্তি বীমা এজেন্ট নিয়োগ ও তাহার নিবন্ধিকরণ করিবে এবং প্রত্যেক বীমাকারী বা ব্রোকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বীমা এজেন্ট হিসাবে অনুরূপ সকল নিয়োগ ও নিবন্ধনের একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবে।	১২৪। বীমা এজেন্ট নিয়োগ।– (১) একজন বীমাকারী বা ব্রোকার একজন ব্যক্তি**কে অস্থায়ীভাবে** বীমা এজেন্ট নিয়োগ ও কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার নিবন্ধিকরণ করিবে এবং প্রত্যেক বীমাকারী বা ব্রোকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ~~**প্রবিধান দ্বারা**~~ নির্ধারিত পদ্ধতিতে **লাইসেন্সপ্রাপ্ত** বীমা এজেন্ট হিসাবে অনুরূপ সকল নিয়োগ ও নিবন্ধনের একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবে।	প্রবিধানের সাথে মিল রেখে এরুপ সংশোধন।
৩২৮.	১২৪(২)		**অপরিবর্তিত**	
৩২৯.	১২৪(৩)		**অপরিবর্তিত**	
৩৩০.	১২৪(৪)		**অপরিবর্তিত**	
৩৩১.	১২৪ (৫)	(৫) কোন বীমাকারী বা ব্রোকার অন্য কোন বীমাকারী বা ব্রোকারের বীমা এজেন্ট হিসাবে নিবন্ধিত কোন ব্যক্তিকে তাহার অধীনে বীমা এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করিবে না।	(৫) কোন বীমাকারী বা ব্রোকার অন্য কোন বীমাকারী বা ব্রোকারের বীমা এজেন্ট হিসাবে নিবন্ধিত কোন ব্যক্তিকে তাহার অধীনে বীমা এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করিবে না।	আইনের ধারাকে সুস্পষ্ট করনের
৩৩২.	১২৪ক		**১২৪ক। কর্পোরেট এজেন্ট নিয়োগ। (১) বীমাকারী কোন ব্যাংক কোম্পানী, কোন ইন্সুরটেক কোম্পানী,মাইক্রোক্রেডিট প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন আইনের অধীনে নিবন্ধিত কোন প্রতিষ্ঠানকে কর্পোরেট এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে।** **(২) কর্পোরেট এজেন্টদের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত হইতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে গাইডলাইন জারী করিবে তবে শর্ত থাকে যে নতুন গাইডলাইন জারী না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংকাসুরেন্স নির্দেশিকা, ২০২৩ ও রেগুলটরি স্যান্ডবক্স গাইডলাইন, ২০২৪ এই অধ্যাদেশের অধীনে জারীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।** **(৩) কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাকে অবহিতক্রমে কর্পোরেট এজেন্ট (ব্যাংকাসুরেন্স) ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত নথিপত্র সরেজমিনে পরিদর্শন করিতে পারিবে।**	কর্পোরেন্ট এজেন্টগনের কার্যক্রম সচ্ছতা জবাবদিহীতা নিশ্চিত কল্পে এইরুপ সংশোধন।

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
৩৩৩.	১২৫(১)		**অপরিবর্তিত**	
৩৩৪.	১২৫ (২)	(২) কর্তৃপক্ষ প্রবিধান দ্বারা বীমা এজেন্ট নিয়োগকারীর সনদপত্র ইস্যু করার জন্য যোগ্যতা ও অন্যান্য শর্তাবলী এবং সনদপত্রের মেয়াদকাল, নিবন্ধন ফি ও নবায়ন ফি এবং অনুরূপ ফি পরিশোধের পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।	(২) কর্তৃপক্ষ **নির্দেশনা** দ্বারা বীমা এজেন্ট নিয়োগকারীর সনদপত্র ইস্যু করার জন্য যোগ্যতা ও অন্যান্য শর্তাবলী এবং সনদপত্রের মেয়াদকাল, নিবন্ধন ফি ও নবায়ন ফি এবং অনুরূপ ফি পরিশোধের পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।	আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাকে অর্থবহ ও সুস্পষ্টকরন এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগে অহেতুক প্রতিবন্ধকতা রোধে এরুপ সংশোধন।
৩৩৫.	১২৬(১)	১২৬। বীমা ব্রোকার লাইসেন্সধারী হইবে।-	১২৬। বীমা ব্রোকার লাইসেন্সধারী হইবে।– **(১) কর্তৃপক্ষ বীমা ও পুনঃবীমা ব্রোকারদের লাইসেন্স প্রদান করিবে।**	**১২৬(১) এ নতুন উপধারো সংযোজন করায় ১২৬ (১) ধারাটি ১২৬ (২) এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে** আইনের ধারাকে সুস্পষ্ট করনের জন্য উপধারা ১ সংযোজন করা হয়েছে।
৩৩৬.	১২৬(২)	(১) নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা পরিচালনার বীমাকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত বীমা ব্রোকার লাইসেন্স প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য হইবে না।	(২) **কোন** নন-লাইফ ~~**ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা পরিচালনার**~~ বীমাকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত বীমা **ও পুনঃবীমা** ব্রোকার লাইসেন্স প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য হইবে না।	**১২৬ (১) এ নতুন উপধারো সংযোজন করায় ১২৬ (১) ধারাটি ১২৬ (২) এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।**
৩৩৭.	১২৬(৩)	(২) কোম্পানী ব্যতীত অন্য কেহ বীমা ব্রোকার লাইসেন্স প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য হইবে না।	(৩) কোম্পানী ব্যতীত অন্য কেহ বীমা **ও পুনঃবীমা** ব্রোকার লাইসেন্স প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য হইবে না।	**১২৬(১) এ নতুন উপধারো সংযোজন করায় ১২৬ (২) ধারাটি ১২৬ (৩) এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।**
৩৩৮.	১২৬(৪)	(৩) সরকার বিধি দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের সহিত পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ, যোগ্যতা, গঠন, নিবন্ধন ফি ও নবায়ন ফি এবং লাইসেন্স জারীর ফি পরিশেধ পদ্ধতি এবং লাইসেন্স ইস্যু, নবায়নও বিলম্বিত বা বাতিলকরণের আবশ্যকীয় বিষয়াদি নির্ধারণ করিবে।	(৪) সরকার বিধি **বা প্রবিধান বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত কোন গাইডলাইন/নির্দেশনা** দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের সহিত **লাইসেন্সধারীর** পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ, যোগ্যতা, গঠন, নিবন্ধন ফি ও নবায়ন ফি এবং লাইসেন্স জারীর ফি পরিশোধের পদ্ধতি এবং লাইসেন্স ইস্যু, নবায়নও বিলম্বিত বা বাতিলকরণের আবশ্যকীয় বিষয়াদি নির্ধারণ করিবে।	**১২৬(১) এ নতুন উপধারো সংযোজন করায় ১২৬ (৩) ধারাটি ১২৬ (৪) এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।**
৩৩৯.	১২৬(৫)	(৪) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত বৈধ লাইসেন্স না থাকিলে কোন ব্যক্তি কর্তৃক নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসার ব্রোকারের দায়িত্ব পালন, নিজেকে বীমা	(৫) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত বৈধ লাইসেন্স না থাকিলে কোন ~~**ব্যক্তি**~~ **কোম্পানী** কর্তৃক নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসার ব্রোকারের দায়িত্ব পালন, নিজেকে বীমা **ও পুনঃবীমা** ব্রোকার হিসাবে বর্ণনা করা বা করানো বা পরিচয় প্রদান করা বা করানো	**১২৬(১) এ নতুন উপধারো সংযোজন করায় ১২৬ (৪) ধারাটি ১২৬ (৫) এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।**

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
		ব্রোকার হিসাবে বর্ণনা করা বা করানো বা পরিচয় প্রদান করা বা করানো বে-আইনী হইবে।	বে-আইনী হইবে।	
৩৪০.	১২৭(১)	১২৭। বীমা জরীপকারীদের লাইসেন্স প্রদান।(১) এই ধারার অধীন লাইসেন্সধারী বীমা জরীপকারী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বাংলাদেশে নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা সম্পর্কিত কোন ক্ষয়-ক্ষতি জরিপ, নিরূপণ কিংবা সমন্বয় করিতে পারিবে না এবং কোন বীমাকারী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাহার লেনদেনকৃত নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায়ের সংশ্লিষ্ট কোন দাবী এই ধারার অধীনে লাইসেন্সধারী কোন বীমা জরীপকারী কর্তৃক ক্ষয়ক্ষতি জরীপকৃত, নিরূপিত বা সমন্বয়কৃত যাহা হয়, না হইলে পরিশোধ করিতে পারিবে না।	১২৭। বীমা জরিপকারীদের লাইসেন্স প্রদান **এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি** ।-(১) এই ধারার অধীন লাইসেন্সধারী বীমা জরীপকারী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বাংলাদেশে নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা সম্পর্কিত কোন ক্ষয়-ক্ষতি জরিপ, নিরূপণ কিংবা সমন্বয় করিতে পারিবে না এবং কোন বীমাকারী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাহার লেনদেনকৃত নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায়ের সংশ্লিষ্ট কোন দাবী এই ধারার অধীনে লাইসেন্সধারী কোন বীমা জরীপকারী কর্তৃক ক্ষয়ক্ষতি জরীপকৃত, নিরূপিত বা সমন্বয়কৃত যাহা হয়, না হইলে পরিশোধ করিতে পারিবে না। **তবে শর্ত থাকে যে, প্যারামেট্রিক বীমার ক্ষেত্রে উপরের শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে না এবং কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে কোন শ্রেণী বা বীমা পরিকল্প বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের কম বীমা দাবী পরিশোধের ক্ষেত্রে উপরে বর্নিত শর্ত হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।**	
৩৪১.	১২৭(২)	(২) এই ধারার অধীন লাইসেন্স এর জন্য, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং ফি-সহ, কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।	(২) এই ধারার অধীন লাইসেন্স, **শাখা কার্যালয় স্থাপন এবং এ সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়াদির জন্য**, ~~বিধি দ্বারা~~ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং ফি-সহ, কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন **করিতে হইবে।**	জরীকারীদের শাখা কার্যালয় স্হাপনের বিষয়টি তদারকি ও ফি নির্ধারনের জন্য এরুপ সংশোধন।
৩৪২.	১২৭(৩)		**অপরিবর্তিত**	
৩৪৩.	১২৭(৪)		**অপরিবর্তিত**	
৩৪৪.	১২৭(৫)		**অপরিবর্তিত**	
৩৪৫.	১২৭(৬)		**অপরিবর্তিত**	

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
৩৪৬.	১২৭(৭)		**অপরিবর্তিত**	
৩৪৭.	১২৭(৮)		**অপরিবর্তিত**	
৩৪৮.	১২৭(৯)		**অপরিবর্তিত**	
৩৪৯.	১২৭(১০)		**অপরিবর্তিত**	
৩৫০.	১২৭(১১)		**অপরিবর্তিত**	
৩৫১.	১২৭(১২)		**অপরিবর্তিত**	
৩৫২.	১২৮		**অপরিবর্তিত**	
৩৫৩.	১২৯		**অপরিবর্তিত**	
৩৫৪.	১৩০	১৩০। এই আইন পরিপালনে ব্যর্থতা কিংবা লংঘনজনিত কর্মকান্ডের জন্য জরিমানা আরোপ।- যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধানের অধীন- (ক) কর্তৃপক্ষের নিকট বিবরণী, হিসাব, রিটার্ন বা প্রতিবেদন দাখিল করিতে ব্যর্থ হন, (খ) নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন, (গ) সলভেন্সি মার্জিন সংরক্ষণ করিতে ব্যর্থ হন; (ঘ) বীমা চুক্তি পরিপালনের নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন;বা	**১৩০। এই আইন পরিপালনে ব্যর্থতা কিংবা লংঘনজনিত কর্মকান্ডের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জরিমানা আরোপ।-** (১) যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি ও ~~প্রবিধানের~~ প্রবিধান লংঘন করেন বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা পালনে ব্যর্থ হন, ~~অধীন-~~ ~~(ক) কর্তৃপক্ষের নিকট বিবরণী, হিসাব, রিটার্ন বা প্রতিবেদন দাখিল করিতে ব্যর্থ হন;~~ ~~(খ) কর্তৃপক্ষের কোনো বৈধ নির্দেশনা পালনে ব্যর্থ হন;~~ ~~(গ) নির্ধারিত সলভেন্সি মার্জিন বজায় রাখতে ব্যর্থ হন;~~ ~~(ঘ) বীমা চুক্তি সংক্রান্ত নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থ হন; বা~~ **~~(ঙ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুনঃবীমা চুক্তি সংক্রান্ত নির্দেশনা নির্ধারিত সময়ের~~**	অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় জরিমানার বিষয়টি সময়োপযোগী ও আইন প্রতিপালনে সচেষ্ট রাখার জন্য বিদ্যমান আইনে জরিমানার পরিমান খুবই অল্প। ফলে বীমাকারী কর্তৃক একই অপরাধ জরিমানা করা স্বত্তেও বারংবার সম্পাদিত হচ্ছে।

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
		(ঙ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুনঃবীমা চুক্তি পরিপালনের নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে প্রতিটি ব্যর্থতার জন্য তাহাকে অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা করা যাইবে এবং এই লংঘন অব্যাহত থাকিলে প্রতিদিন অতিরিক্ত ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা জরিমানা করা যাইবে।	**~~মধ্যে পরিপালনে ব্যর্থ হন,~~** **তাহা হইলে প্রতিটি ~~ব্যর্থতার~~ লঙ্ঘনের জন্য তাহাকে অন্যূন ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অনধিক ১ কোটি টাকা এবং লংঘন অব্যাহত থাকিলে লংঘনজনিত সময়ের প্রতিদিনের জন্য অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অতিরিক্ত অর্থ জরিমানা করা যাইবে। এই অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ সর্বাধিক ৬ মাস পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।**	
৩৫৫.	১৩০(২)		**(২) এইরূপ জরিমানা আরোপ করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে লিখিত নোটিশ এবং আত্নপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।**	অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় জরিমানার বিষয়টি সময়োপযোগী ও আইন প্রতিপালনে সচেষ্ট রাখার জন্য বিদ্যমান আইনে জরিমানার পরিমান খুবই অল্প। ফলে বীমাকারী কর্তৃক একই অপরাধ জরিমানা করা স্বত্তেও বারংবার সম্পাদিত হচ্ছে।
৩৫৬.	১৩০(৩)		**(৩) জরিমানার অর্থ প্রদান না করিলে কর্তৃপক্ষ এই অর্থ আদায়ের জন্য প্রচলিত আইনের বিধান অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।**	অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় জরিমানার বিষয়টি সময়োপযোগী ও আইন প্রতিপালনে সচেষ্ট রাখার জন্য বিদ্যমান আইনে জরিমানার পরিমান খুবই অল্প। ফলে বীমাকারী কর্তৃক একই অপরাধ জরিমানা করা স্বত্তেও বারংবার সম্পাদিত হচ্ছে।
৩৫৭.	১৩০(৪)		**(৪) কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনা করিলে ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে তৎকর্তৃক প্রদত্ত জরিমানার অর্থ কিস্তিতে প্রদান করিতে পারিবে এবং যেরূপ উপযুক্ত মনে করে সেরূপ কিস্তির সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।**	অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় জরিমানার বিষয়টি সময়োপযোগী ও আইন প্রতিপালনে সচেষ্ট রাখার জন্য বিদ্যমান আইনে জরিমানার পরিমান খুবই অল্প। ফলে বীমাকারী কর্তৃক একই অপরাধ জরিমানা করা স্বত্তেও বারংবার সম্পাদিত হচ্ছে।
৩৫৮.	১৩০(৫)		**(৫) উপরে বর্ণিত যেকোন বিধানাবলী লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপ করার পরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জরিমানা প্রদান না করা সাপেক্ষে পুনরায় একই অপরাধ তাহার দ্বারা সংঘটিত হইলে জরিমানার পরিমান দ্বিগুন হইবে। একই কাজের পুনরাবৃত্তি হইলে ধারা ১০(১) এর বিধান গ্রহণ করিতে পারিবে।**	অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় জরিমানার বিষয়টি সময়োপযোগী ও আইন প্রতিপালনে সচেষ্ট রাখার জন্য বিদ্যমান আইনে জরিমানার পরিমান খুবই অল্প। ফলে বীমাকারী কর্তৃক একই অপরাধ জরিমানা করা স্বত্তেও বারংবার সম্পাদিত হচ্ছে।

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
৩৫৯.	১৩১		**অপরিবর্তিত**	
৩৬০.	১৩২	১৩২। কতিপয় ধারা লংঘনপূর্বক বীমা ব্যবসা পরিচালনার দন্ড।- কোন ব্যক্তি ধারা ৮,২৩,৪১,৪৬ বা ১১৯ এর বিধান লংঘন করিলে এইরূপ প্রতিটি লংঘনের জন্য তাহার অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড হইবে।	১৩২। কতিপয় ধারা লংঘনপূর্বক বীমা ব্যবসা পরিচালনার দন্ড।- কোন ব্যক্তি বা **প্রতিষ্ঠান এই আইনের** ধারা ৮,২৩, ৪১, ৪৬ বা ১১৯ এর **বিধানাবলী** লংঘন করিলে **সেই ব্যক্তিকে প্রতিটি লংঘনের জন্য অন্যূন** ৫ (পাঁচ) লক্ষ **টাকা জরিমানা করা যাইবে বা অনধিক ২(দুই) বৎসরের কারাদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।**	অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় জরিমানার পরিমানটি অপ্রতুল হওয়ায় এরুপ সংশোধন।
৩৬১.	১৩৩	১৩৩। বীমা চুক্তি সম্পাদনে প্রলুব্ধ করার জন্য বিভ্রান্তিকর বিবরণী, আশ্বাস বা পূর্বাভাস।- কোন ব্যক্তি বিভ্রান্তিকর, মিথ্যা বা প্রতারাণামূলক বলিয়া জানেন, এইরূপ বিবরণী, আশ্বাস, পূর্বাভাস দ্বারা, বা প্রতারাণামূলক বলিয়া জানেন, বা প্রতারাণামূলক পূর্বাভাস দ্বারা কোন ব্যক্তিকে কোন বীমাকারীর সহিত বীমা চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করিলে তিনি এই অপরাধে অভিযুক্ত হইবেন এবং অভিযোগ প্রমানিত হইলে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনদিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।	১৩৩। বীমা চুক্তি সম্পাদনে প্রলুব্ধ করার জন্য বিভ্রান্তিকর বিবরণী, আশ্বাস বা পূর্বাভাস।- কোন ব্যক্তি বিভ্রান্তিকর, মিথ্যা বা প্রতারাণামূলক বলিয়া **জানিয়া**, ~~**এইরূপ বিবরণী, আশ্বাস, পূর্বাভাস দ্বারা, বা প্রতারাণামূলক বলিয়া জানিয়া, এবং উহার দ্বারা**~~ কোন ব্যক্তিকে কোন বীমাকারীর সহিত বীমা চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাবে প্রলুব্ধ **করে বা চেষ্টা করে বা সহায়তা করে বা প্ররোচনা দেয় তাহা হইলে উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অন্যূন** ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।	আইনের প্রতিপালনে বাধ্যকতা এবং বীমা শিল্পে স্বচ্ছতা জবাবদিহীতা ফিরিয়ে আনতে গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষায় এরূপি সংশোধন।
৩৬২.	**১৩৪**	১৩৪। আইনের বিধান পালনে ব্যর্থতা কিংবা লংঘনজনিত কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জরিমানা।- এই আইনের অন্যরূপ কোন বিধান না থাকিলে কোন বীমাকারীর কোন পরিচালক, শেয়ার হোল্ডার, মুখ্য নির্বাহী কমকর্তা, ব্যবস্থাপক বা অন্য কর্মকর্তা বা ব্রোকার বা অংশীদার, জরিপকারী বা উহার কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট বা বীমা এজেন্ট নিয়োগকারী এই আইনের কোন বিধান পালনে ব্যর্থ হইলে বা উক্ত	১৩৪। আইনের বিধান পালনে ব্যর্থতা কিংবা লংঘনজনিত কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জরিমানা।- ~~এই আইনের অন্যরূপ কোন বিধান না থাকিলে~~ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ~~কোন~~ বীমাকারীর কোন পরিচালক, উল্লেখযোগ্য শেয়ার হোল্ডার, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা বা **ব্যবস্থাপনা পরিচালক**, **অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চীফ ফাইনান্সিয়াল অফিসার, কোম্পানী সেক্রেটারী ও কোম্পানীর উপদেষ্টা/কনসালটেন্ট** বা অন্য কর্মকর্তা বা ব্রোকার বা অংশীদার, জরিপকারী বা উহার কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট বা বীমা এজেন্ট নিয়োগকারী এই আইনের কোন বিধান পালনে ব্যর্থ হইলে **/ লংঘন করিলে**	অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় জরিমানার বিষয়টি সময়োপযোগী ও আইন প্রতিপালনে সচেষ্ট রাখার জন্য বিদ্যমান আইনে জরিমানার পরিমান খুবই অল্প ফলে বীমাকারী কর্তৃক একই অপরাধ জরিমানা করা স্বত্তেও বারংবার সম্পাদিত হচ্ছে।

রক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
		বিধান লংঘন করিলে এবং কেহ জ্ঞাতসারে এই লংঘনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলে, তাহাকে সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা এবঙ সর্বনিম্ন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা এবং লংঘন অব্যাহত থাকিলে লংঘনজনিত সময়ের প্রতিদিনের জন্য অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অতিরিক্ত অর্থ জরিমানা করা যাইবে।	**বা লংঘনে সহায়তা করিলে, লংঘনের গুরত্ব বিবেচনায় সেই ব্যক্তিকে প্রতিটি লঙ্ঘনের জন্য মুল বেতনের অন্যূন ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) বা মুল বেতন নির্ধরিত না থাকিলে থোক বেতন/ ভাতা এর ২৫% (পঁচিশ) শতাংশ জরিমানা করা হইবে।** **তবে শর্ত থাকে যে, পরিচালক ও** উল্লেখযোগ্য শেয়ার হোল্ডারদের **ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জরিমানা নির্ধারিত হইবে, যা অন্যূন ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব ১ (এক) কোটি টাকা।** **আরও শর্ত থাকে যে, যে সব লঙ্ঘনে আর্থিক সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান, সে সব ক্ষেত্রে প্রতিটি লঙ্ঘনের জন্য গৃহীত সম্পূর্ণ অর্থ বীমাকারীর একাউন্টে প্রদান করিবে।** **আরও শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বীমাগ্রাহকদের স্বার্থ বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব/ হিসাবসমূহের লেনদেন স্থগিত করিবার বা এরুপ কারণে স্থগিতাদেশ চালু করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করিবে।**	
৩৬৩.	**১৩৪(ক)**	নতুন সংযোজন	**১৩৪(ক)(১) যেখানে কর্তৃপক্ষের নিকট বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে-** **(ক) ধারা ৪৯ উপ-ধারা (২) এর অধীনে পরিদর্শন কার্য সম্পাদনের জন্য বীমাকারী উহার বই, হিসাব ও দলিলাদি পরিদর্শন কারীকে প্রদর্শন করেনি বা তাঁর হেফাজতে বা ক্ষমতায় থাকা কোনও বই, হিসাব বা অন্যান্য দলিলপত্র উপস্থাপন বা উপস্থাপন করার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এমন কোনও ব্যক্তি, এই ধরনের বই, হিসাব বা অন্যান্য দলিলপত্র উপস্থাপন বাদ দিয়েছেন বা উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, অথবা প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেননি।** **(খ) যে ব্যক্তির কাছে উপরোক্তভাবে উল্লেখিত কোনও বই, হিসাব বা অন্যান্য দলিলপত্র উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে বা জারি করা হতে পারে, তিনি এমন কোনও বই, হিসাব বা অন্যান্য দলিলপত্র উপস্থাপন করবেন না বা উপস্থাপন করবেন না যা তদন্তের জন্য কার্যকর হবে বা প্রাসঙ্গিক হবে** **(গ) এই আইনের কোনও বিধান লঙ্ঘন কোনও বীমাকারী কর্তৃক সংঘটিত হয়েছে বা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অথবা**	

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
			(ঘ) কোন বীমাকারী কর্তৃক নিষ্পত্তিযোগ্য দাবি, যুক্তিসঙ্গত পরিমাণের চেয়ে বেশি পরিমাণে নিষ্পত্তি করা হয়েছে বা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অথবা (ঙ) কোন বীমাকারী কর্তৃক নিষ্পত্তিযোগ্য দাবি, যুক্তিসঙ্গত পরিমাণের চেয়ে কম পরিমাণে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে বা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কোন অবৈধ ছাড় বা কমিশন বীমাকারী কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে বা প্রদান করার সম্ভাবনা রয়েছে, অথবা (চ) ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড এবং সিস্টেমে সংরক্ষিত তথ্য, ছবি বা কোনো উপাত্ত উদ্ধারকরণ অথবা পাসওয়ার্ড নিরাপত্তা ভাঙ্গিয়া প্রবেশকরণ বা আয় সংক্রান্ত তথ্য কপি বা বিশ্লেষণকরণ। (ছ) কোন বীমাকারীর কোন বই, হিসাব, রসিদ, ভাউচার, জরিপ প্রতিবেদন বা অন্যান্য নথিপত্রে হস্তক্ষেপ, জাল বা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে তিনি তার অধস্তন যে কোন কর্মকর্তাকে, যিনি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কর্মকর্তার চেয়ে নিম্ন পদমর্যাদার নন, তাকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন: (অ) এমন কোন ভবন বা স্থানে প্রবেশ এবং তল্লাশি চালানো যেখানে তার সন্দেহ করার কারণ আছে যে এই ধরনের বই, হিসাব বা অন্যান্য নথিপত্র, অথবা কোন দাবি, রেয়াত বা কমিশন সম্পর্কিত কোনও বই বা কাগজপত্র বা কোনও রসিদ, ভাউচার, প্রতিবেদন বা অন্যান্য নথিপত্র রাখা হয়েছে; (আ) দফা (অ) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য যে কোনও দরজা, বাক্স, লকার, সিন্দুক, আলমারি বা অন্যান্য পাত্রের তালা ভেঙে ফেলতে হবে যেখানে এর চাবি পাওয়া যাবে না; (ই) তল্লাশির ফলে পাওয়া সমস্ত বা যেকোনো বই, হিসাব বা অন্যান্য নথি জব্দ করতে হবে; (ঈ) এই ধরনের বই, হিসাব বা অন্যান্য নথিতে সনাক্তকরণের চিহ্ন স্থাপন করতে হবে অথবা সেখান থেকে উদ্ধৃতাংশ বা অনুলিপি তৈরি করতে হবে ।	

ক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
			(২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সকল বা যেকোনো উদ্দেশ্যে সহায়তা করার জন্য যেকোনো পুলিশ কর্মকর্তার সেবা অধিগ্রহণ করতে পারবেন এবং এইরূপ কর্মকর্তার কর্তব্য হবে এইরূপ অধিগ্রহণ মেনে চলা। (৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যেখানে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন বহি, হিসাব বা অন্যান্য দলিল জব্দ করা সম্ভব নয়, সেখানে যার তাৎক্ষণিক দখল বা নিয়ন্ত্রণে আছে তাকে আদেশ দিতে পারেন যে তিনি উক্ত কর্মকর্তার পূর্ব অনুমতি ব্যতীত তা অপসারণ, অংশ গ্রহণ বা অন্য কোনওভাবে পরিচালনা করবেন না এবং উক্ত কর্মকর্তা এই উপ-ধারার সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন। (৪) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তল্লাশি বা জব্দের সময়, যে কোনও ব্যক্তিকে কোন বহি, হিসাব বা অন্যান্য দলিলের দখল বা নিয়ন্ত্রণ পাওয়া গেলে শপথের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদ করত ৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন জব্দকৃত বই, হিসাব, কাগজপত্র, রসিদ, ভাউচার, রিপোর্ট, বা অন্যান্য দলিলপত্র জব্দের তারিখ থেকে একশত আশি দিনের বেশি সময় ধরে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সংরক্ষণ করা যাবে না, যদি না তিনি লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখার কারণ এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়: তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীনে যে সকল কার্যক্রমের জন্য বই, হিসাব, কাগজপত্র, রসিদ, ভাউচার, প্রতিবেদন, বা অন্যান্য দলিলপত্র প্রাসঙ্গিক, তা সম্পন্ন হওয়ার পর ত্রিশ দিনের বেশি সময় ধরে বই, হিসাব, কাগজপত্র, রসিদ, ভাউচার, প্রতিবেদন, বা অন্যান্য দলিলপত্র সংরক্ষণের অনুমতি দেবেন না। (৬) উপ-ধারা (১) এর অধীনে যার হেফাজত থেকে কোন বই, হিসাব, কাগজপত্র, রসিদ, ভাউচার, প্রতিবেদন, বা অন্যান্য দলিলপত্র জব্দ করা হয়েছে, তিনি	

রক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
			ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির উপস্থিতিতে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে এবং নিষ্ক্রিয় স্থানে, এর অনুলিপি তৈরি করতে বা উদ্ধৃতাংশ নিতে পারবেন। **(৯) তল্লাশি এবং জব্দ সম্পর্কিত ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ সালের বিধানাবলী, যতদুর সম্ভব, উপ-ধারা (১) এর অধীনে করা প্রতিটি তল্লাশি এবং জব্দকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।**	
৩৬৪.	**১৩৫**		**অপরিবর্তিত**	
৩৬৫.	**১৩৬**		**অপরিবর্তিত**	
৩৬৬.	**১৩৭**		**অপরিবর্তিত**	
৩৬৭.	**১৩৮**		**অপরিবর্তিত**	
৩৬৮.	**১৩৯**		**অপরিবর্তিত**	
৩৬৯.	**১৪০**	১৪০। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ও বিচার।- (২) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমুহ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।	১৪০। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ও বিচার।- (২) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমুহ ~~প্রথম শ্রেণীর~~ **জুডিশিয়াল** ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।	প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট প্রভিশনটি ফৌজদারী কার্যবিধি আইন সংশোধনের কারনে এরুপ সংশোধন করা হয়েছে।
৩৭০.	**১৪১**		**অপরিবর্তিত**	
৩৭১.	**১৪২**		**অপরিবর্তিত**	
৩৭২.	**১৪২ক**	নতুন সংশোধন কর্তৃপক্ষ অইন অনুযায়ী	**১৪২ক। রিভিউ। (১) এই আইনের অধীন চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য বা কর্মকর্তার আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংক্ষুব্ধ হইলে, সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে ও নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে, উক্ত আদেশ রিভিউ এর জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং এই রিভিউ আবেদনের উপর কর্তৃপক্ষের আদেশই চূড়ান্ত হইবে।** **(২) নির্ধারিত সময়ের পর দায়েরকৃত কোন রিভিউ গ্রহণযোগ্য হইবে না। তবে**	অন্যান্য সকল আইনে রিভিউ এর ব্যবস্থা উল্লেখ থাকে কিন্তু বিদ্যমান বীমা আইনে রিভিউ এর ব্যবস্থার কোন উল্লেখ নেই।রিভিউ এর ধারা আইনের অওতায় আনার জন্য এরুপ সংশোধন।

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
			রিভিউকারী যদি এই মর্মে কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিভিউ আবেদন দাখিল না করার যুক্তিসংগত কারণ ছিল; সেই ক্ষেত্রে উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও দাখিলকৃত রিভিউ আবেদন কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিতে পারিবে। **(৩) প্রতিটি রিভিউ আবেদন চেয়ারম্যানের নিকট দাখিল করিতে হইবে।** **(৪) কর্তৃপক্ষ, যেমন যুক্তযুক্ত মনে করিবে, রিভিউ আবেদনের উপর তদরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।**	
৩৭৩.	**১৪৩**		**অপরিবর্তিত**	
৩৭৪.	**১৪৪**		**অপরিবর্তিত**	
৩৭৫.	১৪৫(১)	**নোটিশ জারী।–** (১) কোন বীমাকারী বা মিউচ্যুয়াল বীমাকারী বা সমবায় বীমা সমিতি কোন প্রসেস বা সমন জারী করিতে হইলে উক্ত প্রসেস বা সমন কর্তৃপক্ষের নিকট রক্ষিত বীমাকারী বা মিউচ্যুয়াল বীমাকারী বা সমবায় সমিতির পক্ষে গ্রহণ করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নামে এবং কর্তৃপক্ষের সহিত রেজিস্ট্রিকৃত তাহার ঠিকানায় পৌছাইলে বা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করা হইলে উক্ত প্রসেস বা সমন যথাযথভাবে জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।	**নোটিশ জারী।–** কোন বীমাকারী বা মিউচ্যুয়াল বীমাকারী বা সমবায় বীমা সমিতি কোন প্রসেস বা সমন জারী করিতে হইলে উক্ত প্রসেস বা সমন কর্তৃপক্ষের নিকট রক্ষিত বীমাকারী বা মিউচ্যুয়াল বীমাকারী বা সমবায় সমিতির পক্ষে গ্রহণ করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নামে এবং কর্তৃপক্ষের সহিত রেজিস্ট্রিকৃত তাহার ঠিকানায় পৌছাইলে বা রেজিস্ট্রি **ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিস বা ইলেকট্রনিক মেইলে** প্রেরণ করা হইলে উক্ত প্রসেস বা সমন যথাযথভাবে জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।	নোটিশ জারীর পদ্ধতির অধিকতর ফলপ্রসু ও সময়োপযোগী করতে এই পরিবর্তন।
৩৭৬.	১৪৫(২)		**অপরিবর্তিত**	
৩৭৭.	১৪৬	**১৪৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ইসলামী বীমাসহ অন্যান্য বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।**	১৪৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ~~ইসলামী বীমাসহ অন্যান্য~~ **প্রয়োজনীয়** বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।	
৩৭৮.	১৪৭		**অপরিবর্তিত**	
৩৭৯.	১৪৮		**অপরিবর্তিত**	

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
৩৮০.	১৪৮ক	**নতুন সংযোজন**	**১৪৮ক। গাইডলাইন/নির্দেশনা জারী।– কর্তৃপক্ষ এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে, এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধির ও প্রবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ রাখিয়া সময়ে সময়ে** ইসলামী বীমাসহ **বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে গাইডলাইন/সার্কুলার ~~জারীর মাধ্যমে বীমাকারীসহ বীমা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দেশনা প্রদান~~ করিতে পারিবে।**	বিধি ও প্রবিধান জারী করা সময়সাপেক্ষ বিষয় অন্যথায় গাইডলাইন,সার্কুলার কর্তৃপক্ষ প্রয়ে সময়ে সময়ে জারী করতে পারে এবং এতে সময়ক্ষেপন হয়না বিধায় এরুপ সংযোজন কর হয়েছে।
৩৮১.	১৪৮খ	**নতুন সংযোজন**	**১৪৮খ। কতিপয় ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা।– জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে,** এই আইনের সকল বা কোন বিশেষ বিধান, কোন নির্দিষ্ট বীমাকারী বা সকল বীমাকারীর ক্ষেত্রে, সাধারণভাবে বা প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত কোন মেয়াদকালে প্রযোজ্য হইবে না মর্মে সময়ে সময়ে **কর্তৃপক্ষ** অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।	
৩৮২.	১৪৯	১৪৯। রিটার্নের প্রকাশকরণ । কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর এই আইনের অধীন হিসাব, স্থিতিপত্র, বিবরণী,সংক্ষিপ্তসার এবং অন্য কোন রিটার্নের সারাংশ তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে এবং এই সারাংশ কর্তৃপক্ষের যে কোন টীকা সংযুক্ত করিতে পারিবে।	১৪৯। রিটার্নের প্রকাশকরণ । কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর এই আইনের অধীন ~~হিসাব, স্থিতিপত্র, বিবরণী সংক্ষিপ্তসার~~ **আর্থিক প্রতিবেদন বা বিবরনী** এবং অন্য কোন রিটার্নের সারাংশ তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে এবং এই সারাংশ কর্তৃপক্ষের যে কোন টীকা সংযুক্ত করিতে পারিবে।	
৩৮৩.	১৫০		**অপরিবর্তিত**	
৩৮৪.	১৫১		**অপরিবর্তিত**	
৩৮৫.	১৫২		**অপরিবর্তিত**	
৩৮৬.	১৫৩		**অপরিবর্তিত**	
৩৮৭.	১৫৪		**অপরিবর্তিত**	
৩৮৮.	১৫৫	**নীট প্রিমিয়াম আয়ের উপর কর ধার্যকরণ।-** সরকার, সময়ে সময়ে, সরকারী গেজেটে আদেশ দ্বারা, প্রত্যেক বীমাকারীর বার্ষিক নীট প্রিমিয়াম আয়ের কর ধার্য ও সংগ্রহ করিতে পারিবে এবং এই কর হার বার্ষিক নীট প্রিমিয়ামের শতকরা অর্ধ ভাগের অধিক	**নীট প্রিমিয়াম আয়ের উপর কর ধার্যকরণ।-**সরকার, সময়ে সময়ে, সরকারী গেজেটে আদেশ দ্বারা, প্রত্যেক বীমাকারীর বার্ষিক নীট প্রিমিয়াম আয়ের **উপর** কর ধার্য ও সংগ্রহ করিতে পারিবে ~~এবং এই কর হার বার্ষিক নীট প্রিমিয়ামের শতকরা অর্ধ ভাগের অধিক হইবে না~~।	সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী সময়ে সময়ে কর ধার্য্য ও সংগ্রহ করা হবে।

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
		হইবে না।		
৩৮৯.	১৫৬(১)	১৫৬। বীমা পলিসি গ্রাহকদের নিরাপত্তা তহবিল, ইত্যাদি। (১) কর্তৃপক্ষ "লাইফ ইন্স্যুরেন্স গ্রাহক নিরাপত্তা তহবিল" নামে একটি তহবিল গঠন করিবে। সরকারের সহিত আলোচনাক্রমে, লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায়রত বীমাকারীদের নিকট হইতে ধার্যকৃত লেভি হইতে আদায়কৃত অর্থ এই তহবিলে জমা হইবে।	১৫৬। বীমা পলিসি গ্রাহকদের নিরাপত্তা তহবিল, ইত্যাদি। (১) ~~কর্তৃপক্ষ "লাইফ ইন্স্যুরেন্স গ্রাহক নিরাপত্তা তহবিল" নামে একটি তহবিল গঠন করিবে। সরকারের সহিত আলোচনাক্রমে, লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায়রত বীমাকারীদের নিকট হইতে ধার্যকৃত লেভি হইতে আদায়কৃত অর্থ এই তহবিলে জমা হইবে।~~ **কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে বীমাকারী "লাইফ ইন্স্যুরেন্স গ্রাহক নিরাপত্তা তহবিল" নামে একটি তহবিল গঠন করিবে।**	গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষায় বীমা আইনের সংশ্লিস্ট ধারাকে অধিকতর শক্তিশালী করা এবং বীমাকারী আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এইরুপ পরিবর্তন।
৩৯০.	১৫৬(২)	(২) তহবিলে জমাকৃত অর্থ লাইফ ইন্স্যুরেন্স গ্রাহকদের সাধারণ নিরাপত্তার জন্য এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে।	(২) তহবিলে **দায়মুক্তভাবে** জমাকৃত অর্থ লাইফ ইন্স্যুরেন্স গ্রাহকদের সাধারণ নিরাপত্তার জন্য ~~এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে।~~ **এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবহৃত হইবে।** **তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষের পুর্বানুমোদন ব্যতীত তহবিলের অর্থ উত্তোলন করা যাইবে না এবং কোনরূপ লিয়েন লিপিবদ্ধ করা যাইবে না।**	গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষায় বীমা আইনের সংশ্লিস্ট ধারাকে অধিকতর শক্তিশালী করা এবং বীমাকারী আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এইরুপ পরিবর্তন।
৩৯১.	১৫৬(৩)	(৩) তহবিলে রক্ষিত এইরূপ অর্থ যাহা উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্যে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহৃত হইবে না তাহা কর্তৃপক্ষ এইরূপ দক্ষভাবে বিনিয়োগ করিবে যাহাতে সর্বোচ্চ আয় অর্জিত হয় এবং বিনিয়োগ নিরাপদ থাকে।	(৩) তহবিলে রক্ষিত ~~**এইরূপ**~~ অর্থ **কর্তৃপক্ষের** ~~যাহা উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্যে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহৃত হইবে না তাহা কর্তৃপক্ষ এইরূপ দক্ষভাবে বিনিয়োগ করিবে যাহাতে সর্বোচ্চ আয় অর্জিত হয় এবং বিনিয়োগ নিরাপদ থাকে।~~ **নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথভাবে বিনিয়োগ করিবে এবং বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা এই তহবিলে জমা হইবে।**	গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষায় বীমা আইনের সংশ্লিস্ট ধারাকে অধিকতর শক্তিশালী করা এবং বীমাকারী আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এইরুপ পরিবর্তন।
৩৯২.	১৫৭		অপরিবর্তিত	
৩৯৩.	১৫৭(ক)	নতুন সংযোজন	**১৫৭ (ক) বীমাকারী কর্তৃক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার।–(১) বীমাখাতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা নিশ্চিতকল্পে এবং বীমাগ্রহীতা ও সাধারণ বিনিয়োগকারীর স্বার্থ সংরক্ষণে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ন্যাশনাল কোর ইন্স্যুরেন্স সলিউশন (NCIS) প্রতিষ্ঠা করিবে।** **(২) এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত যেকোন বীমাকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও পদ্ধতিতে NCIS ও অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থার সাথে যুক্ত**	বীমাকারীর তথ্য ভান্ডারকে সময়োপযোগী ও গ্রাহক বান্ধব করার লক্ষে এইরুপ সংশোধন।

রক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
			হইবে। **(৩) কর্তৃপক্ষের ন্যাশনাল কোর ইন্স্যুরেন্স সলিউশন (NCIS) এর আওতাভুক্ত কোন তথ্যাবলী NCIS এর সাথে যুক্ত নয় এমন কোন তথ্য-ভান্ডার কোন বীমাকারী সংরক্ষণ বা পরিচালনা করা যাইবে না।**	
৩৯৪.	১৫৮		**অপরিবর্তিত**	
৩৯৫.	১৫৯		**অপরিবর্তিত**	
৩৯৬.	১৬০		**অপরিবর্তিত**	
৩৯৭.	তফসিল-১	১। ধারা ২১ এর অধীন ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধনঃ (ক) লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবহার জন্য- (অ)বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোম্পানীর ক্ষেত্রেঃ- ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকা, যাহার ৬০ (ষাট) শতাংশ উদ্যোগত্তাগণ কর্তৃক প্রদত্ত হইবে ও অবশিষ্ট ৪০ (চল্লিশ) শতাংশ জনসাধারণ কর্তৃক প্রদানার্থে উন্মুক্ত থাকিবে;	১। ধারা ২১ এর অধীন ন্যূনতম ~~পরিশোধিত~~ মূলধনঃ (ক) লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসার জন্য- (অ) বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোম্পানীর ক্ষেত্রেঃ- i. **এই আইনের ধারা ৮ অনুযায়ী প্রথম নিবন্ধনের ক্ষেত্রে** ন্যূনতম ~~৩০ (ত্রিশ)~~ **৮০ (আশি)** কোটি টাকা, যাহার ৬০ (ষাট) শতাংশ ~~উদ্যোগত্তাগণ~~ **বীমাকারীর নিবন্ধনকালীন শেয়ারহোল্ডারগণ** কর্তৃক প্রদত্ত**/পরিশোধিত** হইবে ও অবশিষ্ট ৪০ (চল্লিশ) শতাংশ জনসাধারণ কর্তৃক প্রদানার্থে উন্মুক্ত থাকিবে **যা বীমাকারীর নিবন্ধন গ্রহণের পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সংগ্রহ করিতে হইবে। তবে, কর্তৃপক্ষ বীমাকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে।** **তবে আরও শর্ত থাকে যে, বীমাকারীর নিবন্ধকালীন শেয়ারহোল্ডারগনের শেয়ার,শেয়ারধারীর মৃত্যুজনিত কারণে উত্তরাধিকারীদের নিকট বন্টণ বা হস্তান্তরের ক্ষেত্র ব্যতিরেকে, বীমাকারীর নিবন্ধন পাইবার তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বছর সময়কাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে ধারণ করিতে হইবে এবং এই সময় অতিক্রান্ত হইবার পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ধারণকৃত শেয়ারসমূহ আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে বিক্রয় বা হস্তান্তর করা যাইবে।** ii. **যে সকল কোম্পানী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের পূর্বে নিবন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে নূন্যতম পরিশোধিত মূলধন হইবে ৮০(আশি) কোটি টাকা। তবে, যেইক্ষেত্রে এইরুপ কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন**	প্রস্তাবিত আইনের ধারা ২১ এর সাথে মিল রেখে তফসিলে এরুপ পরিবর্তর আনা হয়েছে।

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
		(আ) বাংলাদেশের বাহিরে নিবন্ধিত কোম্পানীর ক্ষেত্রেঃ- ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকা, যাহা বাংলাদেশের বাহির হইতে তহবিল স্থানান্তরের মাধমে বাংলাদেশে জমা প্রদান করিতে হইবে; (খ) নন-লইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসার জন্য- (অ) বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোম্পানীর ক্ষেত্রেঃ- ন্যূনতম ৪০ (চল্লিশ) কোটি টাকা, যাহার ৬০ (ষাট) শতাংশ উদ্যোগত্তাগণ কর্তৃক প্রদত্ত হইবে ও অবশিষ্ট ৪০ (চল্লিশ) শতাংশ জনসাধরণ কর্তৃক	**৮০ (আশি) কোটি টাকার কম সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধরিত সময়ের মধ্যে নূন্যতম পরিশোধিত মূলধন অর্জন করিতে হইবে। তবে, বীমাকারীর নিবন্ধন পাইবার তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বছর সময়কাল অতিক্রান্ত হইলে যেকোন শেয়ার** **আংশিক বা সম্পুর্ণরূপে হস্তান্তর করা যাইবে।** (আ) বাংলাদেশের বাহিরে নিবন্ধিত কোম্পানীর ক্ষেত্রেঃ- i. **এই আইনের ধারা ৮ অনুযায়ী প্রথম নিবন্ধনের ক্ষেত্রে** ন্যূনতম ~~৩০ (ত্রিশ)~~ **১০০ (একশত)** কোটি টাকা, যাহা বাংলাদেশের বাহির হইতে তহবিল স্থানান্তরের মাধমে বাংলাদেশে জমা প্রদান করিতে হইবে; ii. **যে সকল কোম্পানী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের পূর্বে নিবন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে নূন্যতম পরিশোধিত মূলধন হইবে ১০০ (একশত) কোটি টাকা। তবে, যেইক্ষেত্রে এইরুপ কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ১০০ (একশত) কোটি টাকার কম সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধরিত সময়ের মধ্যে নূন্যতম পরিশোধিত মূলধন অর্জন করিতে হইবে।** (খ) নন-লইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসার জন্য- (অ) বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোম্পানীর ক্ষেত্রেঃ- i. **এই আইনের ধারা ৮ অনুযায়ী প্রথম নিবন্ধনের ক্ষেত্রে** ন্যূনতম ~~৪০ (চল্লিশ)~~ **১০০ (একশত)** কোটি টাকা, যাহার ৬০ (ষাট) শতাংশ ~~উদ্যোগত্তাগণ~~ **বীমাকারীর নিবন্ধনকালীন শেয়ারহোল্ডারগণ** কর্তৃক প্রদত্ত**/পরিশোধিত** হইবে ও অবশিষ্ট ৪০ (চল্লিশ) শতাংশ জনসাধারণ কর্তৃক প্রদানার্থে উন্মুক্ত থাকিবে **যা বীমাকারীর নিবন্ধন গ্রহণের পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সংগ্রহ করিতে হইবে। তবে, কর্তৃপক্ষ বীমাকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে।** **তবে আরও শর্ত থাকে যে, বীমাকারীর নিবন্ধকালীন শেয়ারহোল্ডারগনের শেয়ার,শেয়ারধারীর মৃত্যুজনিত কারণে উত্তরাধিকারীদের নিকট বন্টণ বা হস্তান্তরের ক্ষেত্র ব্যতিরেকে, বীমাকাররি নিবন্ধন পাইবার তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বছর সময়কাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে ধারণ করিতে হইবে এবং এই সময় অতিক্রান্ত**	

ক্রম	**ধারার নম্বর**	**বিদ্যমান ধারা**	**সংশোধনী প্রস্তাব**	**সংশোধনের যোগ্যতা**
		প্রদানার্থে উন্মুক্ত থাকিবে; (আ) বাংলাদেশের বাহিরে নিবন্ধিত কোম্পানীর ক্ষেত্রেঃ- নূন্যতম ৪০ (চল্লিশ) কোটি টাকা, যাহা বাংলাদেশের বাহির হইতে তহবিল স্থানান্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশে জমা প্রদান করিতে হইবে	**হইবার পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ধারণকৃত শেয়ারসমূহ আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে বিক্রয় বা হস্তান্তর করা যাইবে।** ii. **যে সকল কোম্পানী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের পুর্বে নিবন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে নূন্যতম পরিশোধিত মূলধন হইবে ১০০ (একশত) কোটি টাকা। তবে, যেইক্ষেত্রে এইরুপ কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন একশত (একশত) কোটি টাকার কম সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধরিত সময়ের মধ্যে নূন্যতম পরিশোধিত মূলধন অর্জন করিতে হইবে। তবে, বীমাকারীর নিবন্ধন পাইবার তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বছর সময়কাল অতিক্রান্ত হইলে যেকোন শেয়ার আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তর করা যাইবে।** (আ) বাংলাদেশের বাহিরে নিবন্ধিত কোম্পানীর ক্ষেত্রেঃ- i. ন্যূনতম ~~৪০ (চল্লিশ)~~ **১২০ (একশত বিশ)** কোটি টাকা, যাহা বাংলাদেশের বাহির হইতে তহবিল স্থানান্তরের মাধমে বাংলাদেশে জমা প্রদান করিতে হইবে; ii. **যে সকল কোম্পানী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের পূর্বে নিবন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে নূন্যতম পরিশোধিত মূলধন হইবে ১২০ (একশত বিশ) কোটি টাকা। তবে, যেইক্ষেত্রে এইরুপ কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ১২০ (একশত বিশ) কোটি টাকার কম সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধরিত সময়ের মধ্যে নূন্যতম পরিশোধিত মূলধন অর্জন করিতে হইবে।**	
৩৯৮.	তফসিল-১	২।ধারা ২৩ এর অধীন আবশ্যকীয় জামানতঃ (ক) লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসার জন্যঃ- ১ (এক) কোটি ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা। এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে নিবন্ধিত কোম্পানীর ক্ষেত্রে উক্ত আবশ্যকীয় অর্থ এই আইন প্রবর্তনের ৩(তিন) বৎসরের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে; (খ) নন-লইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসার জন্যঃ- ২ (দুই)	২।ধারা ২৩ এর অধীন আবশ্যকীয় জামানতঃ (ক) লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসার জন্যঃ- ৩ (তিন) কোটি টাকা। ~~এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে নিবন্ধিত কোম্পানীর ক্ষেত্রে উক্ত আবশ্যকীয় অর্থ এই আইন প্রবর্তনের ৩(তিন) বৎসরের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে;~~ (খ) নন-লইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসার জন্যঃ- ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা।	প্রস্তাবিত আইনের সাথে মিল রেখে তফসিলে এরুপ পরিবর্তর আনা হয়েছে।

বীমা আইন, ২০১০ এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাব

রক্রম	ধারার নম্বর	বিদ্যমান ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	সংশোধনের যোগ্যতা
		কোটি ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা। এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে নিবন্ধিত কোম্পানীর ক্ষেত্রে উক্ত আবশ্যকীয় অর্থ এই আইন প্রবর্তনের ৩(তিন) বৎসরের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে;	~~এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে নিবন্ধিত কোম্পানীর ক্ষেত্রে উক্ত আবশ্যকীয় অর্থ এই আইন প্রবর্তনের ৩(তিন) বৎসরের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে;~~	
৩৯৯.	তফসিল-১	ধারা ১১৮ এর অধীন সমবায় বীমা সমিতির চলতি মূলধনঃ ২ (দুই) কোটি ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা। সমবায় বীমা সমিতির উক্ত আবশ্যকীয় মূলধন না থাকিলে এই আইন প্রবর্তনের ৫(পাঁচ) বৎসরের মধ্যে পয়োজনীয় মূলধন বৃদ্ধি করিতে হইবে;	৩।ধারা ১১৮ এর অধীন সমবায় বীমা সমিতির চলতি মূলধনঃ ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা। সমবায় বীমা সমিতির উক্ত আবশ্যকীয় মূলধন না থাকিলে এই আইন প্রবর্তনের ৫(পাঁচ) বৎসরের মধ্যে পয়োজনীয় মূলধন বৃদ্ধি করিতে হইবে;	প্রস্তাবিত আইনের সাথে মিল রেখে তফসিলে এরুপ পরিবর্তর আনা হয়েছে।
৪০০.	তফসিল-১	৪। ধারা ১১৮ এর অধীন মিউচ্যুয়াল বীমাকারীর চলতি মূলধনঃ-১ (এক) কোটি ৫০ (পঞ্চাশ)লক্ষ টাকা।	৪। ধারা ১১৮ এর অধীন মিউচ্যুয়াল বীমাকারীর চলতি মূলধনঃ-৩ (তিন) কোটি টাকা।	প্রস্তাবিত আইনের সাথে মিল রেখে তফসিলে এরুপ পরিবর্তর আনা হয়েছে।
৪০১.	তফসিল-১	৫। ধারা ১১৯ এর অধীন সমবায় বীমা সমিতি কর্তৃক রক্ষিতব্য জামানত ঃ২ (দুই) কোটি ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা। উক্ত আবশ্যকীয় এই আইন প্রবর্তন ৩(তিন) বৎসরের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে;	৫। ধারা ১১৯ এর অধীন সমবায় বীমা সমিতি কর্তৃক রক্ষিতব্য জামানতঃ ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা। উক্ত আবশ্যকীয় এই আইন প্রবর্তন ৩(তিন) বৎসরের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে;	প্রস্তাবিত আইনের সাথে মিল রেখে তফসিলে এরুপ পরিবর্তর আনা হয়েছে।
৪০২.	তফসিল-১	৬। ধারা ১১৯ এর অধীন মিউচ্যুয়াল বীমাকারী কর্তৃক রক্ষিতব্য জামানত ঃ ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা।	৬। ধারা ১১৯ এর অধীন মিউচ্যুয়াল বীমাকারী কর্তৃক রক্ষিতব্য জামানতঃ ১ (এক) কোটি টাকা।	প্রস্তাবিত আইনের সাথে মিল রেখে তফসিলে এরুপ পরিবর্তর আনা হয়েছে।
৪০৩.	তফসিল-২		**অপরিবর্তিত**	